2013

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

কলিকাতা

৪৩নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, 'এলগিন মেশিন' প্রেসে

শ্রীনন্দলাল সুর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

 [মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে "পুণ্যের" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রাপ্তব্য।

৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺ হেমেন্দ্র-
নাথ ঠাকুরের পুত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীমদ্ভগ-
বদ্গীতার অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ,
রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি প্রণেতা শাণ্ডিল্যগোত্র কলিকাতা
যোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি,এ,
তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক বিরচিত "আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও
স্বাধীনতা পুস্তক" অদ্য ১৮২২ শকে ৫০০১
কলিগতাব্দে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে
মকররাশিস্থ ভাস্করে মাঘ মাসে
দ্বাদশ দিবসে শুক্রবারে
প্রকাশিত হইল।

ওঁ

উৎসর্গ-পত্র।

পিতৃদেব যাঁহার পিতৃভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; মাতৃদেবী যাঁহার করুণার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি; সত্যই যাঁহার মূর্ত্তি; হৃদয়ের ভাষা যাঁহার ছায়া; প্রতি রেণু, প্রতি ঘটনা, প্রতি নিমেষ যিনি নিয়মিত করিতেছেন, ওঙ্কারবেধ্য, মনের নিয়ন্তা সেই ভগবানের শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নিবেদিত হইল।

—ওঁ—

78

উপক্রমণিকা।

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি...তন্মামবতু তদ্বক্তারং বক্তারমবত্ববতুমাং। ঋত বলিব, সত্য বলিব, সেই সত্য আমাকে রক্ষা করুন। সত্য বলিব, নির্ভীকহৃদয়ে বলিব, সত্যস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া বলিব, সত্যই আমাকে রক্ষা করুন।

ধর্ম্মরাজ ভগবানের রাজ্যে ধর্ম্মনিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত; যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই সুখ ও উন্নতি, সেইখানেই জয় ও শুভ এবং সেইখানেই স্বয়ং ভগবান। যে ধর্ম্মের এই ফল, সেই ধর্ম্ম কেবল কতকগুলি নীরস অনুষ্ঠানের সমষ্টি নহে—তাহা জীবন্ত ধর্ম্ম, জীবনের প্রতি কার্য্যে প্রতি অনুষ্ঠানে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত ধর্ম্মের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাধুকর্ম্ম অন্তর্নিহিত। যে মানব, যে দেশ, যে জাতি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে, শত জ্ঞান, শত কর্ম্মরাশিতেও তাহার অবনতি প্রতিরুদ্ধ হয় না, মোহ আসিয়া, জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যচন্দ্রকে রাহুর ন্যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম সকলই গ্রাস করিয়া ফেলে। রোমের ইতিহাস আলোচনা কর, তাহার অবনতিকালে জ্ঞানের তো কিছু অভাব ছিল না, বরঞ্চ তাহার পত্তনকাল হইতে জ্ঞানভাণ্ডার অনেক বর্দ্ধিতই হইয়াছিল, তথাপি তাহার অবনতিস্রোত প্রতিরুদ্ধ হইল না কেন? ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে ধর্ম্মের অভাবেই রোমের প্রাচীন গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই। জাতীয় ধনবৃদ্ধির কারণে অধিকাংশ রোমান বিলাসসাগরে অবগাহন

করিয়া নিজেদের তেজ, বুদ্ধি বল সকলই তথায় নিমজ্জিত করিতে লাগিল। ভগবান যে সদ্ব্যবহারের জন্য তাহাদের হস্তে অর্থ ক্ষমতা প্রভৃতি গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহারা তাহা ভুলিয়া গিয়া স্বার্থপরতা, বিবাদকলহকে অঙ্গভূষণ করিয়া লইল, অবনতি প্রতিরুদ্ধ করে কাহার সাধ্য। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা কর, তথাকার আদিম ঔপনিবে-শিকগণ স্বাধীনতার নামে, ধর্ম্মের নামে, ভগবানের মুক্তপতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়াছিলেন, বিলাসিতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, তাই তাঁহারা স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। ক্রীতদাস উঠাইবার জন্য যখন যুক্তরাজ্যের উত্তর দক্ষিণ বিভাগের মধ্যে তুমুল গৃহবিবাদ ঘটিল, তখন কে তাহাতে জয়ী হইল? উত্তর বিভাগ ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া এই ঘৃণিত দাসব্যবসায় উঠাইবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, বলা বাহুল্য জয়-গৌরব উত্তর বিভাগেরই আয়ত্ত হইল। কত দৃষ্টান্ত দিব—জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া প্রতি মানবের জীবন, প্রতি জাতির জীবন, সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ধর্ম্মের জয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হইবে।

অধিক দূরে না গিয়া ভারতের ইতিহাসেই এই সত্য অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত আছে দেখিতে পাই। ভারতের ঋষিগণ সেই আদিমকালে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল নিদান "সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যায়" পৌঁছিয়া বহুকাল যাবৎ নিজেরাও ধারণ করিয়া-ছিলেন এবং নানা সুপ্রতিষ্ঠ নিয়মপ্রণালীর সাহায্যে তাহা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হইবার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। যতদিন আর্য্যজাতির মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা—যাহার অপর নাম ধর্ম্ম—

প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যখন আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক ঋষিপ্রবর্ত্তিত সেই সকল সুনিয়ম অবজ্ঞাত হইতে লাগিল, তখন অবধিই ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অমানিশার ঘোর অন্ধকার একবার নিজ সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছিল। কিন্তু এই অন্ধকার ভারতকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই। ভারতের মজ্জাগত ধর্ম্মভাব যুগে যুগে জাগ্রত হইয়া জ্ঞানালোক অবলম্বনে অন্ধকার দূর করিয়া দেয়। এক যুগে বুদ্ধ উঠিলেন, এক যুগে চৈতন্য উঠিলেন, আর এক যুগে রামমোহন রায় উঠিলেন। কত উন্নতি অবনতির তরঙ্গ ভেদ করিয়া ভারত বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই অবস্থা আমাদের নিতান্ত উন্নতির অবস্থা নহে স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহারই মধ্যে উন্নতির অঙ্কুর বিদ্যমান রহিয়াছে—কারণ ধর্ম্মভাব এখনও ভারতের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। এই ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

যে সকল কারণে এই ধর্ম্মভাব ভারতে জাগ্রত হইতে পারিতেছে না, বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মহীন শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাই তন্মধ্যে একটী বিশেষ কারণ। যখন দেখি যে সেই শিক্ষাব্যবস্থা বালিকাদিগেরও জন্য প্রদত্ত হইতেছে, তখন কি দুঃখ শোক রাখিবার স্থান থাকে? হৃদয়ের আবেগে আমি আলোচ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আশা এই যে, অধিকদূর অগ্রসর হইয়া অথবা কালের সংঘর্ষণে পাকিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই জনসাধারণে ইহার অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া পশ্চাৎপদ

হইবেন। বিষয়টী অতীব গুরুতর, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই গুরুত্ব কতটা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তবে, নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে দুচারি কথা মুখবন্ধে বলিবার অধিকার প্রার্থনীয়। আমি ঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে আলোচ্য বিষয়ের দোষগুণ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সরলভাবে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই যথাসাধ্য সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। রোগ যখন উপস্থিত হয়, তখন ঔষধ খাওয়াইতে হয়, রোগীকে তখন কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের কথা বলিলে চলিবে না। প্রয়োজন হইলে ছুরিকা চালাইয়া রক্তারক্তি ব্যাপারের দ্বারা রোগীর প্রাণরক্ষা করিতে হয়—রক্তের মধ্যে সৌন্দর্য্য নাই অথবা কবিত্ব নাই বলিয়া ছুরিকাপ্রয়োগ বন্ধ রাখিলে চলিবে না। আমিও সেই ভাবে অকপট ভাষায় রোগের নিদান বুঝিতে ও বুঝাইতে এবং যথাসাধ্য তাহার চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমি যে একজন বড় সামাজিক চিকিৎসক তাহা নহি, কিন্তু আমিও যখন সমাজের একটী অঙ্গ, তখন সমাজের রোগের যথাবুদ্ধি প্রতীকার চেষ্টার অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থে আমি প্রধানত বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস দেখিয়া আসিয়াছি, কারণ কোন বিষয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা না করিলে তাহার ভাল মন্দ ফলাফল যথাযথ বিচার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। ইতিহাসের খাতিরে আমাকে অনেক ব্যক্তিগত কথা বলিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গ আশা করি তাহা ক্ষমা করিবেন। দুএক স্থলে আত্মীয়স্বজনেরও প্রশংসা কথা আসিয়া পড়িয়াছে আমি তাহাতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না।

আত্মীয়স্বজনের গুণ সকল গৌরববোধে স্মরণ করিলে আত্ম মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয়, গুণ সকল অনুকরণ করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। ঋষিরা এই সত্যের মহিমা বুঝিয়াই তর্পণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমি যখনই ভাবি শাণ্ডিল্য সর্ব্ব প্রথম পরমাত্মাকে আত্মার আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখনই আমি তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া, অতীতের অতীত হইয়া, ভগবানের চরণে পড়িয়া থাকিতে উদ্যত হই। যখনই ভাবি আমার পিতা স্বীয় মাতার জীবনরক্ষার জন্য নিজ জীবনদানে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখনই পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিবার ক্ষমতা যে কত বর্দ্ধিত হয়, তাহার কি পরিমাণ করিতে পারি? আত্মীয়স্বজনের এবং এমন কি নিজেরও সাধু কার্য্য সকল লোক শিক্ষার্থ ইতিহাসের অনুরোধে প্রকাশ করিলে আমি দোষ বলিয়া মনে করিতে পারি না—তাহাতে গর্ব্ব প্রকাশই অন্যায়। এইভাবে কি আত্মীয়স্বজন, কি অপর কোন ব্যক্তি, আলোচ্য বিষয়ে যাঁহার যে কোন কথা ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই আমি অসঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছি, এখন আশা করি তাহা সাধু ভাবেই গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থের তিনটী বিভাগ। প্রথম বিভাগে, ভারতে প্রাচীন কালের অথবা শাস্ত্রীয় স্ত্রীশিক্ষাও স্ত্রীস্বাধীনতা; দ্বিতীয় বিভাগে অধুনা কালের স্ত্রীবিদ্যালয়-প্রদত্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি এবং তৃতীয় বিভাগে গৃহ্য অনুষ্ঠানাদিতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনেক অংশ "পুণ্য" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে আমার ক্রন্দন অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই স্থানে যে

কোন সূত্রে যে কোনরূপ সাহায্য ও উৎসাহ যাঁহাদের নিকট পাইয়াছি, সকলকেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র সমাজপতি আমাকে যেরূপ ক্রমাগত উৎসাহ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে যুদ্ধ করিতেই মানবের জন্ম—সুতরাং ন্যায়ের জন্য, সাধুতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও, কারণ "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং" ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেও তিন লোক জিত হয়। ভগবান সঞ্জীবনী সুধায় সেই মৃত ব্যক্তির তেজকে সঞ্জীবিত করিয়া তাহার সৌরভ জগত চরাচরে ব্যাপ্ত করিয়া দেন।

—ওঁ—

আর্য্যরমণীর

শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

প্রথম আলোচনা—রমণীর মাতৃত্ব।

মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান নূতন জগতের নূতন আকাশে এক নবতর সঙ্গীত উদার হৃদয়ে ও মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া তথায় এক নূতনতর ভাবের ভাগীরথী আনয়ন করিয়াছেন ;—

I am the poet of the woman the same as the man,
And I say it is as great to be a woman as to be a man
And I say there is nothing greater than the mother of men

আমার ক্ষুদ্র লেখনী এই তিনটী পংক্তির অনুবাদ করিতে অক্ষম ; দরিদ্র বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ করিতে গেলে ইহার তেজঃপূর্ণ সৌন্দর্য্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। একমাত্র দেবভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কোন কবি মাতৃত্বের তেজঃপূর্ণ মহত্ব এমন তেজের ভাষায় সুব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না। কিন্তু হুইটম্যানও স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান করিয়া দেখিয়াছেন এবং ব্যতিরেক ভাবে বলিয়াছেন যে, মানবজননী অপেক্ষা অন্য কিছুই মহত্তর নাই

কেবল এই পুণ্যশ্লোক ভারতভূমির পুরাতন ঋষিরাই স্ত্রীজাতির মহত্ব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে মানবজননীর জাতি বুঝিয়া শুধু ব্যতিরেক ভাবে (Negative) কোন কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই. কিন্তু অন্বয়ভাবে (Positive) বলিলেন যে, সন্তানের জননী বলিয়াই স্ত্রীসকল বহুকল্যাণপাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন; স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।'

"প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥"

এমন দীপ্তিমান অথচ কোমলতাময় কথা ভারতের ঋষিগণ আর কাহার মুখে উচ্চারিত হইতে পারে? হুইটম্যান স্ত্রীজাতিকে মানবজননী বলিয়া দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই; আর্য্য ঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে মানবজননীর জাতি এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে দেবীচক্ষে—সংসার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীচক্ষে দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি যে মানবজননীর জাতি ইহা ঋষিরা নিজে দেখিয়াছিলেন, এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎদর্শনের উপদেশ দিয়া পামর সর্ব্বসাধারণকে সেই আদর্শভাব অনুসরণ করিবার সহজ উপায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপাতে এই ভাব হিন্দুজাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; দুঃখের বিষয় এই ভাবটী শীঘ্র শীঘ্র অন্তর্ধানের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য জাতিগণ এই ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে—তবে তাহারা এখনও ইহার উচ্চতা পরিমাণ করিতে পারিতেছে না।

রমণীর মাতৃত্ব।

বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির অন্তর হইতে সাধুভাব গুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা কেবলই বর্ত্তমান কুশিক্ষার ফলে; পূর্ব্বে হিন্দুজাতি সাধুভাবের ভাণ্ডার যে সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিল, তাহা ঋষিদিগের শিক্ষার সুপ্রণালীর গুণে। এখন একটা ধূয়া (Fashion) উঠিয়াছে যে ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিয়াও সকল কার্য্যই চলিতে পারে; কেবল তাহাই নহে—ইহাও বলা হইয়া থাকে, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিলেই বরঞ্চ ভাল হয়। ইহা অপেক্ষা হীন শিক্ষা আর কি হইতে পারে? যে আর্য্যজাতি ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া প্রতি পদক্ষেপ করিতেন এবং যে কারণে এই ভারতভূমি গভীর শান্তির আস্পদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে, আজ সেই ভারতের কি পরিবর্ত্তন, মন্দের অভিমুখে কি দ্রুতগতি দেখিতেছি;—সেই ভারতের সেই আর্য্যজাতির বংশোৎপন্ন আমরা ধর্ম্মকে সকল কার্য্য হইতে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না!

ঋষিরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মূলে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ভগবানের উপর যিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, সকল বিদ্যাই তাঁহার হস্তগত; তাই তাঁহারা বলিয়াছেন "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা।" তাঁহাদের বীজমন্ত্র ছিল "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে যিনি নষ্ট করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে নষ্ট করেন এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারা আহারে বিহারে, শয়নে জাগরণে, সকল কর্ম্মে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার, ভগবানকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা যদি তাঁহাদের সেই মন্ত্র

অনুশাসন না মানিয়া, গর্ব্বভরে অবহেলা করিয়া গৃহে, সমাজে অমঙ্গলরাশি আনয়ন করি, আমাদের পিতৃপুরুষ ঋষিগণ তাহার জন্ত দায়ী হইতে পারেন না। ঋষিরা আমাদিগকে এমন এক অমৃত পান করাইয়াছেন যে এই দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতি আমরা শত কঠোর আঘাতেও একবারে মৃত হইতে পারি না, মরিতে মরিতেও এই অমৃতের সঞ্জীবনীগুণে আবার নববল প্রাপ্ত হইয়া জগতে নবভাবের নবযুগ আনয়ন করিবার চেষ্টা করি। তাঁহাদিগের এই অমৃতদানের ফলেই আমরা এখনও শৈশব-কাল হইতেই স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিবার উপদেশ পাইয়া থাকি। ঋষিরা ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং জগতে তাঁহারই হস্তাক্ষর স্ত্রীলোকেরও মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া জগতকে উপদেশ দিলেন যে স্ত্রীলোককে বিশেষতঃ পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে; কেবল দেখিলে হইবে না, লোকশিক্ষার্থ এবং আপনারও শিক্ষার নিমিত্ত মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতে হইবে। * কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে শিক্ষিতাভিমানী আমরা ধর্ম্মবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুভাবের অতীত হইয়া দুর্ব্বিনীত

---

* স্ত্রীলোককে কন্যা বা ভগ্নী দৃষ্টিতেও দেখিতে পারিবে; এই দৃষ্টি করা মাতৃভাবে দৃষ্টি করিবারই রূপান্তর মাত্র। "অসংস্তুতাপি পরপত্নী ভগিনীতি বাচ্যা পুত্রীতি মাতেতি বা।" বিষ্ণুসং ৩২শ অঃ।

"পরপত্নীতু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি বা॥

মনু, ২অ, ১২৯।

হৃদয়ের উড়নচণ্ডী যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক বলিয়াই দেখিতে পারি এবং চাহি, পিতৃপুরুষদিগের স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিবার চসমা হারাইয়া ফেলিয়াছি অথবা থাকিলেও তাহার ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক।

পদে পদে ধর্ম্মের কথা, প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের বন্ধন অনেকের ভাল লাগে না—না লাগিবারই কথা। যাঁহারা পদে পদে আত্মসুখ অন্বেষণ করিবেন; যে সকল লঘুচিত্ত শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি দৈহিক সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে Artistic beauty বলিয়া পাগলপ্রায় হইবেন; রসিকতা (যাহার ইংরাজী নাম Flirtation) করিয়া আপনাদের রসনাকণ্ডূতি এবং মানসিক উদ্বেজনা বৃথাই বদ্ধিত করত যাঁহারা স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন না; যে সকল অদূরদর্শী স্বদেশীয় ব্যক্তি এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের উন্মাদ নৃত্য (Ball danee) প্রবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মের ও সুনীতিরও দুর্ভিক্ষ আনিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের যে সকল কার্য্য ধর্ম্মানুকূল করিবার কথা ভাল লাগিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের বীজমন্ত্র "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অথবা "খাও দাও হেসে খেলে লওরে ভাই।" তাঁহাদের কু-দৃষ্টান্তে দেশের কি পরিণাম হইবে তাহা তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাবিবার অবকাশ থাকে না; তাঁহারা দিবানিশি আমোদের স্বপ্নেই উড়িতে থাকেন।

তবে ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, কথায় কথায় ধর্ম্মের বন্ধন পড়িলে বালকদিগের অকালপক্কতা কপটতা প্রভৃতি নানা গুরুতর দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

তাঁহারা এই ভ্রমে পড়িয়া ঋষিদিগের ভাবে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়া আপাতরমণীয় পাশ্চাত্য গুরুদিগের অভ্রান্ত বেদবাক্য (!) সকল অনায়াসেই গলগ্রহ করিয়া থাকেন। ঋষিরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ফলে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, ধীরতা আসিতে পারে, কিন্তু অকালপক্কতা আসিতে পারে না; অধর্ম্ম করিলে গভীর অনুতাপ আসিতে পারে, কিন্তু কপটতা আসিতে পারে না। তাঁহারা নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করিতে নিষেধ করেন নাই; তাঁহারা শরীর মন নষ্ট করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা বলেন ধর্ম্মানুগত সকল বিষয় সেবা করিলে এবং ধর্ম্মকে প্রধান অবলম্বন করিলে ভালই হইবে, কখনই মন্দ হইতে পারে না। জগতের ইতিহাসেও কি আমরা ইহার পরিচয় পাই না? রোমসম্রাট নিরো তাঁহার বীভৎস আমোদ বিলাসিতা ও নৃশংসতা দ্বারা জগতের ঘোরতর অপকার করিয়াছে কি উপকার করিয়াছে? যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন আহুতি দিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আর কাহারা জগতের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছেন? গ্রীসের সক্রেটিস মানবজাতির জীবনে, চিন্তায় যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, কয়জন আলসিবিয়াডিস (Alcibiades) তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে? ইংলণ্ডে ধর্ম্মান্ধ পিউরিটান সম্প্রদায় দ্বারা অধিকতর উপকার হইয়াছে অথবা ইংলণ্ডরাজ চতুর্থ জর্জের ন্যায় বিলাসী জনগণদ্বারা অধিক উপকার হইয়াছে? কয়জন লোকে পিউরিটান কবি মিল্টনের অমর কাব্য পড়িয়া স্বীয় জীবনকে উন্নত করিতে পারি-

য়াছিল এবং কয়জনই বা fashionএর নেতা জর্জ ব্রুমেলের উপদেশে উন্নত জীবন যাপন করিয়াছিল? যে ফ্রান্সদেশ কথায় কথায় social science এর দোহাই দিয়া কৃতার্থ হন, সেই ফ্রান্সের যে বর্ত্তমানে কি ভীষণ আভ্যন্তরীণ অবস্থা চলিতেছে তাহা বিলাতী মাসিক পত্রাদিতে যথেষ্ট প্রকাশ পায়। তথায় মধ্যবিৎ গৃহস্থের ঘরেও বালকদিগের মধ্যে ব্যভিচার ক্রমে ক্রমে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। * নেপোলিয়ন যখন স্বদেশ ফ্রান্সের উদ্ধারের জন্য কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল, অথবা যখন তিনি আপনার গর্ব্বিত স্বপ্ন সফল করিবার জন্য অকারণে আশ্রিতগণকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহার সমূলে পতন হইল? বিলাসপরায়ণ চতুর্থ জর্জের প্রভাব ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে উপকার অপেক্ষা কি অপকারের বীজই নিক্ষেপ করে নাই? কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মপরায়ণা মহারাণীর আদর্শ চরিত্র ইংলণ্ডীয় সমাজকে কতনা উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের রাজা ইংরাজজাতি যদি ধর্ম্মপরায়ণ না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এক ধর্ম্মের বলেই মুসলমানদিগের ভিতরে কি একতা বিরাজ করিতেছে! হিন্দু রাজ-

* "It would be difficult to point to another country where there is more juvenile depravity than in France."

এই বিষয়ে স্বদেশভক্ত ফরাসি দেশীয় Max O'Rellও তাঁহার French-man in America" গ্রন্থে আভাস দিয়া বলিয়াছেন যে ইহা অতিরিক্ত শাসনের ফলে ঘটিয়াছে, আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি যে প্রকৃত ধর্ম্মশাসনের অভাবেই ইহা ঘটে।

গণ যদি ধর্ম্মের পথে থাকিয়া, স্বদেশদ্রোহ এবং গৃহবিবাদ না করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত দেখিতাম। তখন ভারতের মুক্ত গগনে সৌভাগ্যের সূর্য্য নিয়তই সমুদিত দেখিতাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারাও যদি কেহ ধর্ম্মের সুফল অনুভব করিতে না পারেন, তবে যে আর কি প্রকারে বুঝাইব তাহা জানি না। আর যদি ইহা স্থির হয়, যে ধর্ম্মের পথেই মঙ্গল, তাহা হইলে ধর্ম্মানুগত সকল বিষয় সেবা করিতে অথবা প্রত্যেক কার্য্যকে ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে বলাই কি কর্ত্তব্য নহে? ধর্ম্ম এমনই পদার্থ যে ইহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে ধারণ করিতে অভ্যাস না করিলে সহজে আয়ত্ত হয় না। তাই শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেককে মৃত্যু কর্ত্তৃক গৃহীতকেশ-বোধে ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে রমণীর মাতৃত্ব বিষয়ক
প্রথম আলোচনা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় আলোচনা—মনুসংহিতা ও মাতৃভাব।

শাস্ত্রকার ঋষিরা অধর্ম্মকে মানবের অবনতির এবং ধর্ম্মকে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র কারণ জানিয়া, তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে অধর্ম্মসংশ্লিষ্ট আমোদ ও বিলাসিতাকে অল্প-মাত্রও স্থান দেন নাই; তাঁহারা ধর্ম্মকে মূল অবলম্বন করিয়া

স্ত্রীলোককে মাতৃচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং সেই প্রকারে দেখিতে উপদেশও দিয়াছেন। তাই আমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুকে মাতৃত্বের মহান্ বিজয়সঙ্গীত গাহিতে দেখি—

প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

মনু স্ত্রীলোককে "সন্তাননিমিত্ত পূজার্হ" প্রভৃতি বলিয়াছেন বলিয়াই যেন কেহ ভাবেন না যে তিনি স্ত্রীলোককে সন্তান-প্রসবকারী পশু (breeding animal) বলিয়া দেখিয়াছেন।* তিনি স্ত্রীলোককে সম্মানের যোগ্য বলিয়াই সম্মান অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কল্যাণকামী আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে গৃহে স্ত্রীলোক সম্মানিত হয় সেই গৃহে দেবতারা আনন্দিত হয়েন এবং যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসম্মানিত হইয়া অশ্রুজল পরিত্যাগ করে, সে গৃহ শ্মশানসমান হইয়া উঠে।† ভাবিলেও কেমন এক আনন্দ-রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় যে, রমণীর সম্মানরক্ষা বিষয়ে হিন্দুজাতি অপেক্ষা আর কোন জাতিই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

* পাশ্চাত্যশিক্ষিত দুএকটা বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছি।

† পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৩অ,

মনু বলিয়াছেন বটে যে স্ত্রীলোকেরা বহুকল্যাণপাত্রী এবং সম্মানার্হ; কিন্তু ইহার সঙ্গে যদি তিনি তাঁহার এ প্রকার বলিবার হেতু প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই কঠোর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন আবালবৃদ্ধবনিতা যুক্তিতর্ক অতিক্রম করিয়া একপদও নিক্ষেপ করিতে চাহেন না এমন কঠোর সময়ে সেই বৃদ্ধ মনুর কথা কে না হাসিয়া উড়াইয়া দিত? ভাগ্যবশতঃ মনু আমাদের ন্যায় "শৈশবের দল" অপেক্ষা অনেক দূরদর্শী ছিলেন, তাই তাঁহার অধিকাংশ উক্তিরই হেতু প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের পরিহাসের পথ অনেকটা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে সন্তান প্রসব করা পশুদিগের সহিত মানবের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা যেন স্বীকার করা গেল; কিন্তু তিনিই বা ইহাতে করিবেন কি, আর আমরাই বা করিব কি?—বিধাতার সৃষ্টিই যে এইরূপ। বিধাতা পুরুষদিগকে গর্ভাধানের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তিনিই স্ত্রীলোকদিগকে গর্ভধারণের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। * বিধাতা পশুদিগেরও মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ করিয়াছেন এবং মানবদিগেরও মধ্যে স্ত্রীপুরুষ-ভেদ রাখিয়াছেন। কিন্তু বিধাতার কৃপায় মানবজাতির এই পশু-সাধারণ স্ত্রীপুরুষ-ভেদ থাকাতেও যে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে এক বিশ্বগ্রাহী অথচ কোমলতম মাতৃভাব জাগ্রত রহিয়াছে, তাহাই অনুভব করা এবং জগতের সমক্ষে তাহাই প্রদর্শন করা—ইহাতেই ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুর মাহাত্ম্য। মনু এই প্রচার করিলেন

* প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ। ৯অ, ৯৬,

যে সন্তান-প্রসবরূপ স্ত্রীলোকের পশুসাধারণ ধর্ম্ম থাকিলেও সন্তাননিমিত্তই স্ত্রীলোকেরা কল্যাণপাত্রী ও পূজার্হ এবং ইহার হেতু প্রদর্শন করিলেন "যে অপত্যের উৎপাদন, জাত অপত্যের পরিপালন এবং প্রত্যহ সংসারযাত্রার অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের স্ত্রীরাই প্রত্যক্ষ কারণ।" * এক কথায়, মনুর মতে যে সকল কার্য্য রমণীকে জননী ও মাতা করিয়া তুলে, সেই সকল কার্য্যের নিমিত্তই, অথবা আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ এবং রমণী-হৃদয়ে এই মাতৃত্ব আনয়ন করিবার একটী প্রধান সহায় সন্তানলাভ। তাই মনু অপত্যোৎপাদনের কথা বলিয়া স্ত্রীলোককে পূজার্হ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া দৈবক্রমে যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তানলাভ হইল না, তাঁহারা যে পূজার অযোগ্য হইবেন, একথা মনু বলেন না। প্রত্যুত তিনি সন্তানবিহীনা সাধ্বী স্ত্রীদিগকে নিরাশার গভীর অন্ধকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া আশার আলোক দেখাইয়া বলিয়াছেন—"আশৈশব ব্রহ্মচারী ঋষিদিগের ন্যায় ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী স্ত্রীলোকেরা অপুত্রা হইলেও স্বর্গলাভ করেন।" †

মনুর এই সকল উক্তি হইতে আমরা সুন্দররূপেই বুঝিতেছি যে তাঁহার মতে সন্তান হউক বা না হউক একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ। মনুসংহিতার যে যে স্থানে

* উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং। ৯অ, ২

† মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ। ৫অ, ১৬০।

নারীজাতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, সেই সেই অংশ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব যাহাতে পরিস্ফুট হয়, মহর্ষি মনু তাহার উপায় বিধান করিতে চেষ্টা বিশেষ-রূপেই করিয়াছেন। মনুর মতে স্ত্রীলোকের সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত করিবার সহায় হওয়া আবশ্যক, তাই তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহ একটী সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিধি প্রদান করিলেন এবং বিবাহকে ধর্ম্মমূলক করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। মানবজাতি যত অসভ্য অবস্থায় থাকে, ততই তাহারা পশুভাব অবলম্বন করিয়া থাকে; তখন তাহারা উচ্চ-ভাব ধারণ করিতে পারে না। পশুদিগের ন্যায় তাহারাও আপনাদিগের মধ্যে বিবসন হইয়া থাকা দোষাবহ মনে করে না। তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী যথাসময়ে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে তাহা চরিতার্থ না করা পর্য্যন্ত শান্তিলাভ করে না। অনেক অসভ্যজাতির মধ্যেই দেখা যায় যে, এ বৎসর যাহারা স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বসবাস করিল, পর বৎসর তাহাদিগের কোনই বাধ্যবাধকতা রহিল না। এইরূপ অসভ্য জাতিগণের মধ্যে পশুভাবই সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত। ইহাদিগের প্রবৃত্তির উপরে প্রাকৃতিক বাধা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাধাই কার্য্য করিতে চায় না। কিন্তু মানবজাতি যতই সভ্যতার উচ্চ সোপানে পদার্পণ করিতে থাকে, ততই তাহারা প্রবৃত্তি দমন, বিশেষতঃ কামপ্রবৃত্তির দমন মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন তাহাদিগের হৃদয় হইতে স্ত্রীলোককে কাম-ভাবে দৃষ্টি করা, স্ত্রীলোকের সহিত কেবল পশুর ন্যায় ব্যবহার করা, এই সকল ভাব ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে থাকে।

তাহারা স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব অথবা মাতৃত্ব অল্পে অল্পে বুঝিতে থাকে এবং তাহারা ধীরে ধীরে ইহাও বুঝে যে সুনীতিসঙ্গত বিবাহই এই মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার প্রধান সহায় এবং সুতরাং এই বিবাহকে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এইরূপে দেখা যায় যে মানবজাতি যতই সভ্যভব্য হইতে থাকে, ততই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধকে ধর্ম্মমূলক করিবার অথবা মাতৃত্বের সহায় করিবার প্রয়াস পায়। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে "স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারই দেশের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় প্রদান করে।" যে দেশের লোকেরা স্ত্রীলোককে পশুবৎ ব্যবহার করে, সেই দেশ অত্যন্ত অবনত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; যে দেশের লোকেরা romantic love প্রভৃতি কামাভাস-বশীভূত হইয়া স্ত্রীমাত্র চক্ষে দৃষ্টি করে, সেই দেশ মধ্যম; এবং যে দেশ কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিতে শিক্ষা দিতে পারে, সেই দেশই উত্তম। স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিতে একমাত্র ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা দিয়াছে এবং সেই এই পবিত্র ভারতের মহর্ষি মনুই এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পথপ্রদর্শক—মনুকেই আমরা এই ভাবের pioneer বলিতে পারি।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে, স্ত্রীলোকের দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের আধার ও আকর মাতৃত্বই যদি বিকশিত না হইল, তবে তাহার জীবনের সার্থক্য কোথায়? মাতৃস্তনে দুগ্ধ আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতার দেহ মন দয়া স্নেহ প্রেমে একেবারে ভরিয়া যায়। মাতার সন্তানজনিত সুখের সঙ্গে কি অন্য কোন

সুখের তুলনা হইতে পারে? আবার এই সুখের উৎপত্তি কি বিবাহের পবিত্রতা নহে? কোন পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন,—

"Wedded love, mysterious law, the true source of human offspring."

আমাদের ঋষিরা ইহা আরও পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া বিধাতার বিধির অনুসরণে কামজ স্ত্রীগ্রহণ এবং অকামজ বিবাহ, এই উভয় প্রকার ঘটনাকেই বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে "ধর্ম্ম ও অকামজ বিবাহই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতেই সুসন্তানের উৎপত্তি হয়।" * এইরূপে দেখি যে, ঋষিরা রমণীর মাতৃভাব যে গভীররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারই ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়া নব্যজগতের কবি ওয়াল্ট হুইটমান গাহিলেন যে "মানবজননী অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই।"

নারীপ্রকৃতির এই মাতৃভাবের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ও কিরূপ পবিত্রতা সঞ্চার করে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালেও ইংলণ্ড নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বকালেও ইংরাজজাতির প্রভূত উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ড জলযুদ্ধ প্রভৃতি নানা কার্য্যে জয়লাভ করিয়াছিল এবং

* অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈ র্নিন্দিতা নৄণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েৎ। মনু ৩অ, ৪২।

সাহিত্যক্ষেত্রে সেক্সপীয়রের ন্যায় মহাকবির জন্মদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এলিজাবেথ স্বয়ং সমগ্র ইংরাজজাতির অন্তরে আদর্শচরিত্র ও সৌম্যমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এক ভীষণ অশান্তি ও দুর্নীতির মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। কে নিশ্চয় পূর্ব্বক বলিতে সাহস করিবে যে তাঁহার মন্দ প্রভাব এখন একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে? তখনকার ইংরাজ-সমাজের গঠনফলে এলিজাবেথের হৃদয় নানা কারণে মথিত হইয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উৎপাদন করিয়াছিল। তদা-নীন্তন সমাজের দুর্নীতি তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল; তিনি স্বীয় মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার অতীত হইয়া সমাজকে সুগঠিত করিতে পারেন নাই। অপরদিকে বর্ত্তমান ভারতে-শ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়েও ইংলণ্ড নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে; কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, বিদ্যার সকল বিভাগেই মহারাণীর এই ষষ্টি বৎসর সুশাসনকালের মধ্যেই ইংলণ্ড কত মহারথীর জন্মদান করিয়া জগতের পূজ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই বা ইংলণ্ডের এমন অনন্য-সাধারণ গৌরব কি? যাঁহার দিগন্তব্যাপী রাজ্যে সূর্য্যের অস্তাচলগমন দৃষ্ট হয় না, এবং যিনি ইংলণ্ডের ও তদধীন রাজ্যসমূহের অধীশ্বরী দেবী হইয়া স্বীয় সৌম্যমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন; যিনি ইচ্ছা করিলে এলিজাবেথের ন্যায় দুর্নীতির পঙ্কিলস্রোত অনায়াসেই আনয়ন করিতে পারিতেন, তাঁহার পবিত্র গার্হস্থ্য জীবন এবং পবিত্র মাতৃভাবই ইংরাজজাতির—কেবল ইংরাজজাতির কেন, তাঁহার প্রজামাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী। ভারতের ঋষিরা স্ত্রীলোকের যে আদর্শচিত্র আমাদের নয়নের সম্মুখে রাখিয়াছেন,

ভারতের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াও সেই আদর্শপথে চলিতে সক্ষম হইয়াছেন একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না, বিশ্বাস করি। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভারতের সাম্রাজ্ঞী এবং হিন্দুসন্তানের মাতা হইবার উপযুক্ত পাত্রী, তাই ন্যায়দর্শী ভগবানের কৃপায় তাহাই হইয়াছেন। তাঁহার এই পবিত্র মাতৃভাবের প্রভাব যে বিশেষভাবে ইংরাজজাতির এবং পরোক্ষভাবে অন্যান্য জাতিসমূহের কতটা মঙ্গল সাধন করিতেছে, তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? ভারতবাসীদিগকে একটীমাত্র উদাহরণ দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা জানুন যে তাঁহার মাতার উপযুক্ত দয়াস্নেহই কঠোর স্বার্থপর ইংরাজজাতিকে সমদর্শী হইতে শিখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কতকটা বলপূর্ব্বক ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রধান অধিকারপত্র, আমাদের সকল অধিকারের মূল সেই রাজকীয় ঘোষণাপত্র Royal Proclamation বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংরাজদিগের উপর ইঁহার প্রভাবের কথা অধিক আর কি বলিব? এক সময়ে যুবরাজপত্নীকে বাধ্য হইয়া খঞ্জ ভাবে চলিতে হইয়াছিল, অমনি সমাজনেত্রীবোধে আত্মগর্ব্বিতা স্ত্রীলোকমাত্রেই খঞ্জভাবে চলিতে সুরু করিলেন। এই অবস্থায় সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রমণীশ্রেষ্ঠ ভিক্টোরিয়ার মাতার উপযুক্ত পবিত্র চরিত্রের প্রভাব যে সমাজনেত্রীগণেরও উপর, যাঁহাদিগের অধিকাংশ রঙ্গপরিহাস, পরচর্চ্চা প্রভৃতি লইয়াই থাকেন, তাঁহাদিগের উপর বিস্তৃত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? প্রত্যেক অবিকৃতচিত্ত অপর সাধারণ স্ত্রীলোক যে তাঁহার পবিত্রভাবের অনুসরণ করিবে

তাহা বলাই বাহুল্য। একবার তাঁহার কোন উচ্চপদস্থ স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী কাহারও সহিত হাস্যপরিহাস (flirtation) করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্ত্রীলোককে বিশেষ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি এই আদর্শ রমণীর মাতৃত্বের প্রভাবের বিষয়ে বলিয়াছেন যে "যুদ্ধের তুমুল নিনাদ যখন শান্ত হইয়া যাইবে, তাহার বহুকাল পরে এবং যখন রাজনৈতিক সঙ্কটগুলি ঐতিহাসিকদিগের গবেষণার বিষয় হইবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতেও বিক্টোরিয়ার মাতৃত্বের গাথা গীত হইয়া কত অগণ্য পরিবারকে নির্ভর প্রদান করিবে।" *

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে মনুসংহিতা ও মাতৃভাব বিষয়ক দ্বিতীয় আলোচনা সমাপ্ত।

---

* "And long after all the thunder peal of noisy war has died away and the fierce agitation of political crises has become but an object of antiquarian interest, the memory of Victoria the Wife, the Mother and the Widow will continue to sustain and inspire innumerable families that are and that are yet to be,"—*Rev of Rev.*, *May* 1897.

তৃতীয় আলোচনা—রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধ-নির্দ্দিষ্ট মাতৃত্বের অঙ্গে যাহাতে লেশমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ না করে তজ্জন্য মনুপ্রমুখ ঋষিরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বেরই অপর নাম সতীত্ব। ঋষিদিগের কৃপাতেই ভারতবাসীরা সতীত্বের এতদূর মর্য্যাদা বুঝিয়াছে। এই সতীত্ব রক্ষার জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনু স্ত্রী-জাতিকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বিশেষরূপে অনুশাসন করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার জন্য এই একটী ব্যবস্থা ছাড়া ঋষিরা আরও অনেকগুলি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। পাছে মাতা, ভগিনী বা কন্যা প্রভৃতির মনেতেও তাহাদের মাতৃত্ব বিন্দুমাত্র কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়, অথবা পুরুষের অন্তরে বিন্দুমাত্রও কামভাব জাগরূক হইয়া মাতৃত্ববিষয়ে তাহাদের এতটুকুও অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে, এই কারণে ঋষিরা উপদেশ দিয়াছেন যে, পরস্ত্রী ত দূরের কথা, মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত পর্য্যন্ত নির্জ্জনে একত্র অবস্থিতি করিবে না।* কারণ ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিপথগামী করে। তাঁহাদের ভাব এই যে, ইন্দ্রিয়দমন বড় সহজ কার্য্য নহে, তখন ইন্দ্রিয় উত্তে-

---

* মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি মনু ২অ, ২১৫।

জিত হইবার সম্ভাবনামাত্র রাখিয়া কাজ কি? ঋষিদিগের এই কথাতে অনেকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন; ঋষিরা মানবপ্রকৃতি ভালরূপে বুঝিয়াছেন কি না, অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি তুরস্কের পূর্ব্বতন কোন প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আলি পাশার অথবা রোমের পূর্ব্বতন পোপবংশ বর্জিয়াদিগের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। ঋষিরা একদিকে যেমন মানবপ্রকৃতির দেবত্ব দেখিয়াছিলেন, তেমনি তাহার পশুত্বও দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের এই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যে, যাহাতে দেবপ্রকৃতি মানবেরা পশুপ্রকৃতি লাভ না করে এবং পশুপ্রকৃতি মানবেরা যাহাতে দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিদান ব্রহ্মচর্য্যের পথে এতটুকুও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। এই কারণেই, যুবক ব্রহ্মচারী গুরুপত্নীকে মাতৃ সম্বোধনে আহ্বান করিতে আদিষ্ট হইলেও, গুরুপত্নী যুবতী হইলে ঋষিরা যুবক ব্রহ্মচারীকে তাঁহার তৈলাভ্যঙ্গ প্রভৃতি দূরে থাক্, পাদস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতেও বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন। ঋষিদিগের মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি এবং তাঁহাদিগকে শতবার নমস্কার করিতেছি। বুড়া Pessimist অনর্থদর্শী ঋষিরা এ কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তোমরা বলিবে—ও কথা অগ্রাহ্য অর্থাৎ যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলে কোন হানি নাই; অনেকে এ কথাও কানাকানি করিতে ছাড়িবেন না যে বুড়া ঋষিদিগের মন

দুর্ব্বল ছিল, তাই তাঁহারা আত্মবৎ জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিধি নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ বলিতে সাহস করেন, তাঁহাদের সম্মুখে ঋষিদিগের কথায় সমর্থকরূপে পাশ্চাত্য কোন ব্যক্তির উক্তি Hall mark ধারণ করিলে তাঁহারা লুকাইবার জন্য গহ্বর অন্বেষণ করিবেন। মানবচরিত্রের বিশেষ অভিজ্ঞ সুবিখ্যাত Max O'rellএর * সমর্থনে ঋষিদিগের কথা যখন সত্য বলিয়া বুঝিতেছি বলিব, তখন বোধ হয় এই সকল জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি আর অধিক তর্ক করিতে সাহস করিবেন না। Max O'rell বেশ একটু রসিকতার সহিত বলিতেছেন—"সহপ্রতিবাদী অধিকাংশ স্থলেই যুবক সহিস. ইহা সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় প্রতিবাদীর সূত্রপাত কণ্টকে। ইহা জঙ্ঘাবন্ধ হইতে অধিক দূর নহে; পথও ভারি লোভনীয়—কি বল?" † আরও, স্ত্রীলোক মাত্রের, এমন কি মাতারও সহিত যুবাপুরুষের সর্ব্বদা আদর আবদার চলিতে থাকিলে যে যুবকদিগের নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা আছে, তাহা আমরা স্বাধীনচেতা ও স্বদেশভক্ত Max O'rell এর স্বজাতি সম্বন্ধীয় উক্তিতেই প্রমাণ পাইতেছি। তিনি বলেন,—'ফ্রান্সে মাতা আমাদের কোমলতম আদর

* শ্রীমতী যোনাকেয়ার্ডও যাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

† "The corespondent is not unfreqently a young groom, as one may see by the newspapers. This sample of corespondent begins at the spur. It is not very far to the garter; the path is very attractive, *que voulez vous*? John Bull and his island.

অধিকার করেন।" কিন্তু এই কারণে ফরাসি জাতি যে কিছু নির্বীর্য্য তাহাও তিনি স্বীকার করেন,—"ফরাসি যুবক অধিকতর নির্বীর্য্য।" আমরা স্বীকার করিতেছি যে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে মনু প্রভৃতির উপদেশ অনুসরণ করিলে ভারতের ত্রিসীমানায় পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের উন্মাদনৃত্য প্রবেশ করিতে পারিবে না; আর বিদ্যালয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকেও একত্র অধ্যয়ন অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না. কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভারতের কি বীর্য্য. কি ধর্ম্ম, কোন বিষয়েই উন্নতির আর সীমা থাকিবে না।

এই নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব বা সতীত্বের মধ্যবিন্দু যে পতিসেবা, তাহা এই ভারতভূমিতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই-খানেই তাহা সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাই মনুপ্রমুখ ঋষিরা বলিয়াছেন যে, সাধ্বী স্ত্রীলোকের পতিসেবার অধিক কোন যজ্ঞাদিও নাই। † স্বামী যে প্রকারই হউক না কেন, তাঁহাকে স্ত্রীর দেববৎ সেবা করা কর্ত্তব্য, মনুর এই উক্তি শুনিয়া হয়তো অনেকেই মনু-সংহিতাকে কর্ম্মনাশার গভীর স্রোতে চিরজন্মের মত বিদায় দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু এই বিষয় একটু ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মনু একদিকে স্ত্রীলোকের উপর কঠোর

---

* বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে। মনু

অনুশাসন করিলেন বটে যে অতি নিন্দিত স্বামী তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে দেবতাস্বরূপ, কিন্তু অন্যদিকে অনুশাসন করিলেন যে কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তাহাও ভাল কিন্তু কদাপি বিদ্যাদিগুণরহিত পুরুষকে কন্যাদান করিবে না। * মনু এইরূপে সকল দিকে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে হিন্দুজাতির আবাসভূমিকে গভীর শান্তির আস্পদ হইবার যোগ্য করিয়াছেন।

মনুপ্রমুখ ঋষিরা এই পতিসেবারূপ মধ্যবিন্দুর উপর দাঁড়াইয়া যেমন পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতিকে পতিসেবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্মে মনোযোগী হইতে আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ পতি প্রবাসে যাইলে স্ত্রীজাতিকে অধিকতর সংযত হইয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। স্বামী বিদেশে যাইলে, ক্রীড়া, শরীরসংস্কার (অর্থাৎ শরীর সজ্জাবিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান), সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হাস্যপরিহাস এবং পরগৃহে গমন, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। † এই সকল শ্রবণ করিয়া অনেক নব্য বঙ্গবধূদিগের ওষ্ঠপ্রান্তে উপহাসের জীবন্ত আসিবে, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদিগের মতে স্বামীর বিদেশগমনই ঐ সকল কার্য্য করিবার একমাত্র অবসর, কারণ স্বামী নিকটে থাকিলে গৃহকর্ম্মেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।

---

* কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। মনু

† ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১অ, ৮৪

কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতে, আমারই বা বলি কেন, সকলেই একবার অনুধাবন পূর্ব্বক দেখুন না যে স্বামীর প্রবাস-কালে ঐরূপ শাস্ত্রমতে না চলিলে স্ত্রীদিগের অন্ততঃ মানসিক সতীত্বে, মাতৃত্বের নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তিতে, সতীত্বের প্রাণে এতটুকুও কলঙ্কের ছায়া পড়ে কি না। স্বামী বিদেশে গমন করিলে সাধ্বী স্ত্রীর যেরূপ মনের ভাব হইতে পারে এবং তদনুসারে তাঁহার যে সকল কার্য্য করা সম্ভব, শাস্ত্রকারেরা তাহাই পর্য্যা-লোচনা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের হয়তো ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে, সাধ্বী স্ত্রীর বহিরঙ্গও সাধন করিতে থাকিলে সকল স্ত্রীলোকেরই অন্ততঃ কতকটাও মানসিক সুপরিবর্ত্তন ঘটিবেই।

স্বামীর প্রবাসকালে সতীর যে সকল কর্ত্তব্য, ঋষিরা তাহার যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ বিধবা হইলেও যে তাঁহাদের আমরণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর্ত্তব্য তাহাও বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে স্ত্রীলোকের সতীত্ব যাহাতে নির্বিরোধে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য ঋষিরা স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যও নিষেধ করিয়াছেন। পাছে স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম দুষ্প্রসঙ্গের দ্বারা কলুষিত হয়, এই কারণে ঋষিরা বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের বাল্যাবস্থায় পিতা রক্ষক, যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বৃদ্ধা-বস্থায় পুত্রেরা রক্ষক, স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে। * বর্ত্তমান-কালের নব্য স্ত্রীলোকদিগের এই কথা একটুও ভাল লাগিবে না,

---

* পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। মনু ৯অ,

তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে। স্বাতন্ত্র্য দিয়া তাহাদিগকে নির্ভরশূন্য করিয়া সংসারের কঠোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে কি আর তাহাদিগের সেই কোমলতা, সেই শ্লীলতা রক্ষা পাইতে পারে? তখন তাহারাও যেমন পুরুষদিগকে কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ মনুষ্য চক্ষে দেখিবে, তেমনি পুরুষেরাও তাহাদিগকে কেবলমাত্র মনুষ্য চক্ষেই দেখিবে সুতরাং প্রকৃত সম্মান দিতে সঙ্কুচিত হইবে। যদি যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন একটী দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হয়, তাহা হইলে ইহা কি অনেকটা নিশ্চয় নহে যে, এই জীবনসংগ্রামে পড়িয়া হয় স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ এবং সুতরাং ক্রমশ তাহাদের শারীরিক গঠনও পুরুষোচিত চোয়াড়ে হইয়া উঠিবে অথবা তাহাদের ক্রমশ ধ্বংসসাধন হইবে? আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমাদিগের মধ্যে এমন কেহ কি আছেন যিনি এই দুইটীর মধ্যে একটীও প্রার্থনা করেন? আশা করি, নাই। যেমন আমরা ভিড়ের মধ্যে গিয়া যদি দেখি যে তথায় দৈবাৎ এক স্ত্রীলোক রহিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কত সতর্ক হই যাহাতে তাহার শরীরে ও শ্লীলতায় এতটুকু আঘাত না লাগে এবং তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিবার কত না বিশেষ চেষ্টা পাই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোন স্বাধীনতাপ্রিয় স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে যাইতেছে, তাহা হইলে তাহার শরীরে ও শ্লীলতায় আঘাত করিতে অতি অল্প পুরুষেই কুণ্ঠিত হইবে। এইরূপে ক্রমে তাহাদের মাতৃত্বে অথবা সতীত্বে আঘাত পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। ঋষিরা যে নারীজাতির জন্য এত অবরোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা

বুঝিয়াছিলেন যে রমণীর সতীত্বের পথ যেমন অতি সুফলপ্রসূ, কিন্তু সেইরূপ এই প্রলোভন প্রভৃতির কণ্টকময় সংসারে সেই পথ বড়ই দুর্গম। তাই তাঁহারা সাধ্যমত রমণীদিগকে কণ্টকবিহীন পথে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ নিষ্কণ্টক পথে চালাইয়াও তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে ইহাতেও যদি পথের দুএকটী কণ্টক তাঁহাদিগের গাত্রে বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহাদের চরিত্রই একমাত্র তাহার রক্ষক; * এ অবস্থায় আপনাকেই আপনার রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল কঠিন কণ্টক সংসারের পথে সতীত্বে বড়ই আঘাত প্রদান করে, মনু তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছয় প্রকার,—(১) পানদোষ, (২) দুর্জ্জন সংসর্গ, (৩) পতিবিরহ, (৪) অটন অর্থাৎ shopping ইত্যাদি বৃথা কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ, (৫) অকাল নিদ্রা এবং (৬) পরগৃহে বাস। †

ঋষিদিগের আদেশ ও অনুশাসন মানিয়া চলিলে যে গৃহ কি শান্তিময় ও সুধার আকর হইয়া উঠে, তাহা মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। মানবের মানবত্ব প্রায় সর্ব্বত্রই সমানরূপে বিকশিত হইতে দেখা যায়। স্থানভেদ ও অবস্থাভেদে কিছু বিভিন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশের দস্যু এবং বিলাতের দস্যু প্রায়ই সমান, অল্পই বিভিন্ন; আমাদের দেশের সাধু ও বিলাতের সাধু ভাবে ও চরিত্রে প্রায়ই

---

* অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ। মনু ৯ম, ১২

† ভাষ্যে আছে দেবালয় অথবা জ্ঞাতিকুলে বাস; কোন নবীন ভাষ্যকার বলেন হোটেল প্রভৃতি স্থানে অথবা cousinদিগের সহিত বাস।

এক হইবে, হয়তো সামান্যমাত্র বিভিন্নতা থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের ঋষিরা সতীত্ব রক্ষার জন্ত পুরুষের সহিত স্ত্রীর যে প্রকার সম্বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং হিন্দুমাত্রেই যে ব্যবস্থার উপকার বুঝিয়া সাদরে স্বীকার করিয়াছেন, অষ্টদিক-পালসম্ভূতা মহারাণী ভারতেশ্বরীও ঈশ্বরের কৃপায় স্বীয় প্রতি-ভাবলে সেই সকল ব্যবস্থা অনুভব করিয়াই যেন তদনুসারে চলিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহার গৃহে এক অপরাজিত শান্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার জীবনীলেখক বলেন যে, "মহারাণীর ন্যায় এত গার্হস্থ্য সুখ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই (অবশ্য তাঁহার পাশ্চাত্য প্রজাদিগের) অদৃষ্টে ঘটিয়াছে" এবং তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে মহারাণীর আদর্শে চলিয়া তাঁহার প্রত্যেক প্রজার গৃহ সুখশান্তিময় স্বর্গধাম হইয়া উঠুক। * আমরাও সেই প্রার্থনা করি। জীবনীলেখক মহারাণীর অর্থ-জনিত সুখের কথা এখানে বলেন নাই; বিবাহিত জীবনের প্রকৃত গার্হস্থ্য সুখের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,— "In that perfect union of two in one (মহারাণী ও তাঁহার স্বামী) we see the bright consummate flower

---

* "Not to many, only to the rare few, is given to realise such perfect blessednes as the Queen found in her marriage." * * *

"What has been once may be again. The height which one wedded pair attained marks the level which the whole race may yet attain aud when that goal is gained mankind will indeed stand near to the portals of Paradise."—Rev. of Rev. May 1897.

of the race." ভাল, জিজ্ঞাসা করি যে যখন আমাদের বিবাহে বলিতে হয় "তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক" এবং "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক"—এই প্রকৃতির মন্ত্রগুলি কি ঐ আদর্শ পরিবার স্থাপন করিবার অথবা এই মর্ত্ত্যধামে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয় না, আর বাস্তবিকও কি এই সকল মন্ত্রগুলি হিন্দুজাতিকে অতি উন্নত সামাজিক জাতি করিবার হেতু নহে? আশ্চর্য্য এই যে ভারতের এই অবনতির কালে এমন সুন্দর মন্ত্রগুলিও কতকগুলি জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির নিকটে উপহাসের বিষয় হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে ভারতে অবরোধপ্রথা ছিল এবং মনুপ্রমুখ ঋষিরা তাহা সমর্থন করিয়াছেন; তাঁহারা যে কি উদ্দেশ্যে তাহা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীর সহিত পত্নীর অথবা পিতার সহিত কন্যা প্রভৃতির ধর্ম্মকার্য্যের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে গমন ইত্যাদি বিষয়ে ঋষিদিগের কোনই নিষেধ নাই—বরঞ্চ তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নানা প্রকারে উৎসাহ দিয়াছেন। উৎসাহ দিবারই কথা—এ সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান এবং সমান থাকাই উচিত; বিশেষতঃ যদি স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হয় এবং যদি সেই মাতৃত্ব ধর্ম্মমূলক হয়, তবে ধর্ম্মকার্য্যে স্ত্রীলোকদিগেরও বিশেষ অধিকার আছে। যাত্রা স্থানে গমন, নৃত্য গীতাদিতে গমন অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলে মানসিক সংযম থাকে না, প্রবৃত্তি সকল বহির্মুখী হইয়া উঠে, সেই সকল বিষয়ের জন্য ইতস্ততঃ গমন রমণীর অন্তর্মুখী

গার্হস্থ্যভবের প্রতিকূল এবং সেই কারণেই ঋষিরা এই প্রকার অযথাভ্রমণকে স্ত্রীজাতির পক্ষে দোষাবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শরমণী বিক্টোরিয়াতেও আমরা এই কথারই সম্পূর্ণ সায় পাই। তিনি একে পাশ্চাত্য রমণী, স্বাধীনতার মধ্যে লালিতপালিত; তাহার পরে যখন তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন যে তাঁহাকে সমাজের খাতিরে, আমোদের তাড়নায় কত নৃত্য গীত করিতে হইয়াছিল, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তাঁহার জীবনী-লেখক বলেন যে বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "the Queen had been leading a life of dazzling and continuous excitement." কিন্তু যখন তাঁহার সমস্ত হৃদয় একজন অধিকার করিলেন, যখন তাঁহার প্রবৃত্তি সকল অন্তর্মুখী হইল, তখন তিনি বুঝিলেন যে রাশীকৃত আমোদ প্রমোদ, নৃত্যগীত হৃদয়ের স্বাস্থ্যের হানিকারক। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে আমোদের স্রোতে ভাসমান হওয়া "detrimental to all natural feelings and affections."

মহারাণী ভারতেশ্বরীর আর একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে তিনি কেবল মাত্র ভারতেশ্বরী এবং হিন্দুসন্তানগণের রাজমাতা নহেন, তাঁহাকে আদর্শ হিন্দুরমণী বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না—তাহা ঐ স্বামীভক্তি। তাঁহার মতে "স্বামীর সম্পূর্ণ অধীন না হইলে গৃহস্থের প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসিতে পারে না।" * মহারাণী কি গার্হস্থ্য, কি রাজনৈতিক, সকল

* "Without the authority which belongs to the

বিবরেই তাঁহার স্বামীর সম্মতি লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। আমাদের মহারাণী ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর অনায়াসেই বিবাহ শৃঙ্খলে পুনরায় আবদ্ধ হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি পুণ্যশ্লোক ভারতের পুণ্যবতী অধীশ্বরী, তাই ভারতরমণীর আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন তিনি পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া এই ৩৬ বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বামী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এই ভাবে পুণ্যজীবন যাপন করিতেছেন। * .

তাঁহার স্বামী পুণ্যবান্ প্রিন্স এলবার্ট জীবিত থাকিতে যেরূপ ন্যায়পরতা ও দয়ার উপরে রাজ্যশাসন করিতেন, মহারাণীও তৎপ্রদর্শিত পথে চলিয়া সেই ভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণী লিখিয়াছেন যে "তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত ইহলোকের পরপারে মিলনজনিত যে আনন্দ লাভ হইবে, তাহারই আশা করিয়া যাহা কিছু শান্তি পাইতেছেন এবং বর্ত্তমানের শোককে শোক বলিয়া গণনা

---

husband," she says, "there cannot be true comfort or happiness in domestic life."

* "First and foremost she has been a true widow, loyal to the memory of her husband. Rejecting with loathing all thought of a second marriage, she has never ceased to regard herself as Prince Albert's wife, because for thirty-six years he awaits her, disembodied, but not unconscious of her presence and her love.—Rev. of Rev. May 1897.

করিতেছেন না।" * মহারাণী বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার মাতার নিকটে কঠোর সংযম শিক্ষা করাতে শেষ বয়সে এতদূর ধৈর্য্য ও সংযম দেখাইতে পারিয়াছেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা বিষয়ক তৃতীয় আলোচনা সমাপ্ত।

চতুর্থ আলোচনা—শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথা।

আমরা পূর্ব্বাবধি দেখিয়া আসিয়াছি যে মনুপ্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিগণ পতিসেবাকে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব অথবা সতীত্বের মধ্যবিন্দু এবং গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মকে পরিধিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আর্য্যসমাজকে এক আশ্চর্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সমাজচরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের রমণীকুলভূষণ মহারাণীর আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনে আমরা বিশেষরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ঋষিদিগের জ্ঞানের এত প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াও বর্ত্তমান মহিমান্বিত যুগের অনেক শিক্ষিতা-

---

* "The only sort of consolation she experiences is in the constant sense of his unseen presence, and the blessed thought of the eternal union hereafter which will make the anguish of the present appear as naught."—Quoted in the Rev of Rev. April 1897.

ভিমানী ব্যক্তি যে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন না তাহা জানি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা নিজে যে সকল প্রলাপ বকিবেন, তাহাই তাঁহারা বেদবাক্যরূপে প্রচার করিতে সচেষ্ট এবং তাঁহাদের দুরাশাও বড় কম নহে যে, তাঁহারা অপরাপর জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের সেই সকল প্রলাপ বাক্য বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবার আশা করেন। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিরা প্রকৃত শিক্ষিত নহেন,তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্মসংগ্রহে অক্ষম হইয়া কেবল দোষদর্শনে অভিজ্ঞ হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে শাস্ত্রের সহস্র গুণও দুর্লক্ষ্য, কিন্তু শাস্ত্রের ভ্রম থাকুক, বা না থাকুক, তাঁহারা শাস্ত্রের একটির পর একটি করিয়া ভ্রম বা দোষ বাহির করিতে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট। এক কথায়, শাস্ত্রসমূহকে কর্ম্মনাশা নদীর গর্ভে চিরকালের জন্য ফেলিতে পারিলে তাঁহারা তুলিতে চাহেন না। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ও পাশ্চাত্য উদ্ধতভাবে গঠিতহৃদয় ব্যক্তি আমার শাস্ত্রসমর্থক বাক্য শুনিয়া আমার প্রতি যে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে বিরত হইবেন না, আমার এরূপ আশঙ্কা হয়। এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিসংহিতাগ্রন্থে একটিও স্থানে স্ত্রীলোককে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরবাসী, স্ত্রীলোকের অস্বতন্ত্র থাকিবার কথা, গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবার কথা, এই সকল বিষয় অতিস্বাধীনতাপ্রিয় পাশ্চাত্যদিগের সুতরাং এখানকার শিক্ষিতাভিমানীদিগেরও চক্ষে অকর্ম্মণ্যতার নামান্তর এবং অলৌকিক প্রতীয়মান হইলেও সংহিতাগ্রন্থসমূহে সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু যে সাহিত্য, গণিত প্রভৃতির শিক্ষা ইঁহাদিগের চক্ষে রমণীর

বলিয়া বোধ হইতেছে. তাহার একটী কথাও, এক কথায় স্ত্রীলোকদিগকে বিদুষী করিবার কথা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এরূপ বিদ্যাশিক্ষার কথা না থাকিলেও মনুপ্রমুখ সংহিতাকার ঋষিদিগের ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে না। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে তাঁহারা যে কেন একটীও কথা বলেন নাই. তাহার কারণ যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে; তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে এত বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলেন কেন, তাহাই দেখা যাইতেছে।

মনুসংহিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তাহা রচিত হইবার সমসময়ে মনু একদিকে যেমন সাধ্বী রমণীর রমণীর সতীত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবীর উপযুক্ত ভক্তি অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অপরদিকে ব্যভিচারস্রোতও কিছু বেশী রকম প্রবাহিত হইতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; অনুমান হয় যে, এই সময়ে স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধীয় দারুণ অশান্তিজনক এক মহা আন্দোলন উঠিয়া ব্যভিচারস্রোত বর্দ্ধিত করিবার বড়ই সহায় হইয়াছিল। এই আন্দোলনসূত্রে বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রশ্ন উঠিল যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ করিতেই হইবে কিনা এবং পানাহার ও যথেচ্ছ বিহরণ বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতাই বা না থাকিবে কেন ইত্যাদি। মহর্ষি মনু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া অশান্তির স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। মনু আন্দোলনকারীদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, একদিকে স্ত্রীলোকের

সম্মান রক্ষা করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য—দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিতে পারি যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মনুই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোককে পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; পুরুষের অপেক্ষা যে স্ত্রীর বেশী সম্মান ছিল, তাহা পতিত স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্তেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু অন্যদিকে তিনি বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের সতীত্বের পথ হইতে অতি সামান্যমাত্র মন্দ প্রসঙ্গ অপসারিত করা কর্ত্তব্য। মনু একদিকে বারম্বার বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা গৃহলক্ষ্মীস্বরূপে পূজার্হ; অপরদিকে দুষ্ট স্ত্রীলোক বিশেষ অপরাধ করিলে তাহার মস্তক ভিন্ন পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানে স্বামীকর্ত্তৃক বেত্রাঘাত করিবারও বিধি দিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ত্রীজাতির মাতৃত্ব পরিস্ফুট করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আন্দোলনকারীদিগের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে স্ত্রীলোকের বিবাহ করা কর্ত্তব্য প্রজনার্থ অর্থাৎ মাতৃত্ব বিকশিত করিবার জন্য—মাতৃত্বই স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব ও সর্ব্বোচ্চ অধিকার, এবং এই মাতৃত্ব বিকশিত করিতে গেলে স্ত্রীলোকের পতিগতপ্রাণ হইতে হইবে—পাতিব্রত্য ব্যতীত নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। সতীত্ব রক্ষা করিতে গেলে স্ত্রীলোকের মদ্যপান পরগৃহবাস প্রভৃতি পানাহার ও যথেচ্ছ বিচরণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা, যাহার অপর নাম স্বেচ্ছাচারিতা, তাহা দূর হইতে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। একমাত্র অবরোধপ্রথাই এই স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের প্রধান ঔষধ। মনু অন্য কোন কারণে নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতার ঔষধস্বরূপেই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে থাকিয়া পতি পুত্র প্রভৃতির সহিত অস্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার

ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেহ যেন মনুপ্রবর্ত্তিত অবরোধপ্রথাকে মুসলমানগণকর্ত্তৃক অথবা তাঁহাদের ভয়ে প্রবর্ত্তিত কঠোর জেনানা-প্রথার ন্যায় বোধ না করেন। তীর্থদর্শন, যাগযজ্ঞপ্রভৃতি, ধর্ম্মসাধনোপযোগী কার্য্যস্থলে, আত্মীয়স্বজন, বিশেষত পতির সমভিব্যাহারে হিন্দুরমণীকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কোন হিন্দুই দ্বিধা করেন না—আমি নিজে কত সধবা বিধবা রমণীকে আত্মীয়স্বজনের সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া পদব্রজে হিমালয়ের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়া এই বঙ্গদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি এবং হিন্দুরমণীর দেবভক্তি দেখিয়া এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে বিগলিত হইয়াছি। ধর্ম্মের নামে ও পতির কার্য্যে পতিপ্রাণা হিন্দুরমণী বিলাসবিভ্রম, সঙ্কোচ, মানবিভব প্রভৃতি সকলই অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। মনুর উপদেশ ও অনুশাসন হিতকর বলিয়া আন্দোলনকারীগণ এবং জনসাধারণও বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত নিয়ম স্থান ও অবস্থাভেদে একটু আধটু পরিবর্ত্তন সহকারে সমগ্র ভারতভূমিতে অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার ন্যায় ঋষিদিগের কৃপায় যে ভারতের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, ব্যভিচারস্রোত কিরূপ কমিয়া গিয়াছিল, সতীসাধ্বীর আবাসভূমি বলিয়া এই পুণ্যশ্লোক ভারতবর্ষের যে কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রেরাও ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য পাইতেছে।

মনু অবরোধপ্রথা যে স্বীয় মস্তিষ্ক আলোড়ন পূর্ব্বক নূতন আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি যে বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নহে", এবং "স্ত্রীলোকেরা গৃহে

রুদ্ধ থাকিলেও আত্মরক্ষিত না হইলে অরক্ষিত,” ইহাতেই আমাদের এরূপ অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না যে, মনুসংহিতার বহুপূর্ব্ব হইতেই অবরোধপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের আবহমান কাল হইতে এক সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে মনুস্মৃতির পূর্ব্বেই বৈদিককাল। অনেকে ইহা অস্বীকার করিলেও আমরা ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই সংস্কার পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। বরঞ্চ মনুস্মৃতির অনেকস্থানে আমরা বৈদিককালের ছায়া অনুভব করিতে পারি। সুতরাং মনুসংহিতার বহুপূর্ব্বাবধি স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা কিরূপ ছিল দেখিতে গেলে দেখিতে হইবে যে বৈদিককালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল। ঋগ্বেদ, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শ্রুতিগ্রন্থ এই অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। অনেকের ধারণা আছে যে শ্রুতিগ্রন্থে, অন্ততঃ ঋগ্বেদে, বৈদিককালের স্ত্রীলোকদের পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা, অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে স্বাধীনতা বলেন তাহা উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং বৈদিককালে বাল্যবিবাহ বা অবরোধপ্রথাও ছিল না; এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের ইহাও ধারণা আছে যে মনু অন্ততঃ এই কয়েকটী বিষয়ে বেদবিরুদ্ধ পথে গিয়া সমাজের যথেষ্ট অকল্যাণ সাধন করিয়াছেন—অর্থাৎ মনুই সর্ব্বপ্রথম বাল্যবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধপ্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আর একটী সংস্কার এই যে যৌবনবিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতা এবং বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা পরস্পর একান্ত সহযোগী। বলা বাহুল্য যে তাঁহারা এই উভয় প্রকার সংস্কার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের

নিকট হইতে ধার করিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আপনাদের স্বাধীনচিন্তা প্রয়োগ করিতে অবসর পান নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ও গবেষণার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইয়াও আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বৈদিককালের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পর্য্যালোচনাকালেই দেখিতে পাইব যে তাঁহাদের এই সংস্কার ভ্রান্ত। মনু নিজেও বলিয়াছেন যে তিনি যে কোন ব্যক্তির যে কোন ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সকলই বেদে অভিহিত হইয়াছে, (১) এবং সকল শাস্ত্রকার একবাক্যে মনুসংহিতার বেদমূলকত্বহেতু শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন (২); আমরাও দেখিব যে প্রকৃতই মনু বেদেরই অনুসরণ করিয়া অবরোধপ্রথা রক্ষা করিয়াছেন এবং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে বাল্যবিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যে শ্রুতিগ্রন্থে যে সকল বিধি ও বৈদিক কালের আচারপদ্ধতি দৃষ্ট হয়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনু তাঁহার সংহিতায় সেই সকল বিধিবদ্ধ করিয়া সংস্কৃত আকারে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন।

বেদ খুলিলেই দেখিতে পাই যে দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞ তখনকার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। ধর্ম্মসাধন এই সকল ক্রিয়াকলাপে স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া যোগ দিতেন। বেদে আছে "যে যজ্ঞে নারী প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন অভ্যাস করে;" "যখন * আর্য্য * * নারী সংগ্রামে ব্যাপৃত

---

(১) যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

(২) মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

থাকেন, তখন পত্নী * * অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন।" (১) অনেকস্থলে দেখা যায় যে স্ত্রীপুরুষে একত্র যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতেন। (২) মনুসংহিতায় আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে স্ত্রীলোকের যথেষ্ট সম্মান ছিল; বেদে দেখিতে পাই যে বৈদিককালেও স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট সম্মানিত হইতেন। বেদে আছে "যদি পিতামাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকর্ম্ম করেন এবং অন্য সম্মানিত হয়েন।" (৩) বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া 'জায়াই গৃহ' (ঋগ্বেদ ৩ম, ৫৩সূ, ৪ঋ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা গৃহ্যসূত্রেও স্ত্রীলোকের প্রতি ঠিক এইরূপ সম্মানের কথা দেখিতে পাই। গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রে দেখি 'গৃহাঃ পত্নী" (৪) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং গৃহ্য অগ্নিতে পত্নীর হোম করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।

উপরে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্ট অনুমান

---

(১) "যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে।" ঋ ১ম ২৮ সূ

"যদা সমর্যং ব্যচেদৃঘাবা দীর্ঘং যদাজিমভ্যখ্যদর্যঃ।

অচিক্রদ্ বৃষণং পত্ন্যচ্ছা দুরোণ আনিশিতং সোমসুদ্ভিঃ॥ ৪ম, ২৪সূ ৮ঋ

(২) ভবতে মর্যো মিথুনা যজত্রঃ।" ১ম, ১৭৩সূ, ২ঋ

(৩) "যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্ত্তা সুকৃতোরণ্য ঋন্ধন্॥ ৩ম, ৩১সূ ২ঋ

(৪) ইহার অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় করিয়াছেন—"পত্নী গৃহকার্য্যের উপযোগিনী" আমার কিন্তু বোধ হয় যে বেদের অনুসরণ করিয়া "পত্নীই গৃহ" এইরূপ অর্থ করিলেই সুসঙ্গত হইত। গোভিল গৃহ্যসূত্র ১প্র, ৩খ, ১৫সূ দেখ। স্মৃতিশাস্ত্রেরও "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এই উক্তি দ্বারা শেষোক্ত অর্থই সমর্থিত হইতেছে।

হয় যে, বৈদিক কালে আর্য্যেরা স্ত্রীলোকের যথার্থ সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন। ঋষিরা স্ত্রীলোককে প্রধানতঃ গৃহকার্য্যের উপযোগী বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহারা ধর্ম্মসাধন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের কালে অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; তবে বাহিরে আসিবার কালে সংবৃত হইয়া আসিতেন। (১) অন্যান্য বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলেও দেখা যায় যে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। বিবাহের পর যখন বধূ নববিবাহিত স্বামীর সহিত স্বামীগৃহে উপস্থিত হইতেন, তখন সুলক্ষণা পুরন্ধ্রীগণই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক যান হইতে অবতরণ করাইতেন। (২) আবার দেখা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে বৈদিক-রমণী সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে দেখা যায় যে মুদ্গলঋষির পত্নী কিরূপ বীরত্বের সহিত শত্রুপক্ষের গাভীহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ দুই চারিটী ব্যতিরেকস্থল দেখা যায় বলিয়া যে তখন অবরোধপ্রথা ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বরঞ্চ ব্যতিরেকই নিয়মের প্রমাণ এই প্রবচনের দ্বারা বৈদিক কালে অবরোধপ্রথার অস্তিত্বই সপ্রমাণ হইতেছে। একটি নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই যে লোকে সাধারণ কোন ঘটনার উল্লেখ করিতে উদ্যুক্ত নহে। বায়ু বহিতেছে, প্রাণীমাত্রেই উদর পূরণ করিয়া থাকে এই সকল সাধারণ ঘটনা অতি

(১) ঋগ্বেদ ৮ম, ১৭সূ, ৭ঋ; ২৬সূ, ১৩ঋ দেখ।

(২) গোভিল গৃহ্যসূত্র, ২প্র, ৪ই, ৬—৯

প্রয়োজনীয় ঘটনা হইলেও কে তাহা লক্ষ্য করে এবং কয়খানা পুস্তকেই বা তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু যদি একদিন বিষম ঝটিকা আঁসিল অথবা যদি কোন প্রাণী উদরপূরণ না করিয়া বহুদিবস সুস্থশরীরে জীবিত থাকিল, তবেই দেখিতে দেখিতে পুস্তকে পত্রিকায় তাহার কত ভাবে, কত ছন্দে উল্লেখ দেখা যায়। এই নিয়ম সত্য হইলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বৈদিক কালে অবরোধপ্রথা আর্য্যদিগের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া বেদে তাহার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না; কেবল যে যে বিশেষ ঘটনাসূত্রে কোন বিশিষ্ট রমণী অথবা সাধারণত স্ত্রীলোকমাত্রেই অন্তঃপুরে আবদ্ধ না থাকিয়া প্রকাশ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সকল প্রমাণ অবলম্বনে আমাদের অনুমান হয় যে বৈদিক কালাবধি আর্য্যদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল, এবং মহর্ষি মনু স্ত্রীলোকদিগের মাতৃত্ব বিকশিত করাইবার জন্য তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া, একটা প্রণালীর মধ্যে আনয়ন করিয়া বলিয়া গেলেন যে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথা
বিষয়ক চতুর্থ আলোচনা সমাপ্ত।

পঞ্চম আলোচনা—শাস্ত্রে যৌবনবিবাহ।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে, অবরোধপ্রথার সহিত বাল্যবিবাহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং বৈদিককালে এই দুইটির কোনটীই প্রচলিত ছিল না, মনুই প্রথম এই দুইটী প্রবর্ত্তিত করিয়া অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আসিলাম যে অবরোধপ্রথা বৈদিককাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহা মঙ্গলজনক বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইতেছে না। এবারে আমরা দেখিব যে অবরোধপ্রথার সহিত বাল্যবিবাহের কোন অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই, এবং বৈদিককালে অবরোধপ্রথা সত্বেও যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল, আর মনুও বাল্যবিবাহের সপক্ষ নহেন। বেদে আছে "যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না"; (১) "যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর" (২) "নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামিসংসর্গিনী করিয়া দাও।" (৩) এই সকল উক্তি হইতে কি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে না যে বৈদিককালে যৌবনবিবাহ প্রচলিত ছিল? গোভিলগৃহ্যসূত্রে বিবাহের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে তখনকার কালে স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহের পক্ষে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না।

---

(১) ৮ম, ২সূ, ১৯। (২) ১০ম, ৮৮সূ, ২১।

(৩) ১০ম, ৮৫সূ, ২২।

গোভিল বলেন বিবাহকালে বামপার্শ্ববর্ত্তিনী "কন্যা স্বীয় দক্ষিণ-হস্তের দ্বারা বরের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে" এবং "হোমের পর উভয়ে উপোত্থান করিবে" (৪) অর্থাৎ উত্থানকালে বরের বামহস্ত কন্যার পৃষ্ঠ হইয়া বামস্কন্ধে এবং কন্যার দক্ষিণ-হস্ত পৃষ্ঠ হইয়া বরের দক্ষিণস্কন্ধে থাকিবে।" (৫) যদি ইংরাজ-দিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় পুরাতন উপানহ নিক্ষেপ পূর্ব্বকালের প্রচলিত আসুর বিবাহের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে গোভিলোক্ত এই আচার যে যৌবনবিবাহেরই সমর্থক, এ কথা কি প্রকারে অস্বীকার করিব? নববিবাহিত যানারূঢ় বধূকে স্বামীভবনে প্রথম অবতরণকালে বামদেব্য সামগান করিতে হইত। ইহা অষ্টমবর্ষের গৌরীলক্ষণাক্রান্তা কন্যার কর্ম্ম নহে, তাহা বলা বাহুল্য। যাই হউক, বেদে যে যৌবনবিবাহ সমর্থিত এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের কোনই মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার উপরে অধিক বাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক।

এই যৌবনবিবাহের উল্লেখসূত্রে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি। বর্ত্তমানকালে আমাদের অনেকে, বিশেষত প্রাচীনপ্রথার পক্ষপাতী অনেকে মনে করেন যে ব্যভিচার প্রভৃতি দোষের একটী প্রধান কারণ স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহ। আমার তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের হৃদয় দূষিত,

---

(৪) পূর্ব্বে কটান্তে দক্ষিণতঃ পাণিগ্রাহস্যোপবিশতি দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণমংসমন্বারব্ধায়াঃ গোভিল গৃ সূ ২প্র, ১খ ২৩—২৬।

(৫) সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের অনুবাদ।

তাহাদের বাল্যবিবাহই হউক বা যৌবনবিবাহই হউক, তাহারা মন্দ কর্ম্মের অভিমুখে ধাবিত হইবেই; যাহাদের সাধু হৃদয়, তাহারা মন্দ কর্ম্মের দিকে কিছুতেই যাইবে না। অনেকে বলেন যে বাল্যবিবাহে, ভগ্নী যেরূপ ভাইকে প্রীতি করে সেইরূপ স্ত্রী স্বামীকে প্রীতি করিতে শিখে। আমার মতে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা আর একটু প্রগাঢ় হওয়া আবশ্যক। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যখন হৃদয়ে নব অনুরাগের সূত্রপাত হইতে থাকে, সেই সময়ে বিবাহ হইলে সেই নবোন্মেষিত হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ স্বামীর দেহ মন আচ্ছাদিত করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতে যৌবনবিবাহের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে "যৌবনবিবাহেই সন্তানগণ ও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ হীন হয় না।" (১) আর বৈদিককালেও স্ত্রীলোকের ব্যভিচার, পতিবিদ্বেষ প্রভৃতির অস্তিত্ব যে ছিল তাহা বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায়। (২) কিন্তু জ্ঞানবান ঋষিদের কেহই একথা বলেন নাই যে এই সকল দোষের মূল যৌবনবিবাহ। রক্ষকের অভাব, বৈধব্য ও দ্যূতক্রীড়া, অর্থলোভ এবং দ্যূতক্রীড়াতে স্বামীর আত্মনাশ ও স্ত্রীপরিত্যাগ এই সকল যে স্ত্রীলোকের দোষের কারণ হয়, বেদে তাহার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যায়। বেদের একটি সূক্তে দ্যূতক্রীড়ার কুফল সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, আমি তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার এই রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার

(১) "প্রজা ন হীয়তে তস্য রতিশ্চ ভদ্রতর্ষভ।" মহাভা, অনু, ৪৪ অঃ।

(২) ঋগ্বেদ ৪।৫।৫, এবং মনু ৯ম ১০।

বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করিত। কিন্তু একমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিনী ভার্য্যা ত্যাগ করিলাম। যে ব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ নাই। * * * পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন; যদি কাহারো ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে উহার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে। * * * দ্যূত-কারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াই-তেছে, ভাবিয়া তাহার মাতা আকুল। * * * আপনার স্ত্রীর দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্ব্বক গতিবিধি করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীতনিবারণের জন্য অগ্নিসেবা করিতে হয়।” (১)

মনুসংহিতায়ও আমরা দেখি যে, মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, যথেচ্ছা বিচরণ, অকালনিদ্রা ও পরগৃহবাস এই ছয়টী স্ত্রীলোকের দোষের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে. কিন্তু তাহার কুত্রাপি যৌবনবিবাহ যে ব্যভিচার প্রভৃতির কারণ, এরূপ উল্লেখ নাই। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মনুসংহিতায় যখন যৌবনবিবাহের উল্লেখ নাই, তখন তাহার স্ত্রীর দূষণ বলিয়া উল্লেখ থাকিবার কোন কারণ নাই। আমরা কিন্তু দেখিব যে মনু যৌবনবিবাহেরই উপদেশ দিয়াছেন, তবে নিতান্ত বিশেষ কারণ থাকিলে তিনি বাল্যবিবাহ দিতেও নিষেধ করেন নাই।

(১) ঋং ১০ম, ৩৪ সূ।

একথায় অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন, কারণ তাঁহাদের চির-পোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে ইহা উক্ত হইল; কিন্তু যখন বেদে যৌবনবিবাহের উল্লেখ আছে, তখন মনুও যে বেদের অনুসরণ করিয়া তাহারই বিধি দিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি—বরঞ্চ মনু যদি বিনা কারণেও বাল্যবিবাহ মাত্রেরই বিধি দিতেন, তাহাতেই আমরা অধিক আশ্চর্য্য হইতাম।

যাই হোক্, এখন দেখা যাউক যে মনু বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ বিধি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি উৎকৃষ্ট ও রূপগুণাদিসম্পন্ন পাত্র পাওয়া যায় তবে কন্যা বিবাহের যোগ্য বয়ঃক্রম প্রাপ্ত না হইলেও পাত্রটীকে হাতছাড়া করিবার অপেক্ষা তাহার সহিত সেই অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবে। (১) কিন্তু যদি উপযুক্ত গুণবান্ পাত্র না পাওয়া যায়, আর মনুকে যদি মানিতে হয়, তবে এই অবস্থায় কন্যা প্রাপ্ত-যৌবনা হইলেও পিতৃগৃহে আমরণ অপেক্ষা করিবে; মনু বড়ই জোরের সহিত আদেশ করিতেছেন যে গুণহীন পাত্রে পিতা "কদাপি" প্রাপ্তযৌবনা কন্যাকেও সম্প্রদান করিবে না। (২) ভাষ্যকার মেধাতিথি ঋষিও তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়া-

---

(১) উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।

অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি। 'অপি' শব্দের দ্বারা "হাতছাড়া করিবার অপেক্ষা" এই ভাবার্থ আসিতেছে না কি?

(২) উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।

অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি॥

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।

নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ৯অ, ৮৮—৮৯

ছেন যে যৌবনসঞ্চারের (ঋতুমতী হইবার) পূর্ব্বে কন্যাদান অনুচিত এবং তাহার পরেও উপযুক্ত পাত্রলাভ না করিলে বিবাহ দিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে মনুর মতে উপযুক্ত বর প্রাপ্ত হইলে কন্যার প্রাপ্তবয়স্কা হইবার অল্পাধিক তারতম্য থাকিলেও কন্যা সম্প্রদান কর্ত্তব্য। এখন কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে এই যে কন্যাকে কখন্ বিবাহের উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া বোধ করা যাইবে? ইহার উত্তরে মনু বলেন যে যৌবনের সূত্রপাত হইবার তিন বৎসরের পরে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল বলিয়া জানিতে হইবে। "কুমারী কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর উদীক্ষা (১) পূর্ব্বক কালযাপন করিবে; তাহার পরে সদৃশ পতি লাভ করিবে।" (২) ভাষ্যকারের মতে যৌবনসঞ্চারের (বা ঋতুদর্শনের) কাল দ্বাদশ বৎসর—"ঋতুদর্শনঞ্চ দ্বাদশবর্ষাণামিতি

---

(১) "উদীক্ষা" কালযাপন করিবার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আমার বোধ হয়, "প্রতীক্ষা" বা "অপেক্ষার অর্থের সহিত "উদীক্ষা'র অর্থ কিছু বিশেষভাবে ভিন্ন। "উদীক্ষাতে" প্রতীক্ষার ভাব যেন থাকিয়াও নাই বলিয়া বোধ হয়।

(২) "ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥ ৯অ, ৯০

ইহার টীকায় টীকাকারগণ লিখিয়াছেন যে ঋতুমতী হইবার তিন বৎসরের পরেই কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। একথা তাঁহারা এই শ্লোকে যে কোথায় পাইলেন তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। এই সকল টীকাদি দেখিয়া সাধারণ লোকে কন্যার যৌবনবিবাহ দিতে ভয় প্রাপ্ত হয়। কোন্ অবস্থায় কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে, তাহা মনু তো নিজেই বলিয়া দিয়াছেন।

প্রচাত্তে।” মনুরও ইহাই মত বলিয়া বোধ হয়; কারণ তিনি বিবাহের উপযুক্ত বয়সের ন্যূনকল্প দ্বাদশবৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন “ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং” অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবার্ষিকী কন্যাকে বিবাহ করিবে কিন্তু সেই কন্যার হৃদ্য অর্থাৎ সহজ কথায় ‘বাড়ন্ত’ হইয়া হৃদয়ের প্রীতি উৎপাদক হওয়া আবশ্যক। আমাদের অনুমান হয় যে, তখন অনেক লোকে ধনলোভ প্রভৃতি নানা কারণে একদিকে যেমন কন্যাসম্প্রদানে বিলম্ব করিত, সেইরূপ অনেক সময় অতি অল্পবয়স্কা বালিকারও বিবাহ দিত। (১) তাই মনু দেশাচারের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করিয়া বলিলেন যে. “অথবা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অষ্টবৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিবে; কিন্তু দুই বিকল্পের মধ্যে যাঁহারা সত্বর হইয়া শেষোক্ত বিকল্প স্বীকার করেন, অর্থাৎ বালিকাবিবাহ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মে বা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহারা উন্নতির পরিবর্ত্তে শীঘ্রই অবনতি প্রাপ্ত হন। “ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।” ইহাতেই বোধ হইতেছে যে ষোড়শ বৎসরই মনুর মতে কন্যা-সম্প্রদানের উপযুক্ত কাল। তবে এ সময়েও অনুপযুক্ত গুণ-হীন পাত্রে কন্যাদান নিতান্তই অনুচিত, তাহাও মনু বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইয়াছে এবং কন্যার ষোড়শ বৎসর বয়সও হইয়াছে অথচ অভি-

---

(১) “ধনার্থিনোঽপি বালাং বিবাহয়ন্তি।”

৯ম, ৮৮ শ্লোকের মেধাতিথি

ভাবকেরা অর্থলোভবশতঃ বা অন্য কোন তুচ্ছ কারণে সেই পাত্রকে কন্যাসম্প্রদানে অসম্মত হন, তাহা হইলে কন্যা স্বয়ং বিবাহ করিলেও পাপভাক্ হইবে না এবং যাহাকে বিবাহ করিবে সেও সেইরূপ পাপভাক্ হইবে না। (১) তবেই বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মনুর মত এই দেখিতেছি যে বাল্যবিবাহের (যথা, ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত আট বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহের) ফল ধর্ম্মবিষয়ে অবসাদ; ন্যূনকল্পে ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বৎসরের "বাড়ন্ত" কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমকল্প এই যে অন্যূন ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ অন্যূন ষোড়শবৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এখন, মনুর এইরূপ বিধি থাকিলেও যদি অন্য কোন স্মৃতিকার ইহার বিপরীত কথা বলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবে, এ কথা বোধ হয় শাস্ত্রপক্ষপাতী কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না, কারণ "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।" আমরা সম্বর্ত্তসংহিতায় দেখি যে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই দশম বৎসরবয়স্কা কন্যার বিবাহই প্রশস্ত। তিনি "দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা" সূত্রে কন্যার পারিভাষিকত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য; অষ্টবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ (শক্য); কিন্তু কন্যার (অর্থাৎ দশবর্ষীয়ার) বিবাহই প্রশস্ত।" (২) পরাশরের মতে দশম হইতে দ্বাদশ বৎস-

(১) অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।" ৯অ, ৯১

(২) তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোহষ্টবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে। সম্বর্ত্ত।

রের মধ্যে নিশ্চয়ই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। (১) অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের এই সকল কথা আমার কেবলমাত্র অর্থবাদ বলিয়া বোধ হয়। কন্যার হৃদয়ে ঋতুমতী হইবার পর পাছে এতটুকুও আঁচড় লাগে, তাহারই অতিমাত্র ভয়ে তাঁহারা ঋতুমতী হইতে না হইতে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের মধ্যে কেবল বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন মনুর মত বেশ অনুসরণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। বশিষ্ঠ বলেন "কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে; তিন বৎসরের উর্দ্ধে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে;" "পিতা ঋতুকাল-ভয়হেতু "নগ্নিকা" কন্যা দান করিবে, কারণ কন্যা ঋতুমতী হইয়া (অধিককাল) অপেক্ষা করিলে পিতা দোষ প্রাপ্ত হয়েন; উপযুক্ত পাত্র কর্ত্তৃক অভিযাচ্যমান এবং বিবাহেচ্ছু

অনেকেই শেষ পংক্তির অর্থ করেন যে অষ্টমবর্ষীয় কন্যার বিবাহই প্রশস্ত; কিন্তু আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথম পংক্তির সহিত শেষ পংক্তির বিশেষ সম্পর্ক নাই। প্রথম পংক্তিতে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের কথা আছে; তাহার সহিত "কিন্তু অষ্টবর্ষীয়ার বিবাহ প্রশস্ত" এ কথার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, কারণ অষ্টমবর্ষে ঋতুমতী হইবার কোন সম্ভবই নাই। এই কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে শেষ পংক্তির প্রথম চরণের প্রতিযোগিতা সম্পর্কেই "কিন্তু" ব্যবহার করিয়া "কন্যা" বিবাহেরই প্রশস্ততা উক্ত হইয়াছে।

(১) "অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং॥ ৭ম অধ্যায় ৬—৭

ন্যা (অপ্রদত্ত থাকিলে) যতবার ঋতুমতী হয়েন, ততবার তাহার পিতামাতা ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হয়েন।” (১) যাই হোক, আমরা দেখি যে প্রামাণিক কোন সংহিতাগ্রন্থে অষ্টবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিবার কোন কথাই উক্ত হয় নাই, অনেকগুলিতে দশবর্ষীয়া কন্যাদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখা যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক স্মৃতি মনুসংহিতাতে যৌবনবিবাহই সমর্থিত হইয়াছে। গৌরীদানের মাহাত্ম্য এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিকে আরও দুর্ব্বল করিবার জন্য কিরূপে তাহাদের অন্তরাসন গ্রহণ করিল তাহা বলা বড় সহজ নহে এবং সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গেলেও এক-

---

(১) কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেৎ তুল্যং। * * *

যচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা। ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥ যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং। তানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥ ১৭অ

বৌধায়নও বলেন :—“ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতীং যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।

স তুল্যং ভ্রূণহত্যায়ৈ দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং॥
ন যাচতে চেদেবং স্যাৎ যাচতে চেৎ পৃথক্ পৃথক্।
একৈকস্মিন্নৃতৌ দোষং পাতকং মনুরব্রবীৎ॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যৃতুমতী কাংক্ষেত পিতৃশাসনম্।
ততশ্চতুর্থে বর্ষেতু বিন্দেত সদৃশং পতিং॥
অবিদ্যমানে সদৃশে গুণহীনমপি শ্রয়েৎ॥

এই উক্তির শেষ পংক্তির অর্থে আমি এইরূপ বুঝি যে যদি ঋতুমতী হইবার তিন বৎসরের উর্দ্ধে কন্যা সদৃশ পতির অভাবে গুণহীন কোন পাত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে তাহাকেও বিবাহ করিলে পাপভাক্ হইবে না।

খানি সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হয়। মরীচিসংহিতা নামক একখানি মাত্র সংহিতায় আছে যে গৌরীদানের ফল স্বর্গধাম, নবমবর্ষীয়া রোহিণীদানের ফল বৈকুণ্ঠধাম এবং কন্যা-দানের ফল ব্রহ্মধাম লাভ। সুতরাং মরীচিরও মতে দেখি কন্যা-দানই শ্রেষ্ঠ।

বশিষ্ঠোক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে "নগ্নিকা"-সম্প্রদানের কথা আছে। অনেক আচার্য্য এই নগ্নিকা অর্থে অতি বালিকা অর্থাৎ যখন বালিকারা উপযুক্তরূপে বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিধান করিতে সমর্থ হয় না, সেই অর্থ ধরিয়া শৈশববিবাহ সমর্থন করিতে উদ্যত হয়েন। আমার বোধ হয়, যেমন অষ্টবর্ষীয়া বালিকার গৌরী, নববর্ষীয়ার রোহিণী নাম পারিভাষিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল, সেইরূপ নগ্নিকা শব্দটী অনৃতুমতী কন্যার পারিভাষিক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি যে বৈদিককালে যৌবনবিবাহই প্রচলিত ছিল এবং গোভিলগৃহ্যসূত্রোক্ত বৈবাহিক আচারপদ্ধতি হইতে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু এই গৃহ্যসূত্রের একস্থানে আছে যে বিবাহকর্ম্মে "নগ্নিকা" কন্যাই শ্রেষ্ঠ। (১) ইহার অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় করিলেন "যে কন্যার ঋতু প্রকাশ পায় নাই;" কিন্তু ইহার পরে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এবং নিজের পূর্ব্বসঙ্কিত ভাষ্যকে সমর্থন করিতে যাইয়া বলিলেন, "অথবা ঋতু প্রকাশ পাইলেও কুচোত্থান হয় নাই, এরূপ অপ্রাপ্তযৌবনা," "বিশেষতঃ ঐ কন্যা উলঙ্গভাবে খেলা করিতেও লজ্জিত না হয়, এরূপ বয়সের হইলেই ভাল

(১) ৩প্র, ৪খ, ১—সূ।

হয়।" হায় কি বিসদৃশ ব্যাখ্যা! আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে নগ্নিকাশব্দ অনৃতুকা কন্যার পারিভাষিক শব্দমাত্র। নগ্নিকা অর্থে অতি বালিকা বা শিশু অর্থ হইলে মহাভারতে যোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে নগ্নিকা বলা হইত না। মহাভারতে আছে "ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ যোড়শবর্ষীয়া 'নগ্নিকা' কন্যাকে ভার্য্যা গ্রহণ করিবে।" (১) গৃহ্যসূত্রের মতে ঋতুমতী কন্যা অপেক্ষা নগ্নিকা বা অনৃতুকা কন্যাই বিবাহে প্রশস্ত। সকল শাস্ত্রকারদিগেরও এই মনোগত ভাব বলিয়াই বোধ হয়; তাই বলিয়া তাঁহারা যে বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। (২) বর্ত্তমানের চিকিৎসা বিদ্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীন-

---

(১) 'ত্রিংশদ্বর্ষঃ যোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" মহাভারত

(২) পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় গৃহ্যসংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাং।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্ব্বা, রজসাগ্নিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তস্মাদব্যঞ্জনোপেতামরজা মপয়োধরাং।
অভুক্তাঞ্চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকান্তু প্রশস্যতে। গৃ সং ২।১৭—২০

এ সকল কথা নিতান্তই অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়, কারণ আজ পর্য্যন্ত বিবাহ কালে, তাহা বাল্যবিবাহই হউক বা যৌবন-বিবাহই হউক, যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, তন্মধ্যে একটী মন্ত্রের অর্থই এই যে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি কর্ত্তৃক স্ত্রী ভুক্ত হইয়া, মনুষ্য তাহার চতুর্থ পতি। আমার বোধ হয় সোম কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে, কন্যার কামবৃত্তির প্রথম উদ্রেক হইতেছে কিন্তু এখনও তাহা অনেকটা অপ্রস্ফুটিত অবস্থায়; কুচোত্থান হইলে গন্ধর্ব্ব

কালের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিরাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়া গিয়াছেন। যে অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ সুশ্রুত ঋষির চিকিৎসাসম্বন্ধীয় অস্ত্রবিবরণ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, সেই সুশ্রুত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, "পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত-ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান গর্ভেতেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং যদি বা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবী হয় অতএব অত্যন্ত বালিকাবস্থায় গর্ভাধান করিবে না।" (১) সম্ভবতঃ এই কথারই আংশিক অনুসরণ করিয়া রঘুনন্দনও বলিয়াছেন যে, "কুড়ি বৎসরের পুরুষ পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে উত্তম সন্তান হয়, তাহার ন্যূন বয়সে হইলে অধম সন্তান হয়।" (২) রঘুনন্দন তাঁহার গর্ভাধান বিষয়ক অনুশাসনের শেষে কোথায়ও বলেন নাই যে ঠিক কোন্ সময়ে গর্ভাধান কর্ত্তব্য;

কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে কামবৃত্তি তখন কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হয়; ঋতুমতী হইলে অগ্নি কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে তখন কামবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে।

(১) ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সঃ বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ॥

সুশ্রুত শারীরস্থান ১০শ।

(২) "পুমান্ বিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি। অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতং॥

জ্যোতিষতত্ত্ব, শ্রীরামপুর সংস্করণ, ৩৪১ পৃঃ মোহিনী বাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

কেবল ঋতুকালে হওয়া কর্ত্তব্য ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর যখন, তিনি তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্বে "গর্ভযোগ্য ঋতু নিরূপণের একটী বিভাগ রাখিয়াছেন, তাহা দ্বারাই কি বুঝা যায় না যে গর্ভাধানের অযোগ্য ঋতুকালও আছে ?" * যাই হৌক্, এই সকল বিষয় লইয়া সম্মতি আইনের প্রস্তাবকালে এত অধিক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে যে আমি আর তাহা পুনরায় উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে শাস্ত্রে যৌবন-বিবাহ বিষয়ক পঞ্চম আলোচনা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ আলোচনা—স্ত্রীশিক্ষায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ।

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ রমণীর মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন দেখিয়া আসিয়াছি; সেই সঙ্গে ইহাও দেখিলাম, তাঁহাদিগের মতে স্ত্রীলোকের কোন্ বয়সে বিবাহ প্রশস্ত অর্থাৎ মাতৃত্ব বিকাশের সহায়। এই সকল কথাসূত্রে আমরা অনেক কথা

* মোহিনী বাবুর "Hinduism and the Age of Consent Bill" পুস্তিকা দেখ।

প্রাসঙ্গিক হইলেও বিস্তৃতভাবে বলিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তি-ভাজন হইবার আশঙ্কা করিতেছি কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এত কথা বলিতে হইল, তজ্জন্য তাঁহারা যেন ক্ষমা করেন। এখন আমরা পূর্ব্বে যে বলিয়া আসিয়াছি, মনু স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন এমন কি সামান্য বিদ্যাশিক্ষার সম্বন্ধেও কোনই উল্লেখ করেন নাই, তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী বক্তব্য প্রকাশ করিব এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন সম্বন্ধে শাস্ত্রমত আলোচনা করিব।

আমাদের অনুমান হয় যে. মনুসংহিতার সময়ে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন, অথবা কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় নাই, তাই মনুসংহিতায় তাহার উল্লেখ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া অবধি বৈদিক কালের পরেই মনুসংহিতা-রচনার কাল ধরিয়া লইব। এই কাল নির্দ্দেশেই আমরা মনু-সংহিতার সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। যেটা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত তাহার বিষয়ে বিশেষ কারণ বিনা উল্লেখ বা আন্দোলন না হওয়াই স্বাভাবিক। মনুসংহিতায় যে স্ত্রীশিক্ষার (বর্ত্তমানে যে অর্থে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে) কোনই উল্লেখ নাই, এবং অত্রিসংহিতার একস্থলে ব্যতিরেকীভাবে উক্ত হইয়াছে যে অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পাতিত্যের কারণ, এই দুইটীই কি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে না যে সংহিতা-রচনাকালের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল—বিশেষ যখন বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষার ভূরি অনুশাসন ও নিদর্শন দেখা যায়? আর বাস্তবিক, যে

ঋষিরা নারী জাতির মাতৃত্ব সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন—যাঁহারা রমণীর কমনীয় মূর্ত্তিতে দেবতা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনায় স্ত্রীপুরুষ সকলেরই অধিকার থাকা কর্ত্তব্য এই সামান্য কথাটী বুঝেন নাই? তাহা নহে। তাঁহারা জানিতেন যে এই অধিকার হইতে কাহারও বঞ্চিত থাকা কর্ত্তব্য নহে; সেই কারণে মহর্ষি মনু এ বিষয়ে কোন নিষেধবিধি প্রচারিত করেন নাই। তাহার পরে যদি কতকগুলি স্ত্রীলোকের বিদ্যা-গর্ব্ব দেখিয়া কোন সংহিতাকার স্ত্রীলোকমাত্রেরই বিদ্যাশিক্ষার অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়েন, তবে তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে স্ত্রীলোকের বিদ্যা-শিক্ষা, এমন কি বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিও বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকের মাতৃত্ববিকাশই যদি মুখ্য লক্ষ্য হওয়া বিবেচিত হয়, তবে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে স্ত্রীলোকের কুরুচিপূর্ণ বটতলার নাটক নবেল হইতে বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সদ্বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য—বিদ্যাশিক্ষা না করিলে মাতৃত্ববিকাশের পথে অন্তরায় আনয়ন করা হয়, সুতরাং কর্ত্তব্যের হানি হয়। স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বরের এই বৈচিত্র্যময় জগতে জন্মগ্রহণ করিবে অথচ সেই জগতের দিকে অন্ধভাবে তাকাইয়া থাকিবে; ঈশ্বরের বিষয় জানিবার জন্য তাহাদের গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, অথচ তাহার তৃপ্তিকারণের দিকে মুক্তপ্রাণে চাহিতেও পারিবে না, এরূপ আশা করা কি ভয়ানক বিড়ম্বনা ও কি দারুণ অধঃপতনের কারণ!

স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়নের কথা বলাতে হয়তো অনেক

গতানুগতিক ব্যক্তি চমকাইয়া উঠিবেন। এই গতানুগতিক সম্প্রদায় বড়ই শান্তিপ্রয়াসী; ইহাঁরা নূতনের নামে সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। ইহাঁরা কোন বিষয়েই বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা এতটুকুও আলোড়িত করিতে চাহেন না—সর্ব্বদাই ভয়, পাছে সমস্ত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সমাজশরীরে যে ক্ষত আছে, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন না; তাঁহারা সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, পাছে সেই ক্ষত আরাম করিবার জন্য কোন অজ্ঞাতফল প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেই ক্ষত পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমাজ-শরীরকে অধিকতর ক্লিষ্ট করিয়া তুলে। এইরূপ আশঙ্কা কিছু অস্বাভাবিক নহে। প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ-মূলক এই আশঙ্কার ভাব বিদ্যমান না থাকিলে সমাজের সুদৃঢ় (solid) উন্নতি হইতেই পারিত না। এবং এই প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির রূপান্তর মাত্র। অনার্য্য জাতি অপেক্ষা আর্য্যজাতির মধ্যে এই ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই আর্য্যজাতির এত উন্নতি হইয়াছিল বোধ হয়। আবার অনার্য্যদিগের মধ্যে চীনজাতির মধ্যে এই ভাব থাকাতে তাহারাও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল দেখা যায়। সামাজিক শান্তিলাভের প্রত্যাশা করিলে প্রাচীনের প্রতি অনুরাগমূলক এইরূপ আশঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিবেই এবং এইরূপ আশঙ্কা জাগ্রত থাকিলে শান্তিলাভের চেষ্টাও কিছু বেশীমাত্রায় আসিয়া পড়ে। শান্তির প্রত্যাশা এবং নূতনের প্রতি আশঙ্কা পরস্পরসম্বদ্ধ। ভারতবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে উভয়েরই কার্য্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই ফলে ভারতীয় আর্য্যগণ একদিকে অতিমাত্রায় শান্তিপ্রিয়, অপরদিকে

নূতনের প্রতি অতিরিক্ত আশঙ্কাবিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পতনের ইহা অন্যতর প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রাচীনের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাত এবং নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনার ইষ্টানিষ্টবিষয়ে অতিমাত্র আশঙ্কা বশত, নূতন নূতন সময়, নূতন নূতন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে উদাসীন থাকিয়া আপনাদের অবনতির পথ আপনারাই প্রস্তুত করিলেন।

এই পক্ষপাত ও আশঙ্কা আর্য্যদের যেমন অবনতি আনয়ন করিয়াছিল, তেমনি ইহারই ফলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিবাদকলহজনিত অশান্তিও আসিয়াছিল। সমাজ সংগঠিত হইবার সূত্রপাত হইতেই প্রধানত দুই শ্রেণীর লোকের অভ্যুদয় দেখা যায়—এক, গতানুগতিক বা রক্ষণশীল এবং দ্বিতীয় উন্নতিশীল। সমাজে স্বভাবতই রক্ষণশীল লোকেরই সংখ্যা অধিক হয়। অধিকাংশ লোকেরই প্রাচীনের উপর কেমন একপ্রকার মমতা পড়িয়া যায়, সহজে নূতন কিছু অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে না। সমাজগঠনের প্রারম্ভে এই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্য অনেকটা স্বভাবতই রক্ষিত হয় বলিয়া শিশু সমাজগুলি শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির পথে ধাবমান হইতে সক্ষম হয়। রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার গতি বিভিন্ন মুখে। রক্ষণশীলতা আপ্তবাক্যের দিকে অসহায় ভাবে বড়ই বেশী চাহিতে থাকে; উন্নতিশীলতা গর্ব্বিতভাবে আপনার বুদ্ধির উপর, যুক্তিতর্কের উপর বড়ই বেশী নির্ভর করিয়া থাকে। রক্ষণশীলতার মস্তক অতিরিক্ত দুর্ব্বল; উন্নতিশীলতার নির্ভরপদ বড়ই দুর্ব্বল। রক্ষণশীলতার জীবন

সামাজিক পরাধীনতা; উন্নতিশীলতার জীবন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। সচরাচর দেখা যায় যে উন্নতিশীল ব্যক্তির হৃদয়ে রক্ষণশীলতার বড়ই অভাব, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে প্রাচীন প্রথার ভাল অংশটুকুরও প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি নাই; আবার রক্ষণশীল ব্যক্তির হৃদয়ে উন্নতিশীলতার বড়ই অভাব, অর্থাৎ তাঁহার মৃতপ্রায় হৃদয়ে উৎসাহের মৃতসঞ্জীবনী শক্তির বড়ই অভাব, তিনি নূতনের ভাল অংশ, সময় ও অবস্থার উপযোগী অংশটুকুও গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে উ তিশীলতা ও রক্ষণশীলতা সমান আসন লাভ করিয়াছে; সামাজিক পরাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছে; যাঁহারা আপ্তবাক্যকে বুদ্ধির সহায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই সমাজের রক্ষক এবং উন্নতির পথপ্রদর্শক। সমাজে রক্ষণশীলতার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজ মৃতপ্রায় হইয়া উঠে; সমাজে উন্নতিশীলতার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার ফল সমাজের জড়তা ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে উত্তম উপলব্ধ হয়; অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার ফল বৈপ্লবিক অশান্তি ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সমাজেই অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহুপূর্ব্বে ভারতের এরূপ দুর্ভাগ্য ছিল না। যখন এখানে ঋষিমুনি জন্মগ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহারা রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে কেমন এক সামঞ্জস্যধারা স্থাপন করিতেন। তখন যথাকালে ইন্দ্রদেব বারিধারা বর্ষণ করিতেন, বন-

দেবতারা ফুল ফুটাইয়া চারিদিক হাস্যময় করিয়া তুলিতেন; তাহার সৌগন্ধে দিগঙ্গনা প্রসন্নতা লাভ করিতেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই। আর্য্যেরা যখন রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন অনেক আর্য্যই কতকগুলি নেতার অধীনে থাকিয়া রাজ্যরক্ষা ও বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কতকগুলি আর্য্য ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-রসপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্মে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে কর্ম্মগুণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল। শান্তিরসাবলম্বী বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধিবলে প্রাধান্য লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা অতিমাত্র রক্ষণশীলতা বশতঃ তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে গুণজন্য ব্রাহ্মণ্যের উপযুক্ত হইলেও ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন। ইহারই প্রতি-যোগিতায় বিশ্বামিত্রপ্রমুখ উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল। বিশ্বামিত্র তাঁহার বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যগ্রহণের প্রথম উদ্যমে পুরাতনের সহিত সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্তই নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। এই সূত্রে বশিষ্ঠবিশ্বা-মিত্রের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যে বহুদিন যাবৎ বিবাদকলহ চলিয়া-ছিল। অবশেষে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রাচীনের সহিত যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিতে স্বীকৃত হই-লেন এবং শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ্যতেজঃপূর্ণ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যের গুণ-জন্যতা স্বীকারপূর্ব্বক মানবহৃদয়ের স্বাধীনতার এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন; তখনই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার এক নূতনতর সামঞ্জস্যধারা সংগ-ঠিত হইল এবং তখন হইতেই তাঁহারা ভারতের প্রকৃত নেতা

হইলেন। এই কারণে তাঁহাদেরই নাম সমগ্র ভারতে অধিকতর প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বিরোধ ও তজ্জন্য অশান্তির আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগ বিরোধ ও অশান্তির আধার হইয়া পড়িয়াছে। এখন রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি নানাপ্রকার আন্দোলন ভারতকে, কেবল ভারত নহে, সমগ্র ভূমণ্ডলকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে—এখন আন্দোলনের কাল পড়িয়াছে। এই আন্দোলনসূত্রে শান্তিরসাস্পদ এই ভারতভূমিতে কেমন এক ঘোরতর মানসিক অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। ইংরাজগণ যখন ভারতবর্ষে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিলেন তখন হইতেই এই বিরোধের সূত্রপাত। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সামাজিক বিষয়ে নিতান্তই নীরব হইয়া দর্শকমাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; অপরদিকে উন্নতিশীল খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উন্নতভাব সকল আমাদিগের নির্জীব সমাজদেহে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতে সহসা অত্যুন্নতি আনয়ন করিতে গিয়া সমাজবিপ্লব যে কতক পরিমাণে আনয়ন করেন নাই, তাহা নহে। এইরূপে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; তখন ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুমহাত্মাগণ শান্তিপতাকা হস্তে লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ নেতা হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য বিবাদকলহ নির্ব্বাপিত করিয়া সমগ্র ভারতের

হৃদয়ে শান্তিজল প্রদান করিল। কিন্তু কিছুকাল পরে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেই সেই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহার এক প্রধান ভিত্তি মৈত্রীকে শিথিলমূল করিয়া দিল এবং এখনও দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যে মহান্ আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। আশ্চর্য্য এই যে আজও কেহ এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে উত্থিত হইলেন না। ইহাতেই বোধ হয় যে বিরোধ মীমাংসার জন্য বাহ্যিক শতসহস্র চেষ্টা হইলেও প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণে এই বিরোধমীমাংসার ইচ্ছা জাগ্রত নাই; সকলের মনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কোন না কোন মহাপ্রাণ উত্থিত হইতেনই। এ বিষয়ে কাহারই নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে; সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী, বিশেষত ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই সচেষ্ট হইতে হইবে। যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে উন্নতির পথপ্রদর্শন করিয়া জাগ্রত করিতে পারিয়াছিল, এবং যে ব্রাহ্মসমাজে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে অন্যতম অগ্রণীগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উপযুক্ত নেতা পাইলে এবং সামঞ্জস্যের পথে চলিলে তাহা যে ভারতের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারে, এ বিষয়ে কাহারই সংশয় হইতেই পারে না। তাই বলিয়া আমি কাহাকেও বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়া সামঞ্জস্যের পথে চলিতে অনুরোধ করিতেছি না। আমি বলি পক্ষপাতশূন্য হইয়া কোন বিষয় বিচার করিলে সম্মুখে যে সামঞ্জস্যের পথ দৃষ্ট হইবে, তাহাই সকলের অবলম্বন করা উচিত এবং তাহাতে

ধর্ম্মহানি হইতেই পারে না। ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা তাহাদিগের অন্যতম। স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা কেবল ব্রাহ্মসমাজে কেন, সমস্ত বঙ্গদেশেও বিবাদকলহের এবং সুতরাং ঘোরতর অশান্তির বীজ বপন করিয়াছে। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে অর্থে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ব্যবহার করেন আমিও সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। এই বিষয়ে সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে অপক্ষপাতে উভয় পক্ষেরই বক্তব্য বিচার করিতে হইবে। উন্নতিশীল ব্যক্তিরা প্রায়ই দেখা যায় যে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া কিছু বেশীদূরে অগ্রসর হইতে চাহেন। পক্ষান্তরে, রক্ষণশীল সম্প্রদায় বহু পুরাকালের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া একপদও অগ্রসর হইতে চাহেন না। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি; এখন দেখিব যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি। আমাদিগের দেখিতে হইবে সত্যসত্যই শাস্ত্র সকল স্ত্রীশিক্ষা, রমণীর উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে নিষেধবিধি দিয়াছেন কিনা। আমরা উভয়পক্ষের বক্তব্য অপক্ষপাতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে উভয়পক্ষই ভ্রমবশতঃ এরূপ বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিষয়ক ষষ্ঠ আলোচনা সমাপ্ত।

সপ্তম আলোচনা—শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষা।

হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়েই এমন অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, দেশাচার বশতঃ যাঁহাদের ধারণা হইয়া আছে যে, শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, বিশেষত বেদাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা এবং ওঙ্কার উচ্চারণাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। আমি জানি যে অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের বেদাদি পঠনপাঠনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন না। বর্ত্তমানে অনেকেই স্ত্রীকন্যাদিগকে শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ীতে পত্রলেখা প্রভৃতি নিতান্ত অপরিহার্য্য কার্য্যে যতটুকু, আবশ্যক ততটুকুই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গুরুবংশীয় মদীয় বন্ধুবর কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে সামান্য সামান্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক অধ্যাপন করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর উভয়েরই ইচ্ছা থাকিলেও শাস্ত্রের নিষেধ ভাবিয়া তিনি তাঁহার সহধর্ম্মচারিণীকে উপনিষদাদি শিক্ষা দিতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর আমার সহিত আলোচনায় যখন বুঝিলেন যে স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, বরঞ্চ শাস্ত্রসম্মত, তখন তিনি সহস্র লোকাপবাদ সহ্য করিতে

প্রস্তুত থাকিয়াও তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের বংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশ; সেই বংশে ব্রাহ্মণোচিত উদারতা যথেষ্ট আছে, তাই তাঁহাকে জ্ঞাতিবিরোধ এবং তদানুসঙ্গিক লোকাপবাদও সহ্য করিতে হয় নাই।

শাস্ত্রাদি আলোচনা যতদূর করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীলোককে বেদাদি পঠনপাঠনের, সুতরাং উচ্চশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। আদি-শাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং" কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি প্রাপ্ত হয়েন। কন্যা যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া বিদ্যাভাসে প্রযত্ন করেন, তবে তিনি যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পতিলাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থে যে ইন্দ্রিয়সংযমের সহিত বিদ্যা-ভ্যাস, বিশেষত বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য হইতে বস্তুত পৃথক্ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "সমানং ব্রহ্মচর্য্যং" (পট ৪, কং ১৫) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার হইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে মিলিত-ভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি ছিলেন এবং ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যে

বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদিগের যখন ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেও কোন বাধা ছিল না, তখন বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনের কার্য্যে যে তাঁহাদিগের কোনই বাধা ছিল না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাই গোভিলগৃহ্যসূত্রে যে মন্ত্র আছে যে "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে পত্নী গৃহ্য অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে," সেই মন্ত্রের টীকাকার লিখিতেছেন যে "পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে, কারণ পত্নী হোম করিবে এই বচনের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পত্নী বেদ অধ্যয়ন না করিয়া হোম করিতে সক্ষম হয় না।" ১ গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্রপাঠের বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোভিল দর্শ-পৌর্ণমাস ব্রতবিষয়ে মানতন্তব্য নামক আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে মতটী এই যে, গৃহকর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে অবস্থিত গৃহকর্ত্রীর দ্বারাও উক্ত ব্রত নিষ্পন্ন হইতে পারিবে—এই ব্রতের পূর্ব্বদিবসে উপবাস করিতে হয়, (নির্জ্জলা উপবাস বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ), এবং সেই উপবাস-দিবসের রাত্রিকালে বৈদিক ইতিবৃত্ত (যথা, ব্রহ্মহ বা ইদমেকগ্রআসীৎ ইত্যাদি) আলোচনা

---

১ পুরুষার্থপ্রকাশ গ্রন্থে স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত—"পত্নীমধ্যাপয়েৎ কস্মাৎ পত্নী জুহুয়াদিতি বচনাৎ নহি খল্বনধীত্য শক্নোতি পত্নী হোতুমিতি।" পৃঃ ৬৭

করিয়া অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিতে হয়। বিবাহের প্রারম্ভভাগেও কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। গৃহ্যসূত্রাদির অনেক স্থলেই দেখা যায় যে নানা কার্য্যোপলক্ষেই স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্রীই যে বেদমন্ত্র পড়িয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, গৃহের নাপিতানী পরিচারিকা প্রভৃতিকেও অবস্থাবিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। এখনও হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে তৎসমুদায়, বিশেষত বিবাহবিধি আলোচনা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই কন্যাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই—শ্রৌত-সূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "বেদ পত্নীকে প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করাইবে।" ২ ইহার উপর অন্য স্পষ্টতর কোন প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। আজও সেই অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবাহ-কালে কন্যার হস্তে সচরাচর চণ্ডীগ্রন্থ রক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যখন দেখি যে, স্ত্রীলোকদিগকে বেদা-ধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কোন কোন নবীন আচার্য্য উপরোক্ত সরল মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "বেদ" শব্দের অর্থে "কুশ" অর্থ করিয়া বলিয়াছেন যে

---

২ বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ।

কন্যার হস্তে কুশ অর্পণ করিয়া পাঠ করাইবে। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে এই শেষোক্ত অর্থ কেমন যেন একটু অসঙ্গত বলিয়া কি বোধ হয় না?

বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের যেমন সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগকে তাহার উপযুক্ত পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা যেমন পুরুষের অধিকার ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও পক্ষে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন একটী গুরুতর অধিকার ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন যে, বিবাহের প্রারম্ভেই "বস্ত্রাচ্ছাদিত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্যাকে (ভাবীপতি) নিজাভিমুখ করত সমীপে আনাইয়া 'প্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে।"৩ ইহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে তখন স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা অসামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এসম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। এই মতের সপক্ষে গোভিল যে একরথী ছিলেন তাহা নহে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও উপনীত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্পষ্টই উল্লেখ আছে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ।" এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া পারাশর স্মৃতির মাধব্যভাষ্যে লিখিত হইয়াছে

---

৩ প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন্ * * * বাচয়েৎ প্রমে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি।

যে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের দুইপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল, ব্রহ্মবাদিন এবং সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া গৃহলক্ষ্মী হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। ৪ ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার প্রথা পাইয়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহকালে যে সে রকমে উপনয়ন দিবার কথা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে ভাষ্যকারদিগের মতামতের জ্বালায় এত সম্প্রদায়ের এবং এত বিবাদকলহের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটী নিয়মিত প্রথা ছিল। এরূপ নিয়মিত প্রথা বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সম্বাদ। এই দুইটি সম্বাদ এত প্রচলিত যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করি না। যাই হোক্, আমরা বেদের মধ্যে স্ত্রীলোকের

---

৪ "দ্বিবিধা স্ত্রিয়োব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা ইতি বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।"

যেরূপ শিক্ষার এবং যে সকল অবস্থায় স্বাধীনতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহা একটু অনুধাবন পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারে মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারেই হউক, বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের দিকে, গৃহস্থের গার্হস্থ্য সুখশান্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

এইবারে স্মৃতিগ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায় দেখা যাউক। পূর্ব্বেই আভাস দিয়া আসিয়াছি যে মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষার বিধিনিষেধ কিছুই দেখা যায় না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে বৈদিক কাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চলিয়া আসিতেছিল, মনু তাহার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু মনুসংহিতা যে সকল উপায়ে গার্হস্থ্য সুখশান্তির বৃদ্ধি হইতে পরে সেই সকলের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল উপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোকের বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতা হইবার অপেক্ষা পতিসেবা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যে গৃহের সুখশান্তির অধিকতর অনুকূল, মহর্ষি মনু তাহা বুঝিয়া তাহারই জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

> "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
> পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া। ২অ, ৬৭

স্ত্রীলোকদিগের বৈবাহিক বিধি বৈদিক সংস্কার, পতিসেবা গুরুকুলে বাস, এবং গৃহকর্ম্ম অগ্নিপরিচর্য্যারূপে স্মৃত হয়। এই শ্লোক হইতেই কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে মনু স্ত্রীলোকের

উপনয়ন নিষেধ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন।৫ এই শ্লোকটী আমাদের যেন কতকটা অর্থবাদ বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের বোধ হয়, মনুর মতে গুরুকুলে বাস করিয়া একটা লোকদেখান ব্রহ্মচর্য্যের ভাব অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিসেবাতেই বাস্তবিক ধর্ম্মবৃত্তির সমূহ চর্চ্চা হয় এবং বিশেষ কঠোর পরীক্ষা হয়—পতিসেবাতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ফললাভ হয়। মনু স্ত্রীজাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্ম্মের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন "গৃহকর্ম্মে নিপুণ থাকিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং ব্যয় করিবার সময় মুক্তহস্ত হইবেন।" অন্যান্য সংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিককালে যেরূপ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে উপনয়ন এবং তৎ-সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা প্রথা ছিল, তাহাও যে মনুর সময়ে অনুপযোগী ও অপ্রচলিত বোধ হইয়াছিল তাহা নহে; মনুর সময়েও এই প্রথা সম্পূর্ণই প্রচলিত ছিল। তবে, মনুসংহিতার একটী শ্লোকে জাতকর্ম্ম অবধি উপনয়ন ও কেশান্ত পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।৬ আমরা যখন দেখিতেছি যে গৃহ্যসূত্রাদি বৈদিক-

---

৫ মনুসংহিতার ভাষ্যকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক এই শ্লোকটী স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার নিষেধজ্ঞাপক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

৬ অমন্ত্রিকাতু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ ২অ, ৬৬

গ্রন্থে স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার অমন্ত্রক করিবার বিধি নাই ৭ এবং বিষ্ণুসংহিতার ন্যায় প্রাচীন সংহিতাতেও মাত্র চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত বৈদিক বিধির অনুসরণে স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ৮ তখন মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকটী বেদবিরুদ্ধ এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়। মনুসংহিতায় যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে, একথা অতি পক্ষপাতী, নিতান্ত orthodox লোকদিগেরও স্বীকার করিতে হইবে। মনুসংহিতার অতি প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বয়ং নবম অধ্যায়ের একটী শ্লোককে ৯ অমানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং সুতরাং আমাদিগকেও মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত-শ্লোক স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যাই হোক, যদি বা উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা

---

৭ গোভিলগৃহ্যসূত্রে কন্যার চূড়াকার্য্য অমন্ত্রক করিবার বিধি দেখা যায়। ৪প্র, ৯অ, ২২-২৪

৮ এইখানে বিষ্ণুসংহিতায় একটু কৌশল দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুঋষি চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বর্ণন করিয়া বলিলেন "এতাএব ক্রিয়াঃ স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের এই কার্য্যগুলিমাত্র (এব নিশ্চয়ার্থে, এতাএব অর্থাৎ এইগুলিই) অমন্ত্রক অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পরেই তিনিই স্ত্রীলোকের বিবাহ বিষয়ে বলিলেন "তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিবাহ সমন্ত্রক। ইহার পরে তিনি পুনরায় সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন প্রভৃতির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৯ ৯অ, ৯৩

হইলেও আমরা সেই শ্লোকের প্রমাণেই জানিতে পারিতেছি যে মনুসংহিতার সময়েও সমন্ত্রকই হউক অথবা অমন্ত্রকই হউক, স্ত্রীলোকের উপনয়ন প্রথা এবং সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতও অবলম্বনীয় ছিল। কেবল একমাত্র অত্রিসংহিতায় দেখি যে, স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি পাতিত্যজনক। হইতে পারে যে অত্রির মত এইরূপ ছিল; হয়তো তিনি কোন বিশেষ কারণে ঐরূপ মত স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া বেদের বিরুদ্ধে, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিরুদ্ধে ঐ মতকে সর্ব্বগ্রাহ্য বলিয়া ধরিবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না।

সংহিতাগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি পুরাণের মধ্যে অবগাহন করি, সেখানেও দেখি যে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোন কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। সকলেই জানেন বোধ হয় যে, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি আপামর সাধারণের সহজবোধগম্য নহে বলিয়া ব্যাসদেব অতি বিদ্বান্ হইতে অতি মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেদাদিশাস্ত্রসমূহের মধ্যস্থিত নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয় সকল এই মহাভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গল্পছলে শিক্ষার সুগম পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই; কিন্তু ইহাতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি

অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিক স্থলে পণ্ডিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বনপর্ব্বের একস্থানে আছে, "অত্র শর্ব্বা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা" ইত্যাদি। শান্তি পর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জনকরাজকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে তাঁহার পত্নীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা সমগ্র মহাভারতের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু অতি বিদুষী হইবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রূষা ও গৃহকর্ম্ম সুনিপুণভাবে সম্পাদন করা যে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরম ধর্ম্মজনক, তাহা ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়া অনেকস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যদি গৃহকে শ্রীমান্ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্মনিপুণা হইতে হইবে। মহাভারতের সময়েও বোধ হয় যে লোকেরা স্ত্রীলোকের বিদ্যা-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার দিকেই সর্ব্বসাধারণের স্বভাবতই অধিক আগ্রহ ছিল দৃষ্ট হয়।

আমরা বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সকলেতেই স্ত্রীশিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটীতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করি-বেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জ্ঞানার্জ্জনবিষয়ে স্ত্রী-লোকের পুরুষের সহিত সাধারণ অধিকার আছে, এবং দুএকটী

স্মৃতি ভিন্ন বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রগ্রন্থেই সেই সকল অধিকার বিলুপ্ত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই, বরঞ্চ সমর্থনই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায়ও সেই অধিকার সুব্যক্ত হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অব্যক্ত অধিকারকে সুব্যক্ত করিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকেও যে ভাবে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছেন, কন্যাকে তদপেক্ষা এতটুকু ন্যূন করিয়া শিক্ষা দিতে উপদেশ দেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে "পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা করাইবে। বিংশতি বৎসরাধিক বয়স্ক পুত্রদিগকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে।" * ইহার পরেই সেই স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক সুবিখ্যাত অনুশাসন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাকেও অতি যত্নসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় যে তন্ত্রের কিছু পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাই তন্ত্রকারগণ তাহার সপক্ষে এই অনুশাসন করিয়া দিলেন। তন্ত্রের পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন হউক বা নাই হউক, নানা কারণে, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বিপ্লবাদির কারণে, স্ত্রীশিক্ষার যে অপ্রচলন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমরা কিছু পরেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষের কথা আলোচনা করিবার কালে দেখিতে পাইব। তৎপূর্ব্বে আমরা দেখিয়া লই যে ব্যাকরণ প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হই। পাণিনিকৃত ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্যে আছে

* ৮উ, ৪৫—৪৬

"কাশকৃৎস্নি কর্ত্তৃক প্রোক্ত মীমাংসাকে কাশকৃৎস্নী বলা যায় এবং যে ব্রাহ্মণী তাহা অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী বলা যায়।" আরও "যে স্ত্রীলোকের কাছে আসিয়া লোকে অধ্যয়ন করে, তাহাকে উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া বলা যায়।" হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে আছে "কুমারী কন্যাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। যে কন্যা বিদ্যাশিক্ষা করেন তিনি পতি তথা পিতৃ উভয় কুলেরই কল্যাণদায়িকা হয়েন। উপযুক্তা কন্যাকে বিদ্বান্ বরের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য ও ইহাই পুরাতন ঋষিদিগের মত। যাবৎ কন্যা পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ পিতা সেই কন্যার বিবাহ দিবেক না।"

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষ শাস্ত্রমত আলোচনা করিয়া আসিলাম। ইহাতেও হিন্দু সাধারণে যে কিরূপে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। স্ত্রীশিক্ষার কথা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগকে বেদবেদান্তাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দিবার কথা উত্থাপিত হইলেই বিরোধী পক্ষ "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে নীরব করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার অর্থ করেন যে স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদিগের বেদপাঠে অধিকার নাই। উপরোক্ত শ্লোকার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের * অর্দ্ধাংশ মাত্র। আপাতত আমরা ধরিয়া লইলাম যে এই শ্লোকাংশের তাঁহারা যেরূপ অর্থ করেন তাহাই ঠিক। এখন, ভাগবত যে আমাদের অতি মান্য ও

* ১ স্ক, ৪ অ, ২৫

আদৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তাহা স্বীকার করিলেও নানা কারণে ইহার আর্ষেয়ত্ব বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ করিবার অধিকার আছে। ভাগবত যদি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক লিখিত হইত, তাহা হইলে মহাভারতের সহিত ইহার বিষম বিরোধ দেখা যাইত না। আমরা বিরোধের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

সর্ব্বসাধারণের মতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নিজেরও মতে ইহা মহাভারতের পরে রচিত। এই বিষয়ে একেবারে কাহারও দ্বিধা নাই। এই মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১ লিখিত আছে যে, যখন ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান, তখন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মোপদেশ লাভের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করিয়া অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে শুকদেবের জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম তাঁহার জন্মাবধি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন যে "পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এবং মহাযোগী ব্যাসদেব কথাপ্রসঙ্গ বশত এই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।" ইহার পর যুধিষ্ঠির ২৬ বৎসর ২ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে ভাগবতে উল্লিখিত হইতেছে যে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব্ব হইতে শুকদেব এই ভাগবতাখ্যান বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে—এই সময়ে শুকদেবের বয়স সবেমাত্র ১৬ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের মতে পরীক্ষিতের মৃত্যুর অন্তত ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে শুকদেব ইহলোক হইতে অব-

১ ৩৩৩-৩৪ অধ্যায়
২ কাহার কাহার মতে ৩৬ বৎসর

স্থত হয়েন, কিন্তু ভাগবতের মতে পরীক্ষিতের মৃত্যুকালে শুকদেবের বয়স সবেমাত্র ১৬ বৎসর। ইহার উপর আরও একটু গোলযোগ আছে। ইতিপূর্ব্বেই দেখিলাম যে মহাভারতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নের পূর্ব্বেই শুকদেবের দেহান্তর ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভাগবতে উল্লেখ আছে যে ভীষ্মের মৃত্যুকালে শুকদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। একই ব্যক্তি, বিশেষত একই ঋষি ব্যাসদেব কর্তৃক দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হইলে এরূপ গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা থাকিত না বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে অন্যান্য পুরাণমাত্রে যেখানে মহাভারত সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখ আছে, সেইখানেই তাহা ঋষি ব্যাসদেবকৃত বলিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু স্কন্দপুরাণে এই ভাগবতপুরাণ অতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত উক্ত হইয়াছে দেখা যায়। দেবীভাগবতেরও টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে ভাগবত বোপদেবলিখিত। বোধ হয় তিনি এ বিষয়ে ভোজপ্রবন্ধ নামক একখানি পুস্তকের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবত যে বোপদেবকৃত, তাহা এই ভোজপ্রবন্ধ গ্রন্থেও লিখিত আছে। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আরও একটী বিরোধ দেখিতে পাই। ভাগবতে পরীক্ষিৎ এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে আছে যে, "এই প্রভাবশীল বালক, মাতৃগর্ভে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যে মনুষ্যকে সম্মুখে দর্শন করিতেন, তাহাকেই 'এই ব্যক্তি কি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ' এই প্রকার পরীক্ষা করিতেন বলিয়া প্রথম হইতেই পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত

হইয়াছিলেন।" * কিন্তু মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্বে (১৬অ,) স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে পরিক্ষীণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই জাত বালকের নাম পরীক্ষিৎ হইল। প্রকৃতই যদি ভাগবত বোপদেবকৃত হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যেন তাহাতে বোপদেবের হাত দেখিতে পাই। মুগ্ধ-বোধে বোপদেব যেমন কারণের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, ভাগবতেও সেইরূপ কারণশৃঙ্খলা রক্ষিত দেখিতে পাই। অনেক স্থলেই এটী কেন হইল, ওটী কেন হইল, এইরূপ প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

যাইহোক্ এই সকল কারণে আমরা শ্রীমৎভাগবতের প্রতি যথেষ্ট আদর ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিলেও ইহার আর্ষেয়ত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহার আর্ষেয়ত্ব অস্বীকৃত হইলে আমরা ইহাকে পুরাণের আদর্শে রচিত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া ধরিতে পারি. কিন্তু ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ইহাকে ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। সুতরাং যদিবা ইহাতে স্ত্রীশূদ্রাদির বেদাদি পঠনপাঠনে অধি-কার অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও ঘোর শাস্ত্রবাদীও তাহা ঋষি-বাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন না।

এখন, ভাগবত আর্ষেয় গ্রন্থ হউক বা না হউক, ইহা যখন সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আর্ষেয় গ্রন্থ এবং কার্য্যত সর্ব্বা-পেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তখন আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে ভাগবতের প্রকৃত মতই বা কি।

---

* ১ স্ক ১২ অ ৩০

স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষ যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে প্রয়াস পান, সেই শ্লোকটী সম্পূর্ণ এই :—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং ॥

এই শ্লোকটীর প্রথম দুই চরণের অর্থে তাঁহারা যে স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজদিগকে বেদাদির পঠনপাঠনে অনধিকারী বলেন, তাহা আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয় না। ইহার বিপরীতে আমাদিগের এই বোধ হয় যে গ্রন্থকার দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে 'পূর্ব্বে স্ত্রীশূদ্রাদি বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার সুশোভন সাজে সজ্জিত হইত, কিন্তু হায়! এখন তাহারা বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে!' সমস্ত শ্লোকটীর অর্থ আমাদের এইরূপ মনে হয়—কর্ম্মই শ্রেয়স্কর এইরূপ বিবেচনাবিমূঢ় স্ত্রী, শূদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের বেদত্রয় (ঋক্, যজু এবং সাম) শ্রুতিগোচর হয় না; এই মহাভারতের দ্বারা ইহাদিগেরও মঙ্গল হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মুনি (ব্যাসদেব) কর্ত্তৃক কৃপাবশত এই মহাভারত বিরচিত হইয়াছে। সম্ভবত রাজনৈতিক বিপ্লব প্রভৃতি নানা কারণে ভাগবত রচনার কালে অধিকাংশ দ্বিজ, (স্ত্রী ও শূদ্রদিগের তো কথাই নাই) বৈষয়িক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগের মনোযোগের অভাবেই বেদাদি শ্রুতিগোচর হইবার অভাব হইয়াছিল। ভাগবতকার সেই কারণেই দুঃখের সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী বলিয়াছেন এবং

সেই কারণেই সম্ভবত মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকন্যাদিগকে নির্ব্বিশেষে ভালরকম শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছেন।

ভাগবতের উপরোদ্ধৃত শ্লোকে বেদাদিতে স্ত্রীশূদ্রাদির অনধিকার বিষয়ে কোনই উল্লেখ নাই; তবে যে সকল স্ত্রীলোক বা শূদ্র অথবা কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন দ্বিজ কর্ম্মকাণ্ডে বিমূঢ় হইয়া বেদাদি পঠনপাঠন পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ ঘোর বিষয়াসক্ত ও স্বর্গাদিকামী কর্ম্মনিমগ্ন, তাহাদিগেরও মঙ্গল যে ব্যাসদেবের অন্তরে মহাভারতরচনাকালে নিহিত ছিল, তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে। এখানে বরঞ্চ পরোক্ষভাবে যেমন দ্বিজদিগের, তেমনি স্ত্রীশূদ্রেরও বেদাদি পঠনপাঠনে চির অধিকারই ব্যক্ত হইতেছে। ভাগবতকারের যদি স্ত্রীশূদ্রাদিকে বেদাদিতে অধিকার না দেওয়াই অভিমত হইত, তাহা হইলে তিনি চতুর্ব্বেদের কথা না বলিয়া ত্রয়ী অথবা তিনবেদের কথা উল্লেখ করিবেন কেন? উপরোক্ত শ্লোকের দুই তিনটি শ্লোকের পূর্ব্বেই তিনি চতুর্ব্বেদ এবং পঞ্চমবেদস্বরূপ ইতিহাসপুরাণাদির উদ্ধারের বিষয়, এবং কোন্ কোন্ বেদে কোন্ কোন্ ঋষি পারদর্শী হইয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখি, "দারুণ" সুমন্ত মুনি অভিচারাদি কর্ম্মপ্রধান অথর্ব্ববেদে এবং রোমহর্ষণ ইতিহাস পুরাণাদিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার পরে, যাহাতে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাও সেই চতুর্ব্বেদ ধারণা করিতে পারে, তাহাই বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদবিভাগের কারণ, ভাগবতকার ইহা উল্লেখ করিয়া পরেই বলিলেন যে 'এত সুবিধা করিয়া দিবার পরেও যে সকল কর্ম্মসম্মূঢ় স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজ উত্তম বেদত্রয় শিক্ষা করে না, তাহাদিগকে বেদের প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত

করিবার এবং সাধুশিক্ষা প্রদান করিবার কারণেই মহাভারত রচিত হইয়াছে।' এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভাগবত রচনার কালে স্ত্রীশূদ্রাদি অথর্ব্ববেদ অথবা ইতিহাস পুরাণাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে নাই, সুতরাং সেবিষয়ে ভাগবতকারের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। আজকাল যেমন অনেকেই সহস্র বিষয়কর্ম্মের মধ্যেও নাটক নবেল পড়িবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন, ভাগবতের সময়েও সেইরূপ অধিকাংশ লোকেই মনোরঞ্জক ইতিহাস, পৌরাণিক গল্প পড়িবার অবকাশ পাইতেন বলিয়া বোধ হয়। তাই বলিয়া তখন যে কোনই স্ত্রীলোক বেদাদি অধ্যয়ন করিতেন না তাহা নহে। এই ভাগবতেরই প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন কালে এক স্ত্রীলোক অপরের নিকটে বলিতেছেন যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী অথচ তদ্বিষয়ে অনাসক্ত যে সনাতন ঈশ্বরের বিষয় বেদ এবং গভীর তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থে উক্ত হয়, ইনিই তিনি।" ইহাতে বোধ হয় যে তখন স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন এবং ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। এইরূপে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, যে ভাগবতের শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বলবৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া সদাসর্ব্বদা উদ্ধৃত হয়, সেই ভাগবত আর্ষের গ্রন্থ হউক বা না হউক, তাহাতেও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী কথা নাই এবং উপরোক্ত শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার পরিবর্ত্তে সপক্ষেই সাক্ষ্য দিতেছে। সংস্কৃত কাব্য নাটক আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে তদুল্লিখিত অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই কোন না কোন প্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন।

কিন্তু সেই সকলেতেই দেখা যায় যে গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি স্ত্রীলোকের মাতৃভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই; সংস্কৃত কাব্য নাটকের, বোধ করি, সকল স্ত্রীচরিত্রেই গার্হস্থ্য সুখশান্তির আকাঙ্ক্ষা চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যে লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় স্ত্রীলোকের ভীষণ চরিত্র দুর্ল্লভ—বোধ হয় একেবারেই নাই।

আমরা এত বিস্তৃতরূপে আর্য্যরমণীর প্রাচীন অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, ভারতের ঋষিমুনিরা অতি উদারহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহাদের সদুপদেশ সকল অগ্রাহ্য করিয়াই আমরা এত হীন অবস্থায় নিপতিত হইতেছি। আশা হইতেছে যে, ভারতের হিন্দুজাতির উন্নতি সম্মুখে—হিন্দুজাতির দৃষ্টি প্রাচীনের প্রতি অল্পে অল্পে পড়িতেছে। সচরাচর দেখা যায় যে, যে জাতি অবনত হইয়া প্রাচীনের প্রতি যথাযোগ্য অনুরাগের সহিত দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, সেই জাতির উন্নতি ঘটিতে অধিক বিলম্ব ঘটে না। অধ্যাপক মোক্ষমূলরও বলিয়াছেন "যে জাতি তাহাদিগের প্রাচীন মহিমা, পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন সাহিত্য লইয়া গৌরব করে না সে জাতি তাহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠার একটী প্রধান সেতু হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। জর্ম্মনিদেশ যখন রাজ্য সম্বন্ধে অনুন্নতির গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ছিল, তখন তাহা তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং পুরাকাল আলোচনা করিয়া ভাবীকাল সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারিয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে কতকটা এইরূপ হইয়াছে।"

এক্ষণেই যে ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে—ভারতে

চিরকালই প্রাচীনের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি চলিয়াছে, তাই হিন্দু ভারত আজ পর্য্যন্ত নানা অত্যাচার, নানা নির্যাতন সহ্য করিয়াও নিজের জীবনীশক্তি হারাইতে পারে নাই; আজ পর্য্যন্ত ভারতের হিন্দুজাতি জগতের ইতিহাসে নিজ নাম অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইতেছে। শ্রুতির কালের পর যখন ভারতের অবনতি ঘটিল, অমনি স্মৃতিসমূহ অভ্যুদিত হইয়া আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রাচীন শ্রুতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল; স্মৃতির পর যখন অবনতির কাল আসিল, তখন পুরাণ সকল অভ্যুদিত হইয়া শ্রুতিস্মৃতির দিকে লোকের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল; তাহার পরে তন্ত্রশাস্ত্র যদিও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তাহা শ্রুতিস্মৃতির দিকে আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পরে আবার অবনতির কাল আসিল, আমরা এখন শ্রুতিস্মৃতি পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের দিকে, তৎপ্রবর্ত্তিত প্রাচীন পন্থা সকলের অনুসন্ধানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। হিন্দুজাতির এইরূপ প্রাচীনের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টির কারণ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্রসকলেই যথার্থত উন্নততর আর্য্য সভ্যতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং আধুনিক শাস্ত্র সকলে সেই সভ্যতার সহিত অনার্য্যদিগের অনুন্নত আচার ব্যবহারের সম্মিলন দেখা যায়; এই কারণে ভারতের সমাজসংস্কারক যে প্রত্যেক সংস্কারচেষ্টায় প্রাচীন প্রথা ও শাস্ত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেন, তাহা কিছু অন্যায় নহে।" * হণ্টার সাহেব এই যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত

অসঙ্গত নহে; বৈদিক কালে যে উচ্চতর আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, এ কথা একেবারে মিথ্যা নহে। বেদ-বেদান্তে যে সকল কথা আছে, সেই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সেই সময়ে ভারতে একটা গভীর উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এইটুকু বুঝেন যে বৈদিককাল কেবল কতকগুলি পার্ব্বতীয় কৃষকদিগের ভারতাক্রমণের কাল ছিল না. ঋক্ সমূহও তাহাদিগের "কৃষাণসঙ্গীত" ছিল না এবং স্মৃতিপুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ কেবল মাত্র লক্ষটাকার ধূলিরাশি নহে, এবং যদি তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে কিঞ্চিৎ কর্ণপাত করেন তাহা হইলেই আমরা শ্রম সার্থক বোধ করিব।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্য রমণীর
শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে শাস্ত্রে রমণীর
উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সপ্তম
আলোচনা সমাপ্ত।

প্রথম বিভাগ সম্পূর্ণ।

---

* "The reformer in India has to say, the existing law is unjust or no longer suitable, therefore we shall (not make a new law, but) go back to an older law. And

অথ দ্বিতীয় বিভাগ।

অষ্টম আলোচনা—হিন্দুস্কুল ও অহিন্দুভাব।

প্রথম বিভাগে আমরা প্রাচীন ভারতের হিন্দুমহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার অবস্থা ও ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয় বিভাগে নব্যভারতের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয় সাধ্যমত আলোচনা করিয়া দেখিব যে উভয়ের মধ্যে কোন্ কালের ব্যবস্থা আমাদের আদর্শস্থানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নব্যভারতের সভ্যতার একটী অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে—ইহার প্রভাব কেহই সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বপূর্ব্ব আলোচনার অনেক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে সাধারণত বর্ত্তমানে আমরা এই সম্বন্ধে বিপরীত মতবিশিষ্ট দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখিতে পাই। এক সম্প্রদায় দেশাচারের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী। ইহাঁরা স্ত্রীলোকদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা করিয়া

---

there is historical reasonableness in this curious method. The most ancient scriptures of India represent the higher Aryan civilization, the more recent ones embody the compromises with lower types to which that higher civilizaton had to submit. The orthodox Hindu, indeed, rests the superiority of the ancient law on a different ground. He believes the oldest of his sacred texts to have been directly inspired by God, and that this inspiration was only vouchsafed in a diminishing degree to subsequent scriptures." The Hindu Child-Widow by Sir W. W. Hunter Asiatic Quarterly Review, October 1886.

রাখিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার কথা উল্লেখ করিলেই দেশাচার ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সকলকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা নিজে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহাদের সে অবকাশ, ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই বলিয়া বোধ হয়। সকল দেশেরই অবনতির সময় যেরূপ ঘটে, ভারতেরও এই অবনতির কালে সেইরূপ মস্তক স্বরূপ ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রকৃত সত্যশিক্ষাদান বিষয়ে নানা ঘটনাসূত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে ভারতের অন্যান্য ধনীমানী ব্যক্তিরাও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা না দিলেই উপযুক্ত সম্মান রক্ষিত হয় এইরূপ মিথ্যা সম্মান জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইলেন এবং এই ভাব ক্রমে নামিতে নামিতে ভারতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল।

যে সম্প্রদায় দেশাচারকে এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই ইত্যাদি নানা উপায়ে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়েন, সাধারণত সেই সম্প্রদায়ের অপর নাম রক্ষণশীল সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজের ধনী মানী প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ ব্যক্তিই বরাবর ছিলেন এবং এখনও আছেন। অথবা ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম যে সমাজের অধিকাংশ অগ্রগণ্য ব্যক্তিই রক্ষণশীল হইয়া থাকেন। সামাজিক কোন বিপ্লব উপস্থিত হইলেই প্রথমে তাঁহাদেরই স্বার্থনাশের ও প্রতিষ্ঠাহানির ভয় উপস্থিত হয়। যাহা হউক্, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্তে এবং মুসলমান নবাবদিগের প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধীভাব এতদূর বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে

যে ভদ্র পরিবারের কোন স্ত্রীলোক বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভদ্র-বেশে সজ্জিত হইয়াও অন্তঃপুরের বাহিরে পদার্পণ করিলেই তাহা অভদ্রোচিত বলিয়া বিবেচিত হয়; বিশেষ কার্য্যোপ-লক্ষেও কোন মহিলা আত্মীয়স্বজনের অতিরিক্ত অপর ব্যক্তি-দের সহিত কথোপকথন করিলেই তাঁহার অপবাদ রটিতে তিলমাত্র বিলম্ব ঘটে না। এই সেদিন ভূমিকম্পের সময় দেখি-য়াছি যে পুরমহিলারা প্রাণের ভয়ে ভীত হইলেও অন্তঃপুরের একপদও বাহিরে আসিতে সম্মত ছিলেন না। আর আমা-দেরও এমনি অভ্যাস ও শিক্ষা যে কোন ইংরাজ রমণী কার্য্যোপ-লক্ষে বাহিরে আসিলে আমরা দূর হইতে সম্মানের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি ও ব্যবহার করি; কিন্তু কোন হিন্দুমহিলা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিলেই, আমরা অবস্থা ও কারণনির্ব্বি-শেষে তাঁহার দিকে দুদণ্ড বিস্তৃতনেত্রে অভদ্রোচিতভাবে অব-লোকন না করিয়া পরিতৃপ্ত হই না। কেবল তাহাই নহে, এদেশে স্ত্রীলোকে দেশাচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় আচার অনুসরণ করিলেও তাঁহার অপবাদ রটিতে বিলম্ব হয় না। প্রাচীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নেতা * তাঁহার পরি-বারস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যথার্থ লজ্জানিবারক পরিচ্ছদ এবং "সোপানৎকঃ সদাব্রজেৎ" এই শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উপানহের ব্যবহার প্রচলিত করাতে স্বদেশে তাঁহাকে লোকে পরোক্ষে খৃষ্টান বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। দুর্ব্বল বঙ্গ-দেশের স্ত্রীলোকেরা স্ব ইচ্ছাতেও যদি কখনও বিদ্যাশিক্ষা করে এবং কুচক্রী আত্মীয় স্বজনের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার

* ইঁহার নাম বিশেষ কারণে অপ্রকাশিত রহিল।

যদি কোন সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তাহারই পক্ষে যেন কণ্টক অর্পণ করিবার জন্যই প্রবাদ উঠিল যে স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়। এইরূপ নানা প্রকার অসঙ্গত ভাব ক্রমশ সমাজের সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে হিন্দুরমণী বর্ত্তমানে পুরুষদিগের—স্ত্রী স্বামীর, ভগ্নী ভ্রাতার, কন্যা পিতার বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ ভাব থাকাতেই "পথি নারী বিবর্জ্জিতা" প্রভৃতি প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে বোধ হয়। এই সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাব পোষণ করাতে আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়পক্ষেই অমঙ্গল রাশি সঞ্চিত হইতেছে; আশঙ্কা হয় কোন্ দিন অজ্ঞাতসারে আমরা ঘোর অমঙ্গলসাগরে নিমজ্জিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইব। এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় ভ্রমে পড়িয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের সমর্থন করিয়া দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করেন। এই সম্প্রদায়কে আমরা অজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় উপরোক্ত সম্প্রদায়ের ঠিক বিপরীত দিকে স্বীয় গন্তব্য পথ স্থির করিয়াছেন। প্রথম সম্প্রদায় যেরূপ দেশাচার অনুসরণ করিয়া চলেন, এই সম্প্রদায় তেমনি দেশাচার শাস্ত্রমর্য্যাদা প্রভৃতি সকলই উড়াইয়া দিয়া নিজের বুদ্ধির উপর বড়ই বেশী নির্ভর করিতে চেষ্টা করেন। ইহাদিগকে আমরা বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিব। প্রথমোক্ত অজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের অজ্ঞান দূর করা বড় বেশী কঠিন কার্য্য নহে, কারণ তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রানুসারেই চলিতেছেন মনে করিয়া, কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রার্থের অনবগতি বশতই বিপথে চলেন; তাঁহাদের অনেকেই যুক্তি বিচারে প্রকৃত সত্য বুঝিতে

পারিলে নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। কিন্তু বিজ্ঞানান্ধ দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অজ্ঞান দূর করা বড়ই দুঃসাধ্য। তাঁহাদের অন্তরে অজ্ঞানের উপর বিজ্ঞানের এমন এক ঘোর অহমিকার আবরণ পড়িয়া থাকে যে তাহা অপসৃত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইয়া দেওয়া অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাঁহারা যত অধিক ইউরোপীয় সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহারাই বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের তত অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এই সংস্পর্শ পাশ্চাত্য পুস্তক পাঠেও লাভ করা যায়, পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণেও এইরূপ ফল পাওয়া যায়। যে সকল স্বদেশীয় হিন্দু সন্তান সহসা সামাজিক দেশাচারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ ঘুরিয়া আইসেন, তাঁহারাই সচরাচর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বিজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কাছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রত্যেক কথা, তাহা সিদ্ধান্ত হউক বা না হউক বেদবৎ মান্য; কিন্তু স্বদেশীয় শাস্ত্রের সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার যোগ্য। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা অমুক দেশাচার শাস্ত্রমূলক শুনিলে, শাস্ত্রের নামেই মুগ্ধ হইয়া যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও অন্তত কথায় তাহা যেরূপ স্বীকার করিয়া লয়েন, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সেইরূপ শাস্ত্রনাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন।

হিন্দুস্কুলের স্থাপনাই এইরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের প্রধান উৎপত্তি-হেতু; বিশেষত ডিরোজিওর ন্যায় তদানীন্তন শিক্ষক-

দিগের কৃপায় ছাত্রদিগের হৃদয়ে ইহা বদ্ধমূল হইবার পক্ষে অনেক সহায় জুটিয়াছিল। পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষ কোম্পানীর অধীনে ছিল, তখন অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দেশীয়দিগের শিক্ষা-বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ ছিল। কেবল তাহাই নহে, দেশীয়দিগের যাহাতে নৈতিক উন্নতি হয়, তদ্বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দ্বিতীয়বার যে কবালা প্রদত্ত হয়, তাহাতে "সাহিত্য চর্চ্চার পুনরুদ্দীপনা ও উন্নতিসাধন, ভারতের বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের উৎসাহদান এবং ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে বিজ্ঞানের বিস্তার" এই কয়েকটী বিষয়ের জন্য প্রত্যেক বৎসর লক্ষ টাকা পৃথক্ গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা হয়। স্বদেশীয়দিগের নিকটে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে দশ বৎসর কাল এই মহান্ উদ্দেশ্যসাধন বিষয়ে রীতিমত কোনই উপায় অবলম্বিত হয় নাই। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুলাই তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল তাঁহার সভার এক অধিবেশনে দেশীয় "সর্ব্বসাধারণের নীতি ও চরিত্রের উন্নতি সাধন, জনসাধারণের মধ্যে সংসারের হিতসাধক জ্ঞানের প্রবর্ত্তনা, তাহাদের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার উন্নতির বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব প্রেরণ" এই সকল বিষয়ের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যুবকদিগকে ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য কেবল মাত্র দেশীয়দিগেরই বদান্যতায় হিন্দুবিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপিত হয়। এই হিন্দু-কলেজকে আপনাদিগের অধীনে আনিয়া উন্নতি সাধন করা উক্ত কমিটির অন্যতর প্রস্তাব হইল। এদিকে ন্যূনাধিক ১৮২৩

খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম এখানে মাত্র সংস্কৃতশিক্ষা হইলেও ক্রমশ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখন দেশীয়দিগের হৃদয়ে আঘাত না দিয়া শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইত এবং করাও হইত। হিন্দুকলেজেরও উৎসাহপ্রদান কমিটির মনোযোগের একটী প্রধান বিষয় ছিল এবং তাঁহারা তাহা হইতে আশাতীত ফলও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দৃষ্টান্তে চতুর্দ্দিকে ইংরাজী শিখিবার একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজে তদানীন্তন শিক্ষার নৈতিক ফলে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করিলেও আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না, কারণ আমাদিগের গার্হস্থ্য জীবনে প্রতি পদক্ষেপে সুফলের সহিত তাহার কুফলও ভোগ করিতে হইতেছে। কমিটির রিপোর্ট হইতেই আমরা নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম,—"The moral effect has been equally remarkeble, and an impatience of the restrictions of Hinduism and a disregard of its ceremonies are openly avowed by many young men of respectable birth and talents, and entertained by many more who outwardly couform to the practices of their countrymen."

ইংরাজদিগের নূতন আমলে ইংরাজী শিখিবার ধূয়া উঠা কিছু অস্বাভাবিক নহে। এই ধূয়ার পরিমাণ খৃষ্টাব্দ ১৮৩৪ ও ১৮৩৫, এই দুই বৎসরের বিক্রীত পুস্তক হইতে সুন্দর উপলব্ধ হইবে। এই দুই বৎসরে খাঁটী ইংরাজী পুস্তক ৩১৬৪৯ খানি

বিক্রয় হইয়াছিল; আংশিক ইংরাজী পুস্তক (আংশিক অন্য ভাষায় লিখিত) ৪৫২৫; বাঙ্গলা পুস্তক ৫৭৫৪; হিন্দী ৪১১১; হিন্দুস্থানী ৩৩৮৪; পারসী ১৪৫৪, উড়িয়া ৮৩৪; আরবী ৩৬ এবং সংস্কৃত ১৬খানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছিল। আর, ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতিসাধনে গবর্ণমেণ্টের এবং উপরোক্ত কমিটির যে চেষ্টা ও ইচ্ছা ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র উপস্থিত হইতে পারে না—উক্ত কমিটির রিপোর্ট এবং গবর্ণমেণ্টের তদা-নীন্তন আদেশে এই ভাব সুব্যক্তই রহিয়াছে। আজকাল তো বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় সমস্ত শিক্ষা ও পরীক্ষা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এখন তাঁহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সহজে তাহা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সেই আদিকালে গবর্ণমেণ্ট এবং সর্ব্বসাধারণে ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। * তখন শিক্ষকের অভাবে, পুস্তকের অভাবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত করা যায় নাই। আজকালকার দিনে এই আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। যাই হউক্ আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকালে গবর্ণমেণ্ট ভারত-বর্ষীয়দিগের উন্নতি সাধনার্থই ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিশেষ-ভাবে উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত

---

* It was admitted on all sides that * * .. the instruction of the mass of the people through the medium of their own language was the ultimate object to be kept in view. "On the Education of the people of India" by C. Treveleyan C. S.

বলিতে হইতেছে যে পূর্ব্বোদ্ধৃত রিপোর্টের অংশ হইতে বুঝিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট নৈতিক উন্নতির অর্থে ভুল বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে স্বদেশীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগেরই অপর নাম উন্নতি। তখনকার শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই উন্নতির এই প্রকার ভ্রান্ত অর্থ বুঝিয়া ছাত্রদিগকে তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। এইরূপে হিন্দুস্কুলেরই স্থাপনা বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধেয় ভাবের উৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়াছিল।

এই অশ্রদ্ধেয় ভাবের বিস্তার বিষয়ে হিন্দুস্কুলের অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষাদানই সর্ব্বাপেক্ষা সহায় হইয়াছিল। তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগকে শাস্ত্রের কথা দূরে থাক্, ঈশ্বর প্রভৃতিকে ছাড়িয়া ধার্ম্মিক (?) হইবার উপদেশ দিয়া কতকগুলি অহংবৃদ্ধ অধার্ম্মিক ছাত্রের জন্মদান করিবার সুন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ৺কিশোরী চাঁদ মিত্র "হিন্দুস্কুলের ইতিবৃত্ত" পুস্তিকায় তদানীন্তন কোন সংবাদপত্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই শিক্ষার ফল সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—"Cutting their way through ham and beef and wading to liberalism through tumblers of beer." মদ্যের পিপা এবং শূকর ও গো মাংসের মধ্য দিয়া অসঙ্কীর্ণতায় পৌছিতেন। ভক্তিভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ও তাঁহার "সেকাল আর একাল" পুস্তকে নব্যযুগের আদি শিক্ষার ফল সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। "তখনকার সময় গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত

ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারের নিকটে গিয়া বলিতেন "গোরু খেতে পারিস্? গোরু খেতে পারিস্?" এইরূপে প্রচলিত রীতিনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। একবার তাঁহাদের মন্ত্রণা হইল, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েক দিন মন্ত্রণা হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। একদিন, অদ্য এই কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পথের উপরে সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস হয় না। শেষে একজন অপেক্ষাকৃত সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে দোকানের ভিতর গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গীগণ তিন-বার গগনভেদী স্বরে Hip! Hip! Hurrrah! বলিয়া উঠিলেন।" *

ডিরোজিও প্রভৃতির উপদিষ্ট নাস্তিকতা এবং ভ্রান্ত উন্নতির পথ হইতে প্রধানত ব্রাহ্মসমাজ এবং মাত্র নাস্তিকতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক ডফ সাহেব তদানীন্তন যুবক বৃন্দকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ডফ সাহেব একমাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মকেই তাঁহাদের

* সেকাল আর একাল।

উদ্ধারের প্রকৃত উপায় ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রের ভূরি ভূরি দোষ (সকল গুলি দোষের বিষয় না হইলেও তিনি যে গুলি দোষ বলিয়া মনে করিতেন তাহাই) প্রদর্শন পূর্ব্বক হিন্দু যুবকদিগকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজেও এমন এক সময় আসিয়াছিল, যে সময়ে তাহার প্রচারকগণ নিতান্ত শৈশবের ন্যায় আচরণ করিয়া খৃষ্টানদিগের ন্যায় স্বীয় জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি হিন্দু সমাজের অনুরাগ হ্রাস করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমাদের অদৃষ্টে যে কুফল ফলিবার ছিল তাহা ফলিয়াছে এবং আজও ফলিতেছে। বর্ত্তমানে দুঃখের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণালোক দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইয়া একটু পশ্চাদ্গামী হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের উক্ত অশ্রদ্ধেয় ভাবের যে পরিপুষ্টি হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবকালে ইহার ন্যায় সদ্বিষয়ে উদ্যমশীল একটী সমাজের বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছিল। তখন এদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের আগাছাগুলির অসারতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মেরই অসারতা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া তদানীন্তন হিন্দু যুবকদিগের মতিগতি আকর্ষণ করিতেছিলেন। অপর দিকে প্রাচীন ও রোগজীর্ণ হিন্দুসমাজের প্রাচীন নেতাগণ ইহাতে ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সারহিন্দুধর্ম্মের

শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে সমাজবন্ধন কঠিনতর করিয়া সমাজরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, প্রাচীন নেতাগণ কিছুতেই হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। ইত্যবসরে অতি সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শুভ আবির্ভাব হইল। তিনি একদিকে হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত ধর্ম্মেরই আগাছাগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন; অপরদিকে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যভাবের দ্বন্দ্ব বিদূরিত করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং তাহারই সাক্ষ্যস্বরূপে এক ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ ও শ্রদ্ধান্বিতচিত্ত কয়েকটী মহাত্মা ইহাঁর সহকারী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পরে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের ভারগ্রহণ করিলে ঘটনাচক্রে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কয়েক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্ম্মকারক হইয়াছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের উপদেশে লালিত পালিত হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান একেবারেই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং সেই কারণে শাস্ত্র ও ঋষিমুনিদিগের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও খুব কমই ছিল; তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সেই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকেই তাঁহারা হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ন্যায় বক্তৃতাদির দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই তাঁহাদের প্রচারের

মূল মন্ত্র ছিল। ফরাসিবিপ্লবে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাচারিতার উৎপাদক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে এমন কয়েকটী ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব বলিদান করিতে বাস্তবিকই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এমনও অনেক সভ্য হইলেন, যাঁহারা হিন্দুসমাজের বন্ধন যে কোন উপায়ে ছিন্ন করিয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে অভিলাষী ছিলেন। ইহাঁদের সকলেরই মূলমন্ত্র একই ছিল—সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এই সকল সভ্যদিগের অধিকাংশই নেতাদিগের দৃষ্টান্তে ক্রমে পাশ্চাত্যভাবে সংগঠিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের মধ্যে যে প্রাচ্যশিক্ষিত সাধুপুরুষ ছিলেন না তাহা নহে, তবে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত নেতাদিগেরই বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়াছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষালব্ধ নেতাগণ প্রথমত পাশ্চাত্য যুক্তিতর্কের অস্ত্র লইয়া পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের এবং দেশের কল্যাণ সাধন করিলেন; কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই প্রাচ্য-শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেতাগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথম সম্প্রদায় সামাজিক পরাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে অগ্রসর; দ্বিতীয় সম্প্রদায় সামাজিক পরাধীনতার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্রাহ্মগণ পৃথক সমাজ স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু বেশী রকম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা

তখন বুঝিতে পারিলেন না যে সমাজে অবস্থান করিতে গেলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা এই সহজ কথা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রকার সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজীভাষায় চারিদিকে ইহার মন্ত্রবীজ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। বিলাতপ্রত্যাগত প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্পর্শপ্রাপ্ত এবং স্বাধীনতার নামমোহে বিমূঢ় ও তরলরুধির অধিকাংশ ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র কণ্ঠভূষণ করিয়া লইলেন। একবার যখন এই বিষবীজ রোপিত হইল, তখন এই সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে যে তাহার বিষময় ফলভোগ এবং তজ্জন্য পশ্চাত্তাপ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত পৃথক সমাজের তদানীন্তন নেতাগণ অন্যান্য সভ্যাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া যখন সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে গেলেন, তখন সেই সভ্যদিগের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতাস্বরূপে উত্থিত হইয়া পূর্ব্ব নেতাদিগের উপর যথেচ্ছাচারিতার দোষারোপ পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া অপর একটী পৃথক সমাজ স্থাপন করিলেন। বর্ত্তমানে অত্যধিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয় অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সর্ব্বশেষোক্ত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে অতিমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষবীজ যথেচ্ছাচারিতা বৃক্ষের উৎপাদক হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ হইতে সুফল প্রসব সম্ভাবনার পথে অত্যধিক ও অতি গুরুতর অন্তরায় সমূহ উপস্থিত করিয়াছে ও করিতেছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে হিন্দুস্কুল ও অহিন্দুভাব নামক
অষ্টম আলোচনা সমাপ্ত।

নবম আলোচনা—জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

শাস্ত্রাদিতে অভক্তিরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিষয় এত বিস্তারিত করিয়া বলা সহসা অনেকের অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া ধারণা হইতে পারে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না। বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী অশ্রদ্ধেয় ভাবের বিস্তৃতির বিষয় না জানিলে, এই ভাব যে বর্ত্তমানের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পরিচালক হইয়া ইহাদিগকে কিরূপে প্রকৃত আর্য্যোচিত পথে চালাইতে পারিতেছে না, তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলি—পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুকাল যাবৎ বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। কার্য্যত তাঁহারই উপদেশ অধিকাংশ স্থলেই আদেশে পরিণত হইত। বেথুন স্কুলই হইল আমাদের দেশের অন্যতর প্রধান স্ত্রীবিদ্যালয়। এখানে যেরূপ শিক্ষাপ্রদান হইয়া থাকে, অধিকাংশ স্ত্রীবিদ্যালয়ই তাহার পদানুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কার্য্যত এই আদর্শ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ভার পড়িয়াছিল একটী বিজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির হস্তে। মনোমোহন প্রথমত ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজেরও স্বাধীনতা তাঁহার ঈপ্সিত স্বাধীনতার সহিত সমোচ্চভাবে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হওয়াতে তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। একে বেথুন স্কুলের পরিদর্শিকা বরাবরই

ইংরাজ রমণী হইয়া আসিতেছিলেন, তাহার উপর মনোমোহনের হস্তে তাহার ভার পড়াতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তথায় শাস্ত্রানুকূল, স্বদেশীয় ভাব ও অবস্থার অনুকূল শিক্ষাপ্রবর্ত্তনার কোন প্রকার কথাই আসিতে পারে নাই এবং সুতরাং অন্যান্য স্ত্রীবিদ্যালয়ও তাহারই আদর্শে পাশ্চাত্যশিক্ষারই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মনোমোহন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগের পরীক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইংরাজ রমণীর পরিবর্ত্তে স্বদেশীয় (খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও) রমণীকে পরিদর্শিকার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং যে সকল বিষয়কে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনার গুরূপদেশানুসারে উন্নতি বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না, কিন্তু আমরা যে গুলিকে বিনা মস্তককণ্ডূয়নে উন্নতি বলিতে পারি না, সেই প্রকারের নানা উন্নতি সাধিত করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীকন্যার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া, তাহাদের অবস্থার দিকে চাহিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদিগের স্ত্রীকন্যার হৃদয়ের অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে যে দেশের মঙ্গল নাই তাহাই প্রদর্শন করা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সুতরাং শাস্ত্রাদিতে অভক্তিরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি বর্ণনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়।

যাই হোক্, বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়েরই লোকেরা বর্ত্তমান-প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমধিক প্রবণতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আর বাস্তবিক এই স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের

কোন লোকেই সহজে সম্মত হয়েন না। পাশ্চাত্য শিক্ষিত-দিগের ইহা বিচারে আসে না যে এরূপ স্ত্রীশিক্ষাতে কুফল ফলিবে—নাম হইলেই হইল যে স্ত্রীশিক্ষার অথবা female educationএর আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং সেই আগুন ছড়াইবার পক্ষে তাঁহারাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে বিএ, এম এ উপাধি লাভ করিতে দেখিলেই তাঁহারা সুখী হয়েন। শাস্ত্রাদিতে যে রমণীর হৃদয়ের অনুকূল অনেক শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তাহা তাঁহারা চক্ষু তুলিয়া দেখিতে চাহেন না। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধেও তাঁহারা নিতান্তই অন্ধভাবে ব্যবহার করেন। শাস্ত্রে কিরূপ অবরোধ প্রথা অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনায় আনয়ন করা বোধ হয় তাঁহারা আবশ্যকই মনে করেন না। তাঁহারা যে অতিমাত্র স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া অপরিণামদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা হয় বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না অথবা অনুকরণের ভার মস্তিষ্কে বহন করিয়া বাস্তবিকই স্থূলবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরু মহাপুরুষ জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তাঁহার হৃদয় যে অসহায় রমণীকুলের দুঃখ ও অভাব দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং শত সহস্র বাধা বিপত্তির সম্মুখেও যে তাঁহার "রমণীর পরাধীনতা" (Subjection of Women) গ্রন্থে এই সকল দুঃখ ও অভাবের উল্লেখ করিয়া দুর্ব্বল রমণীর উদ্ধারের জন্য নিজ সহায়হস্ত বিস্তার করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহাপুরুষত্ব বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। এই

মহাপুরুষের রচিত উক্ত পুস্তক স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের বেদ বলিলেও চলে। এই পুস্তকে রমণীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের সকলেই যে এই পুস্তক পড়িয়া ইহার পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, তাহা নহে। যাঁহারা ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা প্রায়ই মিলের নামের প্রভাবেই ইহার সকল কথা নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যান অথবা মতভেদ দৃষ্ট হইলেও উপহাসের ভয়েই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহা লইয়া বেশী কিছু উচ্চবাচ্য করিতে ইচ্ছুক হন না। আর যাঁহারা ইহা না পড়েন, তাঁহারাও শুনিয়াছেন যে মিল উক্ত পুস্তকে স্ত্রীপুরুষের হুপাহুপ সমান শিক্ষা ও সমান স্বাধীনতা সমর্থন করিয়াছেন এবং সেই শোনা কথার উপরেই নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ফলে, ইহাদের কার্য্যগতিকে সময়ে সময়ে অনুকৃত ইংরাজজাতিও উল্লঙ্ঘিত হইয়া পড়ে। মিল মহাপুরুষ হইলেও তাঁহার প্রত্যেক উক্তি যে অভ্রান্ত বেদ বাক্য হইবে, এমন কোনো কথা নাই। এবং এই ধারণা বশতই আমরা তাঁহার "রমণীর পরাধীনতা" সম্বন্ধে দুই চারিটী বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি।

মিলের গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথমেই দুইটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। মিল গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন বিলাতে বসিয়া, বঙ্গদেশে নহে; এবং তাঁহার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল বিস্তর ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার জীবিত কালে তাঁহার যশঃপ্রভাব লোককে অনেকটা অন্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু আমরা এখন ধীর ভাবে তাঁহার কথাগুলি বিচার করিবার অবসর পাইয়াছি। মিল

প্রথমেই বলেন যে স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা বা পরাধীনতা মানবের পশুত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ ক্রীতদাস প্রভৃতিকে যে কারণে পরাধীন করিয়া রাখা হইত, বর্ত্তমান কালে ঠিক সেই কারণে পুরুষেরা, কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তাঁহার এই মতবাদকে এতদূর অকাট্য স্থির করিয়াছেন যে ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি স্বমত পরিত্যাগ করিয়া অবরোধপ্রথার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। * বলিতে পারি না, তাঁহার দেশে স্ত্রীলোকের পরাধীনতার উৎপত্তি মানবের পশুত্ব অথবা দেবত্ব হইতে, কিন্তু আমরা একথা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে অন্তত এই দুর্ব্বল ভারতবর্ষে বৃদ্ধ ঋষিরা নিজেদের দেবত্ব হইতেই এবং ভারতের যোগবিদ্যায় অসিদ্ধ, কর্ম্ম-কোলাহলে লালিতপালিত পাশ্চাত্য জাতির অনভিগম্য ও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাপেক্ষা সহস্রগুণে কমনীয় রমণীর দেবভাব রক্ষা করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্যান্য আলোচনায় আমরা স্পষ্টই দেখিয়া আসিয়াছি যে রমণীর মাতৃত্ব সুন্দর উপলব্ধি করিয়াই ঋষিরা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাবিষয়ক সকল ব্যবস্থাই তদুপযোগীরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

---

* "I consent that established custom, and the general feeling, (about the subjection of women), should be deemed conclusive against me, unless that custom and feeling from age to age can be shown * * * tohave derived their power from the worse rather than the better parts of human nature." P. 6

তাঁহাদের এই ব্যবস্থার ফলে আজও, ভারতের দারুণ অবনতির কালেও, নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে, যাহারা মদ্য ও বিলাসিতাকে অঙ্গভূষণ করিয়া না লইয়াছে, তাহারাও সহজে স্ত্রীলোকের গাত্রে প্রহার করিবে না—কেহ প্রহার করিতে গেলেও অপর পাঁচজনে আসিয়া তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিবে যে স্ত্রীলোক লক্ষ্মী, স্ত্রীলোক মাতা, স্ত্রীলোকের গাত্র কোন প্রকার অপবিত্রভাবে স্পর্শ করিতে নাই। হে দিব্য-ধামবাসী ঋষিগণ, পিতৃগণ, তোমাদের মাহাত্ম্য লিখিয়া শেষ করা যায় না—তোমরা সাক্ষী থাক যে তোমাদের এই সকল ব্যবস্থার কথা লিখিতে গিয়া আমার হৃদয়পাষাণ হইতেও উৎস উৎসারিত হইয়া আনন্দাশ্রুরূপে বিগলিত হইতেছে। ঋষি-দিগের এই ব্যবস্থারই ফলে আমাদের দেশে সহরে নহে, পল্লী-গ্রামে, এখনও স্ত্রীপ্রভৃতিকে প্রহার করিতে করিতে চৌকী প্রভৃতি গৃহের আসবাব ভগ্ন করিবার শিক্ষা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মিল স্ত্রীজাতির পরাধীনতাকে প্রায়ই সর্ব্বত্র ক্রীতদাসের পরাধীনতার সহিত তুলনা দিয়া বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের করুণার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য রমণীর বাহ্যিক কতকটা স্বাধীনতা থাকিলেও অন্তত মিলের সময়ে আইন ঘটিত গুরুতর পরাধীনতাই ছিল—এখনও তাহা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। আমাদের দেশে বহুকাল যাবৎ ঠিক তাহার বিপরীত চলিয়া আসিতেছে। এখানে বাহ্যিক কতকটা পরাধীনতা থাকিলেও কার্য্যত ও আইনঘটিত প্রকৃত স্বাধীনতা অনেকটাই রহিয়াছে। মিলের পুস্তক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে স্ত্রীলোকের কার্য্যত স্ত্রীধনেও বিশেষ কোনই

স্বত্ব থাকে না।* কিন্তু আমাদের দেশে আবহমান কাল স্ত্রীধনে স্ত্রীরই স্বত্ব চলিয়া আসিতেছে, স্ত্রীর ইচ্ছা ব্যতীত তাহার জীবিতকালে অপর কাহারই তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, এমন কি স্বামীরও নাই। স্ত্রীর মৃত্যুতেও তাহাতে যথাক্রমে অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রবতী বিবাহিতা কন্যা ইত্যাদির অধিকার। আর, আমরা প্রবন্ধান্তরেও দেখিয়া আসিয়াছি যে, বেদেতে স্ত্রীলোকের যথাযোগ্য পরাধীনতার কথাও আছে এবং স্ত্রীলোককে সম্মান দিবার কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।৹ ঋষিরা যথেচ্ছবিচরণে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ দূষিত হইতে পারে বলিয়া তাহার নিষেধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আমরা কখনই একথা বলিতে পারি না যে তাঁহাদের পশুত্ব হইতে অর্থাৎ পশুসাধারণ ধর্ম্ম প্রভুত্বপ্রিয়তা হইতে ভারতরমণীর অবরোধপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে—বিপরীতে আমরা বলি যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব রক্ষার জন্য তাঁহারা স্বীয় দেবভাবপ্রণোদিত হইয়াই ইহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

মিলের একটী উক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোক সন্তানজননী হইতে চাহে না। ইহা আমরা অস্বীকার করিলেও এ কথা স্বীকার করিতেছি যে সন্তান প্রসবে মাতার যথেষ্ট কষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে জগতের অধিকাংশ সুস্থ স্ত্রীলোক সন্তানজননী হইবার গৌরব ও অধিকার প্রার্থনা করে; কেবল তাহাই নহে, ভগবান প্রসবকষ্টেরও সঙ্গে সঙ্গে এমনি সুখের

* বর্ত্তমানে এই বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও সম্পূর্ণরূপে ইহা পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

সংযোগ রাখিয়া দিয়াছেন যে, মাতা সন্তানের মুখদর্শন করিলেই সকল কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যায়। আরও কথা এই যে, সন্তান হইবে বলিয়া নহে, কিন্তু শারীরিক সুখবিধানেরও জন্য অজ্ঞানত সমস্ত জীব পুত্রোৎপাদনে উদ্যত হয়। আমরা মনুষ্য হইয়া জ্ঞানত সৎপুত্রের নিমিত্ত যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিব, ইহাতেই আমাদের মাহাত্ম্য। আমাদের দেশে শাস্ত্রের কল্যাণে ও শিক্ষাগুণে স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃভাব এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে এখানে বিবাহফলে তাঁহারা কি পিতৃকুল, কি ভর্তৃকুল কোন কুলেরই সহজে কষ্টদায়ক হয়েন না। যতদূর পুস্তকাদিতে পড়া যায়, তাহাতে দেখি, বিলাতেই বিবাহ অনেক স্থলেই কষ্টকর হইয়া উঠে, * কারণ তথায় বিবাহের ফলে লোকে মাতৃত্বের বিকাশ প্রার্থনা করে না। পাশ্চাত্য দেশের বৈবাহিক মন্ত্রে স্বামীস্ত্রীর আত্মসুখ প্রার্থনার ভাবই ব্যাপ্ত দেখা যায়—মন্ত্রগুলি যেন স্ত্রীপুরুষের উদরের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আরও একটু ঊর্দ্ধে যাইলে এরূপ ভাবের কারণ দেখা যায়—পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আহ্নিকের একটী প্রধান মন্ত্র এই উদরের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া গঠিত হইয়াছে। এই-রূপে সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি আত্মসুখ বর্দ্ধিত করিতে শিখিয়াছে, বলিদান করিতে শিখে নাই। আমাদের বৈবাহিক মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে মাতৃত্ববিকাশেরই ভাব সমগ্রবিবাহপদ্ধতিকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে এবং তাই আমরা

---

* সুবিখ্যাত এম্ ফিন্ লিখিয়াছেন "Nowhere is marriage as an institution more attacked, both from the inside and outside, than in England." Rev of rev, Sept. 14, 1895 P. 235.

অধিকাংশস্থলে চঞ্চলস্বভাবা, আত্মনির্ভরগর্ব্বিতা, বিলাসনিমগ্না ভামিনীর পরিবর্ত্তে "পৃথিবীর ন্যায় ধীরস্বভাবা, ছায়ার ন্যায় অনুগতা, স্বচ্ছহৃদয়া, হিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সখীর ন্যায় হিতকারিণী সহধর্ম্মচারিণী" প্রাপ্ত হই। আমাদের বৈবাহিক মন্ত্র এরূপ গঠিত হইবার প্রধান কারণ আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের উচ্চতা ও গভীরতা। আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের, কেবল আহ্নিক কেন, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রেরই মূল কেন্দ্র গায়ত্রীমন্ত্র; কোন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় স্বল্পাক্ষর ও সারবান্ মন্ত্র আজ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। এমন মন্ত্রও আজকালকার হিন্দুরা স্মরণ করিবারও অবকাশ প্রাপ্ত হন না, ইহা ভাবিতে গেলে অধীর হইয়া উঠিতে হয়। অথচ পাশ্চাত্যদেশে জনক জননী স্বীয় সন্তানদিগকে ভগবানের নিকটে নিয়মিত প্রার্থনা না করিলে খাদ্যগ্রহণে অনুমতি দেন না—ধিক্ আমাদিগকে!

মিল তাঁহার "রমণীর পরাধীনতা" পুস্তকে স্ত্রীলোকের রাজনৈতিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে ভোট দিবার অধিকারের পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন—ইহার সমর্থন তাঁহার পুস্তকের অন্যতর প্রধান লক্ষ্য। এ বিষয়েও তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি পারি না। আমরা মাতৃ ভাবকেই কেন্দ্র করিয়া ইহার আলোচনা করিব। স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার তাঁহাদের মাতৃত্ব বিকাশের সহায় হইবে কি না তাহাই দেখা যাউক। মোটের উপর বিচার করিতে গেলে স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকারের জন্য লালায়িত হইবার বিশেষ কারণ নাই। ভোট দিবার গোলযোগে রমণীর মাতৃত্বের গভীরতা

কমিবার সম্ভাবনা। ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনুষঙ্গিক ভোট সংগ্রাহক প্রভৃতির উৎপাতও আসিয়া উপস্থিত হইবেই এবং পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্তে বুঝিতেছি যে সেরূপ গোলযোগে মাতৃত্ববিকাশের পথে অন্তরায় উপস্থিত হয়। "মদ্যপান-বিরোধী অন্তর্জাতিক মহিলাসম্মিলনীর" নেত্রী একটী কুমারী—অল্পদিন হইল তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম যে তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে লক্ষনামের স্বাক্ষরযুক্ত এক দরখাস্ত লইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করিয়াছিলেন। আমি তাহা পড়িয়া ভাবিলাম যে স্ত্রীলোকের এরূপ উদ্যম পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেরই শোভা পায়—ইহার গভীরতা ও সারবত্তা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, যে সকল রমণীর মাতৃত্ব পরিস্ফুট হয় নাই, তাঁহাদিগেরই দ্বারা এরূপ গভীরতাহীন উদ্যোগব্যবস্থা সম্ভবে। উক্ত নেত্রী কুমারী উইলার্ড আমাদের অশ্রদ্ধার পাত্রী নহেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস অনুসারে তিনি স্ত্রীলোকের অন্তত একটীও অমঙ্গলকারণের দূরীকরণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতেছি যে তাঁহার অবলম্বিত প্রণালীর গভীরতা অল্প—কিন্তু এই দোষ তাঁহার নহে, ইহা জাতীয় শিক্ষার দোষ। এই ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রামশীলা, মনস্বিনী পাশ্চত্যরমণী লেডি হেন্‌রি সমরসেট বলেন যে স্ত্রীলোক পুরুষদিগের হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেও তাহার বিবেচনা যে ভ্রান্ত হইবে এমন কোন কথা নাই এবং উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র এইরূপ ভিন্ন বলিয়াই ও সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ অপর অর্দ্ধাঙ্গের পরামর্শে প্রবেশ না করিলে

মানবের প্রকৃত সাম্য আসিতে পারে না বলিয়াই স্ত্রীলোকের ভোট দেওয়া কর্ত্তব্য। * আমরাও স্বীকার করি যে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র পুরুষদিগের হইতে ভিন্ন এবং একটী রমণীর মতামত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণে যে তাঁহাদিগের ভোট দেওয়া কর্ত্তব্য, একথা আমরা কোনক্রমে স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে ভোট না দিয়া স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনাদির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজ মতানুযায়ী ভোট দেওয়াইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কর। শ্রীমতী উইডা আমাদিগেরই কথার সমর্থনে বলিয়াছেন যে মনস্বিনী স্ত্রীলোক তাঁহার স্তোতাদিগের উপর যে প্রভাব বিস্তৃত করেন, তাহার ক্ষমতা রাজনৈতিক নির্ব্বাচনে ভোট দিবার ক্ষমতা অপেক্ষা শতগুণে অধিক। † ভোটের পক্ষপাতী কেহ কেহ এই আপত্তি উঠাইতে পারেন যে পুরুষেরা সকল সময়ে আত্মীয়াপ্রভৃতির

---

* I believe that women should vote because she is a different being and always will have a different work to do in life from that of man. * * * Should women take a different view it may not be that it is less wise, less just, less true, but rather in this dawning day when the nations are beginning to understand the brotherhood of the race, men may learn that real brotherhood can never exist so long as one-half of humanity is ignored in the councils of the world. Rev. of Rev. nov. 1894.

† A woman of any mental power and perception can make her influence felt, and can hypnotise her admirers with a force beside which the infinitesimal

মতানুযায়ী ভোট নাও দিতে পারে। এইখানেই তাঁহাদের ভ্রম। আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে মাতা, স্ত্রী বা কন্যা আত্মীয় স্বজনকে আদেশ করিবে—"যাও, শ্রীযুক্ত অমুকের নামে আমার পরিবর্ত্তে ভোট দিও।" আমাদের ইহাই বক্তব্য যে প্রত্যেক মাতা তাঁহার সন্তানদিগকে সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা মাতৃভক্তি প্রভৃতি গুণে শৈশবকালাবধি এরূপ বিভূষিত করিবেন যে সকল অবস্থাতেই পুত্রেরা তাঁহার শিক্ষার অনুযায়ী ভোট দিবেন, কদাচ অন্যথা করিবেন না—তাহা হইলেই ধরাতলে নূতন স্বর্গের অবতারণা হইবে। কিন্তু সন্তানদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতে গেলেই মাতার উপযুক্ত শিক্ষিত হওয়া উচিত। প্রকৃত হিন্দুশিক্ষার গুণে হিন্দু রমণীরা মাতৃত্বকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া সকল কর্ম্মই সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন, ইহার উপরে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তো কথাই নাই। মিল নিজেই

---

privilege of assisting at a political election is as the dregs of a waterbutt to the tides of a sunlit sea. "Jules Lemaitre on Dress"—The Lady's Realm, Nov. 87.

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের প্রভেদ এইখানেই বেশ বুঝা যাইবে। আমরা স্বাভাবিক ভাবে বলিয়া গিয়াছি যে আত্মীয় স্বজনের উপর স্ত্রীলোকের অধিকার অধিক এবং অধিক থাকাই উচিত, কিন্তু উইডা আমাদিগের সহিত একমত হইলেও বলিবার কালে, বিলাতে শ্রোতাদিগেরই উপর স্ত্রীলোকের যে প্রকার প্রভাব, তাহাই স্বাভাবিক ভাবে বলিয়া গেলেন।

হিন্দুরমণীর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ সম্বন্ধে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন—তাঁহার লেখনীতে ফুল চন্দন পড়ুক। *

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে জনষ্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ক নবম আলোচনা সমাপ্ত।

দশম আলোচনা—স্ত্রীশিক্ষার অবলম্বনীয় পন্থা।

আমি এতদূর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, নব্যসম্প্রদায়ের পাঠক তাহা অবধানের সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আশা করা যায়, যে রমণীর মাতৃত্ব অপেক্ষা উচ্চ অধিকার এবং মাতৃত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার অন্য কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি ইহাও বলিয়া আসিয়াছি যে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা একদিকে গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা, অপরদিকে বিদ্যাশিক্ষারও দৃষ্টান্ত ও বিধানের দ্বারা সেই মাতৃত্বই বিক-

---

* If a Hindoo principality is strongly, vigilantly, and economically governed; if order is preserved without oppression; if cultivation is extending, and the people prosperous, in three cases out of four that principality is under a woman's rule. This fact, to me an entirely unexpected one, I have collected from a long official khowledge of Hindoo Goverments."—Subjection of Woman.

শিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গবাসী হিন্দুকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব; অর্থাৎ এক সম্প্রদায় কার্য্যত তন্ত্রবাক্য এবং অপর সম্প্রদায় ভাগবত প্রভৃতি পুরাণবাক্য সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। "শাস্ত্রে রমণীর উচ্চ-শিক্ষা" বিষয়ক আলোচনায় ইহাও সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তন্ত্রশ্রেষ্ঠ মহানির্ব্বাণতন্ত্রও কন্যাকে গৃহকর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুত্রের সহিত সমভাবে শিক্ষা দিবার উপদেশ দিতেছেন; অপরদিকে স্ত্রীলোক প্রভৃতির শিক্ষার অভাব দেখিয়া বিদীর্ণহৃদয় ভাগবতকার স্ত্রীশূদ্রাদির জন্যই ক্ষুৎ-পিপাসার শান্তিদায়ক নিগমকল্পতরুর সেই অমৃতফল আহরণ করিলেন। আমাদের পুত্রকন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার উপদেশ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মহামহোপাধ্যায় জনষ্টুয়ার্টমিল প্রভৃতির নিকট গ্রহণ করিবার জন্য ধাবিত হইতে হইবে না—আমরা ঋষিদিগেরই উপদেশে তাহা প্রাপ্ত হইব। প্রভেদের মধ্যে দেখিতে পাই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেন্দ্রভূমি অবলম্বন করিতে না পারিয়া পরিধির চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু আমাদের ঋষিমুনিগণ মাতৃত্বের কেন্দ্রস্থানে দণ্ডায়মান হওয়াতে তাঁহাদের উপদেশের গাম্ভীর্য্য অতলস্পর্শ। তাঁহা-দের মতে এই মাতৃত্বকে নিষ্কলঙ্কভাবে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই অবরোধপ্রথাকে (মুসলমানের ঘেরাটোপের অনুসূচক জেনানা প্রথাকে নহে) সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত না করিয়া যথাযথরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের মতে জ্ঞানার্জ্জনের অধিকার হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত করিতে কাহারই অধিকার নাই। এই-

রূপে দেখিতেছি যে আমাদের শাস্ত্রবিধির অতিরিক্ত এবং প্রকৃতই অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও মাতৃত্বাতিগ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নব্যসম্প্রদায় পরিণামদর্শীর কার্য্য করিতেছেন না এবং প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলে তাহার প্রয়োজনও নাই।

তাই বলিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়, বিশেষত বঙ্গদেশে আজ-কাল যে ভাবে অবরোধপ্রথা রক্ষা করিবার এবং স্ত্রীকন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা না দিয়া নিরক্ষর রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা যে মাতৃত্ববিকাশের কোনমতেই উপযোগী নহে, প্রত্যুত অন্ত-রায় উপস্থিত করে এবং সুতরাং তাহা যে কখনই অনুমোদ-নীয় হইতে পারে না, একথা আমি বারম্বার উল্লেখ করিতে করিতে ভগ্নকণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি। আজকালকার কঠোর অব-রোধপ্রথা মুসলমানদিগের অত্যাচারের ভয়ে তাহাদেরই নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ইহার সুদ গণিতে গণিতে আমরা মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি। কোরাণের অনু-মোদিত না হইলেও মুসলমানদিগের অসংখ্য কামিনীর সহিত সহজে 'নিকা' করিবার প্রচলিত প্রথা এবং ভারতাক্রমণের পর অবধি তাহাদিগের বিলাসিতা বৃদ্ধি এবং আমাদিগের দুর্ব্ব-লতা ও অনুকরণপ্রিয়তা, এই সকল মিলিত হইয়া দুর্নীতির অনুবোধক এই মুসলমানী কঠোর জেনানাপ্রথা আনয়ন করি-য়াছে। মুসলমানী প্রভাব অনুভব করিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিতে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা বাল্যাবধি শিক্ষালাভ করিতেন; তখন তাঁহাদের মধ্যে রমণীর সতীত্বের কিরূপ আদর ছিল, তাহা বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক জগতের সমক্ষে এক মহান্

আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন এবং হিন্দুরমণীরাও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে ভীষণ জহর ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত করিয়াছেন।

এই জহরব্রত দুর্ব্বল বঙ্গদেশের বলপূর্ব্বক সতীদাহ নহে, ইহা বলবান্ পাশ্চাত্য ভারতের রমণীগণের সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় অগ্নিতে জীবনাহুতি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সতীত্ব রক্ষার জন্য জীবন সমর্পণ, দলে দলে ও মিলিতভাবে অগ্নিতে স্বেচ্ছায় আত্মদান—ভারতের এই এক অপূর্ব্ব চিত্র; জগতের ইতিহাসে এরূপ চিত্র অতীব বিরল। পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত "সরোজিনী" নাটকে ইহার একটী সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে আল্লাউদ্দীন এক সুন্দরী রাজপুত মহিলাকে হস্তগত করিবার জন্য চিতোরজয়ে উদ্যুক্ত হন। অবশেষে যখন তিনি চিতোর জয় করিলেন, তখন রাজপুত মহিলারা দলে দলে অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই রাজমহিষী পদ্মিনী, যাঁহার উদ্দেশ্যে আল্লাউদ্দীনের চিতোরাভিযান প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনিই দেহত্যাগ করিলেন। আল্লাউদ্দীন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারী সরোজিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া নানা প্রলোভন দেখাইয়াও যখন হস্তগত করিতে পারিলেন না, তখন বলপ্রকাশে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন—"আমি বলপ্রকাশ কল্লে কে এখানে তোমাকে রক্ষা করে? এখানে কে তোমার সহায় আছে?"

সরো। "জানিস্ নরাধম, অসহায়া রাজপুত মহিলার ধর্ম্মই একমাত্র সহায়।"

"আচ্ছা। তবে আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। অনুনয় মিনতি দেখ্‌ছি তোমার কাছে নিষ্ফল। এইবার দেখ্‌ব, কে তোমায় রক্ষা করে, দেখ্‌ব কে তোমার সহায়! (ধরিতে অগ্রসর)

"সরো। এই দেখ্ নরাধম! আমায় সহায় কে?

(অগ্নিকুণ্ডে পতন)"

রাজপুত মহিলারা আপনাদিগের সতীত্ব যেরূপ আপনারা রক্ষা করিতেন, সেইরূপ আমাদিগের পুরমহিলারা যদি উপযুক্ত স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনাদিগের সতীত্ব আপনারা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা কি অল্প সুখের বিষয়? তাহাতেই সতীত্ব রক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা। আর, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ থাকিলেই কি তাঁহাদিগের সতীত্ব স্থির থাকিবার নিশ্চয়তা আছে? তাহা যদি থাকিত, তবে আরব্য ও পারস্য উপন্যাস রচিত হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। মানুষের মন, স্ত্রীলোকেরই হউক বা পুরুষেরই হউক, কখনও চিন্তাহীন হইয়া থাকিতে পারে না। সৎবিষয়ে যদি চিন্তা করিবার সুবিধা না পাওয়া যায়, তবে মানব নিশ্চয়ই অসৎবিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইবে। আমার বিশ্বাস যে এই উভয়ের মধ্যে মধ্যপথ বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা যদি সৎশিক্ষা না পায়, তাহাদিগকে যদি শিক্ষাহীনতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়, তবে তাহারা যে গৃহবিবাদ, পরচর্চ্চা, অশ্লীল তামাসা প্রভৃতি নানা অসৎ বিষয়ে কালযাপন করিতে থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষত পূর্ব্বে হিন্দুরমণী ব্রতাদিতে যে শিক্ষালাভ করিতেন, আজকাল

তাহাও উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। ক্রমে যখন তাঁহারা এইরূপে অসৎ বিষয় সমূহে অভ্যস্ত হইয়া যাইবেন, তখন প্রলোভনের বিষময় পথে তাঁহাদিগের পদার্পণ করিতে কতই বা বিলম্ব লাগিবে? জ্ঞানার্জ্জনে মনোযোগ প্রদান যে ইহার প্রতীকারক একটী মহৌষধ, তাহা বোধ হয় আজকাল শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বলিয়া দিতে হইবে না। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে এবং কুসংস্কারের পরিপোষক কৌলীন্যের প্রভাবে যে দেশের কিরূপ দুর্গতি হইতে পারে, তাহা আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেনগুপ্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দুমাহলা" নাটকে সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই ননদ ও বধূর কলহ, বধূর নিকটে শাশুড়ীর বাক্যবাণ লাভ প্রভৃতি বর্ত্তমানে সৎশিক্ষা-প্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে কিঞ্চিৎ কমিয়া গেলেও সাধারণত যে সমান ভাবেই রহিয়াছে তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পারেন। যে গৃহে উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা স্থান পাইয়াছে, তথায় যে এরূপ বিপদের সম্ভাবনা অল্প তদ্বিষয়ে কি প্রশ্নও উঠিতে পারে? এই দুর্ভাগা বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সমূহের প্রকৃতি যে অতি জঘন্য বিকৃতিলাভ করিয়াছে, এই রোগাতুর শোকাকুল বঙ্গদেশে যে প্রচলিত নেড়ানেড়ীর দল, গুরুদাসীর দল প্রভৃতি নানা কদাচারী বামাচারী ভুঁইফোড় সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া বদ্ধমূল হইতেছে, এবং রক্তশোষক বাদুড়ের ন্যায় মোহমুগ্ধ বঙ্গবাসীর রক্তে পরিপুষ্ট হইতেছে, উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাবই কি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ নহে? উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাধীনতা থাকিলে মহিলারা নিজেদের বিবেচনা শক্তি পরিচালনা করিয়া

কখনই নিজপদে কুঠারাঘাত করিতে দিতেন না, বামাচার প্রভৃতি এখানে প্রবেশ লাভ করিতেই পারিত না। সৎবিষয়ক পুস্তক সকল যে শিক্ষা দিবার পক্ষে বিশেষ সহায় একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি গৃহকর্ত্তা আপন স্ত্রীকন্যাদিগকে পুস্তক ব্যতীত অন্যবিধ নানা উপায়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা যে ভাল নহে, এ কথাও কেহ বলিতে পারিবেন না। আরও, বর্ত্তমানে ছেলেরা যে ভাবে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মেয়েদেরও শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একটী ছেলে শিক্ষিত হওয়াতে তাহার হৃদয়মন নানাদিকে বিস্তৃত ও উন্নত হইল, এই অবস্থায় নিতান্ত অশিক্ষিতা বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হইলে যে কি বিড়ম্বনা, তাহা মুখে বলিবার বিষয় নহে, কল্পনার বিষয়। সন্তানাদিকে শিক্ষিত পিতা সন্তানের হিতজনক উপদেশ যখন দিবেন, অশিক্ষিতা মাতা হয়তো তখন অজ্ঞান বশতঃ তাহার বিপরীত উপদেশ দিতে থাকিবেন; কেবল তাহাই নহে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের ভাব বুঝিতেও পারে না এবং পরস্পরের নিকট ব্যক্তও করিতে পারে না। এই সকল কারণে আপনার হৃদয়ে নবোত্থিত প্রেমের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে বলিয়া যে কত গৃহের মোহপ্রাপ্ত সন্তান বারবনিতার চরণে আত্মাদেহমন জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং কত শত কুলবুধূ স্বামীর প্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া সেই একই কারণে অপরের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়া পরিণামে পশু অপেক্ষা হেয় হইয়া পড়িয়াছে, এই বিষয় ভাবিতে গেলে মস্তক বিঘূর্ণিত এবং হৃদয় যন্ত্রপেষিতের ন্যায় বোধ হয়। দুঃখে বিদীর্ণ

হৃদয়ে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, বাল্য-বিবাহ, কঠোর অবরোধ, উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব যতদিন না এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে, ততদিন এ দেশের অদৃষ্টে মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প।

প্রাচীন-পক্ষপাতী সেকেলে লোকদিগের অবলম্বিত স্ত্রীলোকদিগকে নিরক্ষর রাখিবার প্রথা এবং মুসলমানদিগের নিকটে ধার লওয়া কঠোর জেনানাপ্রথা মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার পথে যেমন গুরুতর বিঘ্ন আনয়ন করে দেখিয়া আসিলাম, সেইরূপ ইহাও বলিয়া আসিয়াছি যে নব্যসম্প্রদায়ের পরিচালিত শিক্ষা-ব্যবস্থা মাতৃত্ব অতিক্রম করিয়া গুরুতর অমঙ্গল আনয়ন করিতে পারে। তাই বলিয়া যে ইহার উপকারিতা একেবারেই নাই তাহা নহে। মঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে মঙ্গলের সম্পর্ক রহিত পদার্থ বা ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। ভগবান মঙ্গলজনক ঘটনাকে সংসারে প্রেরণ করেন, আমরা তাহার অপব্যবহার বা অতিব্যবহার করিয়া অমঙ্গলের সূচনা করি। কামক্রোধ প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা যে মন্দ তাহা নহে, তাহার অপব্যবহারই জগত সংসারে অমঙ্গল আনয়ন করিয়া মঙ্গলের নূতন অবতরণ পথ রচনা করে। স্ত্রীশিক্ষা মন্দ, এই কথা যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহা বোধ হয় এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষার অপব্যবহার যে কুফল আনয়ন করে,তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্ত্রীশিক্ষার ন্যায় স্ত্রীস্বাধীনতারও সামঞ্জস্যের সহিত ব্যবহার অমঙ্গলের কারণ নহে, তাহার অপব্যবহারই প্রভূত অমঙ্গলের নিদান। নব্য-

বঙ্গের কুললনাদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিশেষ অপপ্রয়োগ হইয়া যে অমঙ্গল আনয়ন করিতেছে, তাহা আমরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং নিতান্ত মর্ম্মাহত হৃদয়েই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। জ্বর প্রভৃতি রোগকে গ্রাহ্য না করিয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইলে শীঘ্রই তাহা ক্ষয়রোগে পরিণত হইয়া রোগীর প্রাণবিনাশে উদ্যত হয় এবং বিচক্ষণ কোমলহৃদয় চিকিৎসকও উপযুক্ত সময়ে রোগীকে তাহার মানসিক কষ্টের সম্ভাবনা সত্ত্বেও রোগের কথা জানাইতে বাধ্য হয়েন। বর্ত্তমানে আমাদের বঙ্গসমাজে অস্বাভাবিক স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কারণে যে রোগ দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেছে এবং সমাজের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যুক্ত রহিয়াছে, এ সময়ে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই রোগের বিষয় স্পষ্ট কথায় সর্ব্বসাধারণে জানাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমি সমাজ-চিকিৎসকও নহি অথবা আমার দুই চারিটী সামান্য কথা যে সাধারণের গ্রাহ্য হইবে, তাহারও আশা করি না। তবে আমার আশা এই যে, আমি হিতৈষণাপ্রেরিত হইয়া সমাজের মঙ্গলের পথ অন্বেষণ করিতে করিতে যে পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই পথ আমাদিগের অপেক্ষা বহুল জ্ঞানবান্ মহাপুরুষ মুনিঋষিদিগের প্রদর্শিত এবং বহুসহস্র বৎসরের পরীক্ষিত এবং তদুপরি এই জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান বঙ্গবাসীর ন্যায় উন্নত ও সভ্য (!) মানবেরও হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং এই মঙ্গল পথ অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই বাধ্য, তাহা বলা বাহুল্য। আমি কিন্তু হিন্দুদিগের অতিরিক্ত, ভারত-

বাসীর অতিরিক্ত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, সমগ্র জগতের লোককে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে "হে জগতবাসী মানবগণ! তোমরা সকলে বহুসহস্র বৎসরের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত এই মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিয়া দেখ—জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব নবতর পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত হইবে।" ভারতের হিন্দুর যেটুকু অধঃ-পতন হইয়াছে, তাহা নানা বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দেশাচারের দোহাই দিয়া অনাচার প্রভৃতি অবলম্বন করিবার ফলেই ঘটিয়াছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষার অবলম্বনীয় পন্থা বিষয়ক দশম আলোচনা সমাপ্ত।

একাদশ আলোচনা—নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত।

ভারতবর্ষে নব্যতন্ত্রের স্ত্রীশিক্ষার মূলে যে বঙ্গদেশে তাহার প্রচলন, ইহা বোধ হয় এক প্রকার সর্ব্ববাদসম্মত। কিন্তু বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষা এত ঘনিষ্টসম্বন্ধ যে একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর বিষয় উল্লেখ করিলে গুরুতর অঙ্গহানি হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতি-ষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ই প্রত্যেক রমণীর যে বিদ্যাশিক্ষা কর্ত্তব্য, এই কথার প্রথম সূত্র ধরাইয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে গিয়া ইতিহাসের সম্মান রক্ষার জন্য,

সত্যের অধিকার রক্ষার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে ব্যক্তিগত অনেক কথা বলিতে হইবে, পাঠকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাহাতে তাঁহারা যেন আমার প্রতি পক্ষপাত প্রভৃতি অথবা দোষারোপ না করেন। একটা কোন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই লোকে তাহার প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রধান প্রধান সভ্যদিগের কার্য্য সমূহকে সমাজেরই কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বাস্তবিকও এরূপভাবে আলোচনা ভিন্ন একটা সমাজের কার্য্যনির্দ্দেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সচরাচর প্রতিভাসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিরাই বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বসাধারণে তাহাতে সায় দিয়া, তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার পরিধি বিস্তৃত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বলিতে গেলেই রাজা রামমোহন রায়, যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, বাগ্মীবর ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভ্যেরা কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহারই প্রধানতঃ উল্লেখ করা যায়। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে গেলেও ঐ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনে যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি তাঁহার "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সম্বাদে" স্ত্রীশিক্ষার সূত্র ধরাইয়া দিলেও তদ্বিষয়ে কোনরূপ প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য

কোন গ্রন্থে এবিষয়ের উল্লেখ অথবা এরূপ গভীর বিষয়ক কোন গ্রন্থই দৃষ্ট হয় না। আজকাল যে স্ত্রীশিক্ষার প্রস্তাব আলোচিত হইলেই কথায় কথায় লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষী রমণীর উল্লেখ করা হয়, রামমোহন রায়ই তাহার মূল। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে অল্পবুদ্ধি বলিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিবার বিরোধী হয়েন, তাঁহাদিগের প্রতিবাদে রামমোহন রায় তাঁহার সহমরণ বিষয়ক উক্ত প্রস্তাবে সুগম্ভীর মনস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন—"প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে কোন ব্যক্তি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাটরাজার পত্নী, কালীদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।" উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রামমোহন রায় বিস্তৃত অর্থে স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভাব প্রভৃতিও সুন্দর যুক্তির সহিত সমর্থন করিয়াছেন। মূলত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ সমর্থন করা ব্রাহ্মসমাজে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। রামমোহন

রায় সহমরণবিষয়ক উক্ত প্রস্তাব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন, সুতরাং বর্ত্তমান যুগে তাঁহার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার কথা কোন বঙ্গবাসীই উত্থাপন করেন নাই এবং ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সেই উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গের প্রত্যেক কন্যার পিতা, প্রত্যেক স্ত্রীর স্বামী এবং প্রত্যেক জননীর পুত্রের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিয়া নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত বিষয়ে অবশ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তাঁহারাই স্ত্রীবিদ্যালয় খুলিবার প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়াই স্ত্রীবিদ্যালয় খুলিলেও আমাদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কোন বঙ্গবাসীই এ বিষয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয়েন নাই। কে জানিত যে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে প্রথম হস্তক্ষেপ না করিলে আজ স্ত্রীশিক্ষা এত বিস্তৃত হইত কিনা—স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাতই হইত কিনা বলা কঠিন। একটা কিছু আদর্শ হাতের নিকটে পাইলে তাহাকে নিজের মনোমত করিয়া গড়িয়া তোলা সহজ হইতে পারে কিন্তু নূতন কোনো কিছু, বিশেষতঃ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ন্যায় নূতন কিছু, অসংখ্য বাধাবিঘ্নের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ। এই কারণেই সর্ব্বপ্রকার সদ্বিষয়ের পথ-প্রদর্শকদিগের এত সম্মান ও প্রতিপত্তি। রাজা সার রাধাকান্ত দেব তাঁহার "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে "শ্রীযুত সাহেব লোকেরা (বোধ হয় খৃষ্টীয় মিশনরিগণ) এই কলিকাতার নন্দনবাগানে জুবেনাইল পাঠ-

শালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথমে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করে নাই।" কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সময় কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রীপাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূনসংখ্যায় ১৬ জন ধরিয়া অন্তত ৮০০টী কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে তখনও এই সকল পাঠশালায় ভদ্রপরিবারের কন্যা প্রেরিত হইত না। এই সকল পাঠশালা স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় মিশনরিগণ বিলাত হইতে বিস্তর চাঁদা উঠাইয়াছিলেন। এ দেশের রাজা ৺বৈদ্যনাথ রায়ও তাহাতে ২০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। * এই আদিকালে রাজা বৈদ্যনাথ যে এ বিষয়ে এত মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছি।

উপরোক্ত স্ত্রীপাঠশালার বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২০ খৃষ্টাব্দের অন্তত কয়েক বৎসর পরে তাঁহার "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। বলিতে গেলে ইহা রামমোহন রায়ের "সহমরণবিষয়ক" প্রস্তাব হইতে উদ্ধৃত উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। দুই একস্থলে রামমোহন রায়েরই উক্তি দুই একটী কথামাত্রের পরিবর্ত্তন সহ অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। * রাজা রাধাকান্ত দেব যে ব্রহ্মসভার

---

* শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্ম বিরচিত "ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা"—কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ।

* দৃষ্টান্ত স্বরূপে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি;—"যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প * * * এ কথা অতি অনুপযুক্ত। * * * এ দেশের স্ত্রীলোকদের পড়াশুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সম্প্রতি কেহ করেন নাই; এবং শাস্ত্রবিদ্যা,

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ধর্ম্মসভার, এক কথায় তদানীন্তন সাকারবাদী হিন্দুসমাজের দলপতি হইলেও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়া এই বিষয়ে রামমোহন রায়ের উক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ইহাতে তাঁহারই হৃদয়ের উদারতা ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং তাঁহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থন করিয়া যে দেশের কতদূর উপকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

রাজা রাধাকান্ত "একটী কল্পিত নাম ধারণ করিয়া" এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। * এই গ্রন্থে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপ-কারিত্ব বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে দেখা-ইয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্বামীকে পত্র লিখিয়া, শিশুসন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া এবং বাটীর হিসাব রাখিয়া অনেক পরিমাণে গৃহস্থের উপকারী হইতে পারে। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীনকালের মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনসূয়া, বাহ্বট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত অধুনাকালে লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী, খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, হঠীবিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের শিক্ষার বর্ণনা করিয়া রমণীগণকে বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বিদে-শীয় বিদুষী রমণীর পরিবর্ত্তে স্বদেশের বিদুষীগণের দৃষ্টান্ত দিয়া বড়ই সূক্ষ্মদর্শিতার কার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে

জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ কহা উচিত হয়।" ইত্যাদি

* তত্ত্বোধিনী পত্রিকা—স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্ধ।

তাঁহাদের স্ত্রীকন্যাগণ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষার সময় পান না, গ্রন্থকর্ত্তা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহাদের সেই যুক্তি সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। দুইটী কুলবধূর কথোপকথন-চ্ছলে এই দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে—

প্রশ্ন। ঘরের পাইট ঝাঁইট কুটনা বাটনা রাঁধাবাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়, তবে কখন্ শিখিব ?

উত্তর। ওলো, যে রাঁধে সেকি চুল বাঁধে না ? অতএব উহারি মধ্যে মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়ার মত একটু একটু শিখিলেই রক্ষা নাই।

এই পুস্তক প্রকাশের প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পরে ইহার বিপক্ষে "স্ত্রী-দুরাচার" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "স্ত্রী-দুরাচার" প্রণেতা স্বকীয় গ্রন্থে "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" গ্রন্থের যুক্তিগুলি খণ্ডন করিতে গিয়া অন্যায়রূপে স্ত্রীলোকদিগের অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন। * এরূপ অজস্র মিথ্যা নিন্দা-বাদে সত্যস্বরূপ ভগবানের মঙ্গলচক্র প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা—কে সেই অপ্রতিহত ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ ? দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন (Hon'ble Drinkwater Bethune) কর্ত্তৃক এই কলিকাতা মহানগরীতে বিটন বিদ্যা-লয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের যত্নে অনেকগুলি স্ত্রীপাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিটন সাহেবই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীলোকের জন্য রীতিমত বিদ্যা-

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৯৮ শক, জ্যৈষ্ঠ।

লয় খুলিয়াছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে ভীষণ অমঙ্গলরাশি উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরলের সভাসদ্ মহাত্মা বিটনের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তখনকার কৌলীন্যপ্রথার প্রাবল্য এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের নিরক্ষর থাকা, এই উভয়ের পরস্পরের সহযোগে দেশে যে গভীর অন্ধকারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আজ আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিটন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হইতেই যে সেই প্রলয়গতির পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছে,* তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিটন সাহেব তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত ইহাকে অতি যত্নে নিজব্যয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার দেহাবসানের কিছু পূর্ব্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একখানি দানপত্রের দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস অব ডালহৌসী স্বয়ং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে যে অট্টালিকায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমিখণ্ড রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সেই অট্টালিকা বিটন সাহেব প্রদান করেন। মহামহোৎসবের সহিত ইহার ভিত্তিস্থাপনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। "সে দিবস বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থানে অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ধ্বজা উড্ডীন করিয়া ফ্রীমেসন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাদ্যোদ্যম সহকারে বিদ্যালয়ের মূলপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাত্মা বিটন সাহেবকে উল্লিখিত বিদ্যালয় সংস্থাপনকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।" * বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রীসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে সহায়তা না করিলে মহাত্মা বিটন এই বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বিটন বিদ্যালয়ের সম্পাদকপদে বরিত হয়েন। ব্রাহ্মসমাজের ইহা গৌরবের বিষয় যে এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ব্রাহ্মসমাজের দক্ষিণহস্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন এক কথায়, ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, বোধ হয়, দেশের হিতজনক কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শুনিয়াছি যে সর্ব্বপ্রথম বিটন বিদ্যালয়ের তিনটী মাত্র ছাত্রী ছিল—তন্মধ্যে দুইটী সুপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা এবং অপরটী পাটুলির চাটুয্যেবংশীয় তদানীন্তন বংশবাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। তখনকার অবস্থা ভাবিয়া ইহাঁদিগের সৎসাহের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহার পূর্ব্বে কোন ভদ্রলোকেই যে স্বীয় কন্যাদিগকে কোন স্ত্রীপাঠশালায় প্রেরণ করিতেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সময় হইতেই কার্য্যতঃ স্ত্রীবিদ্যালয়ে ভদ্রপরিবারের কন্যা প্রেরিত হইতে লাগিল। এই তিনটী ছাত্রীর দৃষ্টান্তে ক্রমে অবশ্য ছাত্রীসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, যে সকল হিন্দুবালিকা অধ্যয়নার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত, তাহাদিগের অধিকাংশই অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া বিবাহ

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৭৮ শক, জ্যৈষ্ঠ।

প্রস্তাব অথবা বিবাহেরই সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কিছু অধিক করিয়া করিয়া ধরিলেও ১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হইত। এই সময়ের মধ্যে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার অবসর না হওয়াতে, বলিতে গেলে, তাহাদের অক্ষর পরিচয়ের অধিক কিছুই হইত না। হিন্দুসংসারে বিবাহের পর বালিকাদিগের বিদ্যাবিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হইবার সুবিধা প্রায়ই হয় না। বর্ত্তমানে হিন্দুসংসার যে ভাবে গঠিত, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র বালিকা বিবাহের পরই সহসা একটী পরিপক্ক গৃহিণী হইয়া পড়েন এবং তাম্বূল দোক্তা চর্ব্বণের সঙ্গে প্রতিবাসী, আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিজ বাটীতে অভ্যাগত পাঁচজনের সহিত পরচর্চ্চা প্রভৃতি নানাবিষয়ক গল্প গুজব করিতে শুনিতেই সময় অতিবাহিত করিয়া দেন, কাজেই তাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জন করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে না। এবং ঐ সকল বালিকাগৃহিণীর মধ্যে কেহ একটু সময় বাঁচাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি সুলভ মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীর্ণ রাশি রাশি সুলভ নভেল নাটক ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করেন না; ইহা অতি স্বাভাবিক। অবশ্য এই কথা যে সকলেরই পক্ষে প্রযুক্ত হইবে তাহা নহে, তবে অধিকাংশেরই পক্ষে ইহা সত্য। বিদ্যাবিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া ঐরূপ চিত্তবিক্ষেপক গ্রন্থমাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিলে পাঠিকাদের সংযমস্পৃহা যে ক্রমে হ্রাস হইতে পারে এবং সুতরাং নানা কুফলও ঘটিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণেই "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" প্রভৃতি প্রবাদবাক্য দেশ বিদেশে চলিয়া আসিতেছে। আর, বাস্তবিকও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের কৈশোরকালে অনেক স্থলে এই

"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর" কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলা নভেল নাটক বিষম অনুপাতে আবির্ভূত হইয়া আগুনের মত চারিদিক ছাইয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তন্মধ্যে অবৈধ প্রেম, হতাশপ্রেম ও তৎপরিণামে আত্মহত্যা বিষদান প্রভৃতি বিষয়ে সংরচিত নাটকের কিছু বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। আবার অনেকগুলি নূতন রঙ্গভূমি সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেশব্যাপী একটা কিম্ভূতকিমাকার নাটুকে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল। ভদ্রগৃহের কন্যাগণ, বিশেষত সংসারকার্য্যে বিমুখ, চঞ্চল স্বভাব অথবা কিছু বেশী আদরপ্রাপ্ত কন্যাগণ রঙ্গভূমিতে ঐরূপ নাটক সকল অভিনীত হইতে দেখিয়া অধিকতর চঞ্চল স্বভাব গৃহে আনয়ন করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একদিকে নভেলী ও নাটুকে ভাবকে আদর্শ করিতে লাগিল, আবার মেয়েরাও এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া গৃহমধ্যে নানা কার্য্যে ইহার মন্দপ্রভাব আপনাদের পরিপার্শ্বে বিস্তৃত করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই সকলের সংযোগফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত ভদ্র পরিবার মধ্যেই আত্মহত্যা প্রভৃতি নিতান্ত অন্যায় কর্ম্মসমূহের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহা সমসাময়িক সংবাদপত্র দেখিলেই সহজে উপলব্ধ হইবে।

বয়স্কা বালকবালিকাদিগের নভেল নাটক পাঠ ছাড়িয়া দিলেও নিতান্ত শিশুদিগের জন্য যেরূপ পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহাতে সুফলের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়াছিল। "শিশুবোধক" নামক একখানি গ্রন্থ শিশুদিগের, স্ত্রীলোকের এবং পল্লীগ্রামে প্রায় সর্ব্বসাধারণের মস্তিষ্কের প্রখরতার নিকষ-

প্রস্তর এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া গৃহীত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" ইহাকে অন্ততঃ এই মহানগরী হইতে প্রায় সম্পূর্ণই নির্ব্বাসিত করিয়াছে, ইহা অনুপম সুখের বিষয়। কিন্তু পল্লীগ্রাম হইতে ইহার সম্পূর্ণ নির্ব্বাসন যে হয় নাই, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বটতলায় সংবাদ লইলেই জানা যাইতে পারে। এই পুস্তকের অন্তর্গত সরস্বতীর বন্দনা, কড়াঙ্কিয়া শতকিয়া প্রভৃতি, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি শিশুদিগের অপাঠ্য গল্প, চাণক্যশ্লোক, এ সকলের দ্বারা বালকের মনুষ্যত্ব, বা বালিকার মাতৃত্ব বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, বরঞ্চ এই সকল যে কত শত বালকবালিকাকে ব্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহার হয়তো সংখ্যা হয় না। আমরা এই পুস্তক হইতে দুইটী, একটী স্বামীকে স্ত্রীর, অপরটী স্ত্রীকে স্বামীর, পত্র লিখিবার ধারা উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "স্বামীকে স্ত্রীলোকের পত্র লিখিবার ধারা।"

"শ্রীচরণসরসি দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমুঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্রে অত্র শুভবিশেষ। পরং নিবেদন মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন যেকালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপণ করিয়াছেন সে কাল হরণ দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুইকালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয় কালের সাধনের ধন অনরামৃত, তৃতীয় কালের কালানুসারে কালকূট বোধ হইবে, অতএব বহুকাল কালস্বরূপ মনে উদ্ভব হয় যে আগতকাল আগতপ্রায়

এইরূপে আগত আগত ভাবিতে হৃদয়াগত উন্নত হইয়া অধোগতপ্রায় হইয়াছে অতএব জাগ্রৎ নিদ্রিতা ন্যায় সংযোগ সংকলন পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন ইতি, সন ১২৮৭ সাল তাং ২১ চৈত্র।

শিরোনামা—ঐহিক পারত্রিক নিস্তারকর্ত্তৃক ভবার্ণবনাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়প্রদানেষু।"

২। "স্ত্রীকে পত্র লিখিবার ধারা।"

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নিরতীর নিবাসিত কলেবরাঙ্গাসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ স্ফটিক ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ ৺মতীর শ্রীকরকমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্রে অত্র শুভবিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস বিনাশ ব্যতিরিক্ত উত্যক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি অতএব মননয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয় প্রয়াসা মীমাংসা প্রণীতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য ধনোপার্জ্জন তদর্থে, তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃকা দুঃখিত। এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিতেছি, জ্ঞাতমিতি।

"শিরোনামা—গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা

শ্রীমতী মালতীমুঞ্জরী দেবী সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতেষু।"

যাই হোক্, আজকাল শিক্ষার বিস্তৃতি এবং সুলভ মূল্যে ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশের ফলে অল্পবিদ্যার দুর্গন্ধ বায়ু কিঞ্চিৎ

প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। নানা কারণে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এমন অবস্থা হইয়াছিল যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার নাম করিলেই অধিকাংশ লোকে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু মোটের উপর এই স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা সুফল হইয়াছে ও হইতেছে, তাই ইহার বিলোপ সাধনের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ হইতেছে। এখন যেমন ভাল ভাল পুস্তক সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ অনেকেই আপনাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে নভেল নাটক না পড়াইয়া জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সকল পড়াইতে অভিলাষ করেন—এতদিনে অল্পবিদ্যার প্রথম উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা এখন যে ভাবে চলিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার পূর্ব্বক হংসরাজের ক্ষীর গ্রহণের ন্যায় মন্দ অংশ বর্জ্জন করিয়া শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে বিবেচনা করি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা
ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত
বিষয়ক একাদশ আলোচনা সমাপ্ত।

দ্বাদশ আলোচনা—ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা।

পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্র ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই বিশেষ যত্নে বিটন বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইবারে দেখিব যে স্ত্রীশিক্ষা ব্রাহ্মসমাজ হইতেই কিরূপে উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া কৈশোর হইতে বাল্যে পদার্পণ করিবার উপক্রম করিল। সকলেই অবগত আছেন যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটীমাত্র ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান ছিল এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃকই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এই ব্রাহ্মসমাজের নাম ব্রহ্মসভা ছিল, ক্রমে তাহা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইল; আরও পরে সেই আভ্যন্তরীণ বিরোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিবার পর অবধি তাহার নাম আদিব্রাহ্মসমাজ হইল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা অবধি এবং এই গৃহবিবাদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসকমাত্রকেই "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজেরই" আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। রামমোহন রায়ের পরলোকগমনের পর শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারই এই ব্রাহ্মসমাজের ভার কিছু বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই নবীন অভ্যুদয়কালে তাহা সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপোষক হইয়া উঠিয়া-

ছিল। সুতরাং সামাজিক উন্নতির একটি প্রধান নিদান স্ত্রীশিক্ষাবিষয়েও যে উক্ত ঠাকুর পরিবার ও ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বিটন বিদ্যালয়ের ভার লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার বিশেষ একটা বিস্তার হইয়াছিল তাহা নহে। প্রত্যুত ইহার পরেও বহুকাল যাবৎ এই বিদ্যালয় প্রকৃত পক্ষে শিশুবিদ্যালয় ছিল। * ব্রাহ্মদিগের স্ত্রী কন্যাদিগের মধ্যেও যে তখন লেখাপড়ার বেশী চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহাও নহে। বরঞ্চ অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায় তাহাতে বুঝিতে পারি যে তখন হিন্দুসমাজের কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রচলন হয় নাই। যে দুই এক পরিবার কন্যাদিগকে বিটনবিদ্যালয়ে ৯।১০ বৎসর বয়সে ক খ শিখিবার জন্য প্রেরণ করিতেন, তাঁহারাও দুই এক বৎসর পরেই তাহাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলেই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেন। তখনও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া অসঙ্গত বলিয়া স্থির হয় নাই এবং স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তখনও ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং তখন ব্রাহ্মপরিবারেও কন্যাদিগের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার পথ

---

* "It was afterwards taken over by the Government, but for a long time it continued to be a mere infant-day-school for Hindoo girls. Annual Report, 24th February 1899.

অনেকটা চিরুদ্ধ হইয়া যাইত, তাহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করি না। অবশেষে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার পথপ্রদর্শন করিলেন এবং ইহার প্রভাব বাগ্মীবর ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কার্য্য করাতে স্ত্রীশিক্ষা ভারতে বিস্তৃত আকার ধারণ করিতে সক্ষম হইল।

বিটনবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিবার কালে বলিয়া আসিয়াছি যে, বংশবাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যা উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতর প্রথম ছাত্রী। ইহাঁর আর এক কন্যার সহিত যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গোষ্ঠীপতি ও ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পরলোকগত পুত্র পূজ্যপাদ ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ সংঘটিত হয়। আজ ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তদানীন্তন বাসভূমি হাবড়ার অন্তর্গত সাঁত্রাগাছীতে এই শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহারই চার বৎসর পূর্ব্বে স্বনামধন্য ৺কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পরেই যুবক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ-ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎকাল পরে স্বীয় গৃহ হইতে আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ কেশববাবুকে সহোদরের অধিক করিয়া আলিঙ্গন প্রদান

করিয়াছিলেন। কেশববাবু ঠাকুরপরিবারের সহিত একত্র অবস্থান কালে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারেও যেমন এক অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষাবিষয়েও দেবেন্দ্রগৃহে দৃষ্টান্তের বল পাইয়া যথাসময়ে বক্তৃতাদি দ্বারা তাহার প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঠাকুরপরিবারে কেশববাবুর আশ্রয়গ্রহণের কিছু পূর্ব্ব হই-তেই একটী মিশনরি মেম দেবেন্দ্রনাথের কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃ-তিকে শিক্ষা দিতে আসিতেন। তখনকার কালে তাহাই যথেষ্ট বোধ হইয়াছিল। শুনিয়াছি কেশববাবু ইহাঁদের শিক্ষা দেখি-য়াই স্বীয় পত্নীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ঘটনাচক্রে মিসনরি মেমের শিক্ষাদান রহিত হইয়া গেল। কিন্তু উক্ত ঠাকুর পরিবারের এক ব্যক্তি, সূক্ষ্ম-দর্শী ও দূরদর্শী হেমেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, যে ধর্ম্ম যতই কেন উৎকৃষ্ট এবং যতই কেন ধূমধামের সহিত, উৎসব দিবসে যতই কেন আড়ম্বরের সহিত প্রচারিত হউক না, যে রমণী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, যে রমণী সন্তানজননী, সেই রমণীহৃদয়ে যতদিন না সেই ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তুরূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে, তত-দিন সেই ধর্ম্মের স্থায়িত্ব আশা করা বৃথা এবং তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াই হৃদয়ে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার এক প্রধান সহায়। ইহা বুঝিয়া হেমেন্দ্রনাথ বিবা-হের পূর্ব্বে তাঁহার ভগ্নী, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি পরিবারস্থ মহিলাদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিতেন—এইরূপে তাঁহারা মেঘ-নাদবধকাব্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি স্বীয় পত্নীকেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে

বিষয়কর্ম্মের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়াতে তাঁহার স্বয়ং শিক্ষা দিবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার পত্নী ও পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সুবিখ্যাত "ব্রহ্মবিদ্যালয়" প্রণেতা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ৺অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও দিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে কর্ম্মক্ষেত্র বোম্বাই অঞ্চলে লইয়া চলিলেন। অপর মহিলাগণও ক্রমে আপনাপন পতির সহিত পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের একত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও সুতরাং ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহাতেই কি সেই অটলপ্রতিজ্ঞ বীরহৃদয় হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষা দিবার প্রতিজ্ঞা শিথিল হইবে? যাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি ও মাতৃভক্তি প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, যে প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় মাতৃদেবীর জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি যে স্বীয় পত্নী ও কন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিবেন, তাহা কি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়? এক সময়ে তাঁহার মাতৃদেবীর হস্তের একটী অঙ্গুলি দৈবদুর্বিপাকে ভাঙ্গিয়া গিয়া শোষরোগের কারণ হইয়াছিল; চিকিৎসকেরা শোষের স্থানে অপর কোন ব্যক্তির মাংস কাটিয়া সংলগ্ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি মাতার জন্য আপনার জীবনকেও তুচ্ছ ভাবিতে পারেন?—যাঁহার

মাতৃভক্তি ঈশ্বরপ্রীতির সহিত সমান আসন লাভ করিয়াছে, তিনিই স্বীয় জীবনের বিনিময়ে মাতার জীবনরক্ষায় উদ্যত হইতে পারেন। হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় মাতৃদেবীর জীবনরক্ষার্থ বাহুমূল হইতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ৩ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত মাংসখণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। এই মাতৃভক্ত সন্তান যে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলেও হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে রীতিমতই শিক্ষা দিতে লাগিলেন—একদিকে ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সেক্ষপীয়রের নাটক, মিল্টনের "প্যারাডাইজলষ্ট" প্রভৃতি কাব্য, অপরদিকে সংস্কৃতভাষার কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি সাহিত্যমহারথীর গ্রন্থ, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি, কখনও বা শিক্ষক রাখিয়া, কখনও বা স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যেমন ভাল ভাল পুস্তক পড়ান হইতে লাগিল, হৃদয়ের উন্নতির জন্য সেইরূপ সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অনুশীলিত হইতে লাগিল। হেমেন্দ্রনাথ নিজব্যয়ে আদিব্রাহ্মসমাজের পুরাতন সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধ গায়ক (বর্ত্তমানে পেন্সনপ্রাপ্ত) * শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পত্নীর সঙ্গীত শিক্ষার জন্য, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষাপ্রদান করিতে সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্রবাদক বেণীমাধব বাবু প্রভৃতি ওস্তাদগণকে এবং চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ দেশীয় চিত্রকর শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল ও বিদেশীয় চিত্রকর শ্রীযুক্ত হোয়াইট সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ একটী চৌকিতে বসিয়া পরিদর্শন করিতেছেন, তাঁহার

* প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পর পরলোকগত।

পত্নী ঐ সকল বিদ্যা যথাসময়ে শিক্ষা করিতেছেন, এবং নিয়-মিত সময় উপস্থিত না হওয়াতে তাঁহার সন্তানেরা দৃষ্টান্তগুণে আপনাদিগকে উদারতামণ্ডিত করিতেছে—এই চিত্র যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না এবং আমরাও তাহা ভুলিতে পারি নাই। গৃহস্থ পরিবারের স্ত্রীলোক যে সুভাব সঙ্গীত, স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি দ্বারা নিজের এবং পিতামাতা, স্বামী, পুত্রকন্যা, শ্বশুর ও শ্বশ্রূ প্রভৃতির মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, প্রকৃতপক্ষে তাহার পথ হেমেন্দ্র-নাথ কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হইল। হেমেন্দ্রসহধর্ম্মিণী যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। হেমেন্দ্রপত্নী বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেও গৃহকর্ম্মে একদিনও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। গৃহলক্ষ্মী তাঁহার শ্বশ্রূদেবীর পরামর্শে রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া পরিণামে তিনি নিজেই গৃহলক্ষ্মী হইয়া পড়িলেন। দৈবদুর্ব্বি-পাকে আঘাত প্রাপ্তির কারণে চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়া যতদিন না চিকিৎসক কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন, ততদিন বাটীর উৎসব প্রভৃতি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে অন্নপরিবেশনে, পরি-বারস্থ কোন ব্যক্তির রোগ হইলে তাঁহার শুশ্রূষা ইত্যাদি যে সকল সাধুকর্ম্মে অক্লান্ত পরিশ্রম আবশ্যক হইত, সেই সকলে-তেই হেমেন্দ্রপত্নী অগ্রসর হইতেন। ক্রমে তাঁহার পুত্রকন্যায় অনেকগুলি সন্তান হইল, কিন্তু তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে বলিয়া যে লেখাপড়া করিবার অবসর পাইতে-ছেন না, এরূপ কথা একদিনেরও জন্য তাঁহার মুখে শ্রবণ করা যায় নাই। হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় পত্নীর দৃষ্টান্তে নব্যযুগের

বঙ্গললনাদিগকে সর্ব্বপ্রথম দেখাইলেন যে গৃহকর্ম্মের গুরুভার গ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোক উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন।

হেমেন্দ্রনাথ যে তাহার পত্নীকে এরূপ সুশিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই স্বাভাবিক বিনয়বশত কোন কার্য্যে আবশ্যক না হইলে তাহা প্রকাশ পাইত না। হেমেন্দ্রপত্নীর এইরূপ শিক্ষার প্রভাব অবশ্য অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইতেছিল, কিন্তু বঙ্গীয় সমাজে সাধারণভাবে বিস্তৃত হয় নাই। হেমেন্দ্রনাথের প্রথম কন্যা শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর শিক্ষা হইতেই সর্ব্বসাধারণ্যে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। হেমেন্দ্রনাথ যে তাঁহার কন্যার শিক্ষার বিস্তৃতি প্রকাশের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন তাহা নহে; সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে গন্ধবহ যেরূপ তাহার সুবাস চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ও অনুকূল ঘটনাচক্রে প্রতিভাদেবীর শিক্ষা-সৌগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তখনকার কালে সর্ব্বতোমুখীন শিক্ষাবিষয়ে কোন বঙ্গমহিলাই তাঁহার ন্যায় অগ্রসর হন নাই।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক দ্বাদশ আলোচনা সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ আলোচনা—ঠাকুর পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা।

হেমেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে প্রতিভাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রেরা নিজেদের যত্ন ও চেষ্টায় এবং পরস্পরের সাহায্যেই যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ কেবল নিজে বিদ্যালাভ করিয়া এবং ভ্রাতা ও ভগ্নীপ্রভৃতির শিক্ষাসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তিনি স্বীয় পুত্রকন্যাদিগকেও ধর্ম্মানুকূল শিক্ষাপ্রদান করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তিনি পুত্র-কন্যা মধ্যে একটুও ভেদবিচার করেন নাই। তিনি পুত্রদিগের যথোচিত শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কন্যা-দিগেরও উপযুক্ত শিক্ষাবিষয়ে তদপেক্ষা এতটুকুও হীন ব্যবস্থা করেন নাই। পরলোকগত প্রাজ্ঞ মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের কথায় আমরা হেমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিতে পারি "He was THE educationist of the day" এবং প্রতিভা-সুন্দরীর শিক্ষাপ্রণালী হইতেই আমরা এই কথার যাথার্থ্যের পরিচয় পাইব।

কিয়ৎকাল গত হইল, জর্ম্মনির রাজকুমারগণ কিরূপ সুপ্রতি-ষ্ঠিত নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা সংবাদপত্রে আলো-চিত হইয়াছিল এবং অনেকে তাহাতে আশ্চর্য্যভাবও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হই নাই, কারণ হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদিগকে সেই একই প্রকার সুপ্রতিষ্ঠ নিয়মে শিক্ষা দিবার কথা পূর্ব্ব হইতেই বিশিষ্ট সূত্রে

অবগত ছিলাম। প্রত্যূষে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে বালিকা প্রতিভাসুন্দরীকে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের নামগ্রহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট কাল প্রধানত দৌড়াদৌড়ি ও পদচারণা দ্বারা শারীরিক ব্যায়াম সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইতে ; নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যায়ামে, নির্দ্দিষ্ট সময় সঙ্গীতাদিশিক্ষায়, নির্দ্দিষ্ট সময় চিত্রবিদ্যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময় বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পাঠাভ্যাসে প্রতিভাসুন্দরী অবিচলিতভাবে নিযুক্ত থাকিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি গৃহে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, অস্থিবিদ্যা ও দেহতত্ত্ববিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। প্রতিভাসুন্দরী বিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিখিয়াই নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই ; তাঁহাকে গৃহে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ও ফরাশি প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করিতে হইত। তাঁহার পিতৃদেবের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে তিনি সর্ব্ববিষয়ে দিগ্বি-জয়ী পণ্ডিত হইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন। মনোবিজ্ঞান যখন বস্তুত অনাবিষ্কৃত একটী বৃহৎ জ্ঞানক্ষেত্র ছিল, হার্বাট স্পেন্সরের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকের সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়াতে তৎসম্বন্ধে আলোচনার বাহুল্য যখন ছিল না, সেই সময় হেমেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি বশত মনোবিজ্ঞানের অনুকূল শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনা দ্বারা তাঁহার কন্যার মনোবৃত্তি-সকল যাহাতে সম্যক্ পরিস্ফুট হয় এবং যাহাতে এতটুকুও মন্দ-প্রবণতা না আসে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। মনস্তত্ত্ববিৎ সুপ্রসিদ্ধ সালি (Sully) অল্প বয়সে এইরূপ বিচিত্র শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। হার্বাট স্পেন্সরের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকেও মূলত এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন

উন্নতিসাধক শিক্ষাপ্রণালীরই সমর্থন দেখিতে পাই। আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি যে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে হেমেন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে এই আকাশের ন্যায় বিস্তৃত শিক্ষাপ্রণালীর দ্বার কিরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল! একদিকে হেমেন্দ্রনাথ প্রতিভাসুন্দরীর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অপরদিকে হেমেন্দ্রসহধর্ম্মিণী গৃহকর্ম্মবিষয়ে উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাকে বিবাহের পর শ্বশুর-কুলে সুগৃহিণী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্র-নাথ পূর্ব্বপ্রদেশে অবস্থিত জমিদারীর পর্য্যবেক্ষণে যাইয়া প্রায় তিনমাসকাল শরীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম না করিলে বাতরোগাক্রান্ত হইয়া অল্প বয়সে ইহলোক হইতে অবসৃত হইতেন না। তাঁহার পরলোকগমনে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেও তাঁহাদের পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় যে শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই বলে এবং তাঁহাদের পূজনীয়া মাতৃদেবীর উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে তাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যসাধনে সাধ্যমত নিরত রহিয়া শোকাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণসাধন করিতেছেন। হেমেন্দ্রনাথ জীবিত থাকিলে না জানি তাঁহাদিগকে উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিতেন এবং বঙ্গদেশের কতদূর মঙ্গলসাধন করিতেন, তাহাই ভাবিয়া আমরা আজ তাঁহার জন্য তপ্ত অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছি। লোকে গুল্মাচ্ছাদিত সুগন্ধ কুসুমের সৌরভ উপভোগ করিলেও যেমন তাহার কারণকে সর্ব্বসময়ে খুঁজিয়া পায় না, সেইরূপ হেমেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বিনয়াচ্ছাদিত থাকিয়া স্ত্রীশিক্ষার সৌরভবিস্তারের কারণ

হইলেও অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া গেলেন। আজ সত্যের অনুরোধ ও ঈশ্বরের আদেশ রক্ষার জন্যই আমি এই সকল কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে প্রেরিত হইতেছি।

প্রতিভাসুন্দরীরও শিক্ষা তাঁহার মাতৃদেবীর শিক্ষার ন্যায় অপ্রয়োজনে প্রকাশ পাইত না। কিন্তু সময়ে এই প্রয়োজন পড়িয়াছিল এবং প্রতিভাসুন্দরীর শিক্ষা সেই প্রয়োজনজনিত অভাব সকল পূর্ণ করিতে থাকাতে তাঁহার যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষারও মঙ্গল প্রভাব চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং সঙ্গীত করিয়া অপর পাঁচ জনকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মানবহৃদয় লালায়িত। পশুপক্ষীরাও যখন সঙ্গীত শুনাইতে ও শুনিতে ভালবাসে, তখন মানবাত্মাও যে তাহাতে সুখী হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে জনসাধারণের উপযুক্ত ধর্ম্মসঙ্গীত প্রচলিত ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন নিধুবাবুর দাম্পত্য প্রেমবিষয়ক টপ্পাই সমধিক প্রচলিত ছিল; রামপ্রসাদী সঙ্গীত সকল কৃষক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগেরই উপযুক্ত গান বলিয়া সকলের ধারণা ছিল এবং ধনীলোকদিগের গৃহে সময়ে সময়ে কালোয়াতী ওস্তাদ অথবা বাইজীগণ অর্থহীন বা দুর্বোধ্য হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ প্রভৃতি গাহিয়া পুরস্কার লাভ করিত। তখনকার কালে এইকারণে আর একটী গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। সাধারণ লোক ধনীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেও অর্থাভাব বশতঃ ওস্তাদদিগকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া রাখিতে অথবা বাইজীদিগকে গৃহে আহ্বান করিতে অসমর্থ

হইয়া অধিকাংশস্থলে বারাঙ্গনাগৃহে সঙ্গীত শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিত। এই অবস্থায় তদানীন্তন লোকদিগের সাধারণত এইরূপ সংস্কার হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে যে, অল্পবয়স্ক যুবকেরা গানবাজানা শিখিয়াছে বলিলেই তাহাদিগকে রীতিমত কুবিদ্যাবিশারদ ধরিয়া লইতে হইবে। এই সংস্কার যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এখনও অনেক পিতামাতাকে এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কার পোষণ করিতে দেখিয়াছি। আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কিছু পূর্ব্বাবধি নিতান্ত বয়াটে ছেলেরাই পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া জিমনাষ্টীক প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করিত; সেই কারণে অধিকাংশ পিতামাতার আজ পর্য্যন্ত সংস্কার আছে যে প্রাতে ও বৈকালে পদচারণা ব্যতীত জিমনাষ্টীক প্রভৃতি ব্যায়াম করিলেই ছেলেরা বয়াটে হইয়া গেল। সুখের বিষয় যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই সংস্কার অল্পে অল্পে অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। সেইরূপ কিছু পূর্ব্বে গানবাজানা সম্বন্ধেও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকাতে কন্যাদিগের কথা দূরে থাক্, পুত্রেরা পিতার সমক্ষে, পিতা পুত্র-দিগের সমক্ষে, ভ্রাতাভগ্নী পরস্পরের সমক্ষে সঙ্গীত করিতে নিতান্তই সঙ্কুচিত হইতেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতেই এই ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতসকল ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা প্রভৃতি সকল প্রকার সুরেই বসান হওয়াতে যাহার যে প্রকার সুর ভাল লাগে, তাহার সেই প্রকার সুরেরই ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিবার সুবিধা হইল। এইরূপে পিতাপুত্রে, ভ্রাতায়ভ্রাতায়, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ পরস্পরের সমক্ষে অথবা মিলিতভাবে গান গাহিবার বাধা দূর হইল বটে; কিন্তু স্ত্রী-

কন্যাভগ্নীদিগের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অনেকদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাক্, ব্রাহ্মদিগেরও সাহসে কুলায় নাই এবং সুবিধাও হয় নাই। মেয়েদের সঙ্গীত প্রভৃতি হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যে ভাল, এভাব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তখন ভালরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং তন্মধ্যে হেমেন্দ্রনাথই এবিষয়ে পথপ্রদর্শক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হেমেন্দ্রনাথের পত্নী ও কন্যার শিক্ষা অপ্রয়োজনে প্রকাশ পাইত না; প্রতিভাসুন্দরীর মাঘোৎসবে গান গাহিবার প্রয়োজন হওয়াতে তদ্বিষয়ে অনুমতি দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইল। তিনি পাঁচবৎসর বয়ঃক্রমে মাঘোৎসব উপলক্ষে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৯৪ শকে) স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিতভাবে কয়েকটী গান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সর্ব্বসাধারণের এই জ্ঞান জন্মিল যে পুত্রদিগের ন্যায় কন্যাদিগকেও সুভাব সঙ্গীত সকল শিখাইলে পরিবারের মধ্যে সুধা বর্ষিত হয়, কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ আসে না; সন্তানগণকে বারাঙ্গনাগৃহে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে গিয়া তাহার পরিণামফলে আত্মীয়স্বজনের হৃদয়ে তীব্র যন্ত্রণা প্রদান করিতে হয় না।

এই চারি পাঁচ বৎসর বয়সেই প্রতিভাসুন্দরী বিটনবিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে হেমেন্দ্রনাথের এক ভগ্নী ও অপর কয়েকটী বালিকা কিছুদিনের জন্য এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেও প্রতিভাসুন্দরীরই দৃষ্টান্তে যোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিবার পদ্ধতি স্থিরতররূপে প্রবর্ত্তিত হইল। ধনীনির্ধন,

সম্ভ্রান্তঅসম্ভ্রান্ত সকলেরই কন্যাদিগের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা যে একটা আকাঙ্ক্ষার বিষয়, প্রতিভাসুন্দরী কি লেখাপড়া, কি সঙ্গীতাদি, সকল বিষয়েই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম হইয়া তাহা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে হিন্দুবালিকার মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম সুন্দররূপে পিয়ানো বাজাইতে পারিয়া আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট, বর্ত্তমান লর্ড ক্রোমারের কন্যা কুমারী বেয়ারিংয়ের নিকট হইতে একটী রূপার ফুলদানী বিশেষ পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে দুয়েকটী করিয়া ব্রাহ্মকন্যা যথাসামার্থ্যে পিয়ানো বাজাইতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিয়ানো শিক্ষা যখন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন গান শিখিবার জন্য হারমোনিয়ম যন্ত্র যে সহজেই প্রচলিত হইবে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে সকল বঙ্গীয় পরিবারের কন্যাগণ হার্মোনিয়মের সঙ্গতে সঙ্গীত করিয়া পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের পরিতৃপ্তি সাধন করেন, তাঁহাদিগের সকলেরই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। স্বদেশীয়দিগের মধ্যে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম আদিব্রাহ্মসমাজের জন্যই হার্মোনিয়ম যন্ত্র বিলাত হইতে আনয়ন করান। যাই হোক্, যথাসময়ে প্রতিভাসুন্দরী বিটনবিদ্যালয়ের প্রথমশ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

প্রতিভাসুন্দরীর বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) বিটনবিদ্যালয় অপেক্ষা আরও অধিক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য প্রধানত ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও সহায়তায় এবং ৺দুর্গামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে "হিন্দুমহিলা" নামে একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে

এই বিদ্যালয় উঠিয়া যায় এবং দ্বারকানাথ বাবু প্রধান উদ্যোগী হইয়া "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" নামে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের অনুরূপ আর একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহারও স্থায়িত্বকাল তিনবৎসর। বিটনবিদ্যালয়েও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে একটী বোর্ডিং বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল অর্থাৎ বিদেশ হইতে আগত বালিকা-দিগের উপযুক্ত বেতনে বিদ্যালয়েরই এক অংশে থাকিবার স্থান ও আহারাদি পাইবার বন্দোবস্ত হইল। পরবৎসর "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" বিটনবিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া "বিটনকলেজ" রূপে পরিণত হইল। *

বিটনবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই এবং "বিটন কলেজ" স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই হেমেন্দ্রনাথ প্রতিভাসুন্দরীকে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী-দিগের প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ "লোরেটোহাউসে" প্রেরণ করিলেন এইখানে তিনি ইংরাজী, ফরাশি, সঙ্গীত, পিয়ানো, চিত্র প্রভৃতি বিষয়ে আরও ভালরূপে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন এবং বাটীতে সেতার, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও পূর্ব্বকথিত নানা বিষয় শিক্ষা করিতেন। জর্মানি হইতে হার্পযন্ত্র আনাইয়া শিক্ষা দিবার জন্য হেমেন্দ্রনাথের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইতে পারে নাই। এই লোরেটো হাউসে প্রতিভাসুন্দরীর পূর্ব্বে একটীও বঙ্গীয় মহিলা প্রবেশ লাভ করেন নাই; ইহার পরে দুএকটী করিয়া অনেকগুলি মহিলা তথায় শিক্ষালাভার্থ প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রতিভাদেবী সেখানেও কি লেখাপড়া, কি সঙ্গীতবিদ্যা কি চিত্রবিদ্যা, সকলবিষয়েই

* সঞ্জীবনী, ১৯ আষাঢ়, ১৩০৫।

ইংরাজ বালিকাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন হইলেন। তখন এই বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল না। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু প্রবেশিকাশ্রেণী খুলিবার পূর্ব্বেই প্রতিভাসুন্দরী উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষাকে এখানে যে ভাল বলিতেছি তাহা নহে। তবে বলিতে পারি যে, স্ত্রীবিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষাসমূহে এতদূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হইত না এবং হেমেন্দ্রনাথও তখন নানা কারণে তাঁহার কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হৌক্ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষাদান ব্যতীত হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার কন্যার শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে আর্য্যোচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদ অবধি তন্ত্র পর্য্যন্ত কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থেই স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠনরূপ কোনপ্রকার উচ্চশিক্ষার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় নাই, বরঞ্চ ঋষিরা পুত্রকন্যানির্ব্বিশেষে সমভাবে শিক্ষা দিবার বিধি দিয়াছেন এবং কার্য্যতও সেই বিধি মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং তন্ত্রকার মহাত্মাগণ অনেকটা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে পিতৃভাব ও মাতৃভাব ঈশ্বরের এপিঠ ও ওপিঠ; পিতা ও মাতা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপে সংসারের এই কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ

করিয়া স্নেহবর্ষণে ইহাকে সিক্ত করিয়া রাখেন। এ অবস্থায় পিতা শিক্ষিত হইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য অর্জন করিবেন, আর মাতা অশিক্ষিতা থাকিয়া, অবলা হইয়া সংসারের সহিত সংগ্রামে প্রতিপদে পরাজয় স্বীকার করিবেন, ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ কথা। তবে, এইটুকু বলিতে পারি যে, স্ত্রীপুরুষেও যখন বিভিন্ন শরীর গঠন লাভ করিয়াছে, তখন তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা সর্ব্বতোভাবে সমান ও অভিন্ন হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত সমদৃষ্টির সহিত করা যাইতে পারে। যদি বলা যায় যে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই গৃহকর্ম্ম শিখিতে হইবে, আশা করি, তাহা হইলে এরূপ কেহ বুঝিবেন না যে স্ত্রীলোককে জমিদারীর মকদ্দমার বিষয় ভাবিতেই হইবে এবং পুরুষকে কুটনা কোটা, বাটনা বাঁটা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। প্রত্যুত স্ত্রীলোকেরই গৃহাভ্যন্তরের কর্ম্ম এবং পুরুষেরই গৃহের বহিঃসম্বন্ধীয় কর্ম্ম পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। অবস্থাবিশেষে ইহার ব্যতিরেকস্থল দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার উপর বিচার করিলে চলিবে না। সেইরূপ জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি বিষয়েও বলা যায় যে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অনুমতি না দিয়া পিতামাতার দেখা কর্ত্তব্য যে পুত্রগণ যেন জ্ঞানার্জ্জন করিতে যাইয়া রুগ্নশীর্ণজীর্ণ শরীরে এক অকর্ম্মণ্য নিস্তেজ মন ধারণ করিয়া পুরুষত্ব হারাইয়া না ফেলে এবং কন্যাগণও যেন জ্ঞানার্জ্জন করিতে যাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রুগ্ন সুতরাং গর্ভাধানের অনুপযুক্ত শরীরে অহমিকাপূর্ণ নির্ম্মম কঠোর হৃদয় পোষণ করিয়া নিজেদের মাতৃত্ব বিনষ্ট করিয়া না ফেলে। হেমেন্দ্রনাথ

স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতিভা-সুন্দরীর শিক্ষাব্যবস্থায় আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন—মস্তিষ্কের উন্নতি, শরীরের উন্নতি, হৃদয়ের উন্নতি এবং আত্মার উন্নতি, সকল বিষয়ে তিনি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিভাসুন্দরী যাহাতে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়া হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া ঈশ্বরকে গভীররূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন এবং তাঁহার মাতৃত্ব যথাসময়ে বিকশিত হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তিনি পুত্রকন্যাদিগেরও শিক্ষাদানবিষয়ে মাতার গুরুভার সম্যক্ বহন করিতে সক্ষম হন, হেমেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সেইরূপই শিক্ষা দিয়াছিলেন; এক কথায় প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিয়াছিলেন। হৃদয়ের উন্নতিই রমণীর মাতৃত্ববিকাশের প্রধান সহায়, ইহা বুঝিয়া তিনি কন্যার হৃদয়ের প্রশস্ততার অন্যতর প্রধান উপাদান সঙ্গীত বিষয়েই সমধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা আজিও স্পষ্টই দেখিতেছি প্রতিভাসুন্দরী, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার পিতৃব্য মোহনসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দুইতিনজনে একত্র মার্কণ্ডেয় মুনির ন্যায় চিরবৃদ্ধ ও শুদ্ধচরিত্র সেই বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে বসিয়া সঙ্গীত অভ্যাস করিতেছেন, পার্শ্বে উচ্চাসনে বসিয়া "ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাবাহুঃ" এবং "অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ" সেই হেমেন্দ্রনাথ পরিদর্শন করিতেছেন, তালের ভ্রমসংশোধন করিতেছেন—বাস্তবিকই সেই এক অপূর্ব্ব জীবন্ত চিত্র দেখিয়াছিলাম।

মাঘোৎসবে সঙ্গীত করা যেমন প্রতিভাসুন্দরীর অযাচিত খ্যাতি প্রতিপত্তির কারণ হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার অযাচিত খ্যাতিপ্রতিপত্তির আরও দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল,

একটী বিদ্বজ্জনসমাগম, দ্বিতীয়টী "বালক" পত্রে প্রথম স্বরলিপি-প্রকাশ। স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিতে গিয়া এই দুইটীর বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করি। অনেকেই জানেন যে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরভবনে মধ্যে মধ্যে বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে উৎসব হইত। "বিদ্বজ্জন সমাগম" নামেতেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যইতেছে—উদ্দেশ্য এই যে পাঁচজন বিদ্বান্ ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে না থাকিয়া এইরূপ সমাগমোৎসবে পরিচিত হইয়া পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান করেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী ও অনুষ্ঠাতা। এই "বিদ্বজ্জন সমাগম" নানা কারণে উঠিয়া যাইবার পর এপর্য্যন্ত তদ্রূপ আর কিছুই অনুষ্ঠিত হইল না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যাই হোক্, এই বিদ্বজ্জনসমাগমোৎসবে প্রধানত নানাপ্রকার যন্ত্রবাদ্য, গান, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রতিভাসুন্দরী বিদ্যালয়ে পিয়ানো বাদ্য ও ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীয় সঙ্গীত এবং গৃহে দেশীয় সঙ্গীত ও সেতার, এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্রবাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে প্রতিভাদেবী তাঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর সঙ্গীত এবং সেতার প্রভৃতি বাজাইয়া সমগ্র সভাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সভায় কেবল মাত্র বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এবং আনুষঙ্গিকভাবে পরিচিত বন্ধুগণ ও আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হইতেন। সভাস্থ সকলেই সেই ১১।১২ বৎসরের সরস্বতীপ্রতিম বালিকার সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্য শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজও আমরা মানসপটে দেখি-

তেছি। প্রতিভাসুন্দরী ইহার জন্য ৺রঘুনন্দন ঠাকুরের নিকট একটী সুবৃহৎ মূল্যবান তানপুরা এবং রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট স্বপ্রণীত সঙ্গীতবিষয়ক অনেকগুলি সুন্দর পুস্তক পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হয়েন। ইহার কিছু পরে বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধনীতি গীতিনাট্য "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনীত হয়। ইহার বিষয়টা এই যে বাল্মীকি প্রথমে দস্যু ছিলেন, সরস্বতী বালিকাবেশে তাঁহার নিকট ধরা দিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে কবিতা লিখিবার সক্ষমতা বরপ্রদান করেন। মধ্যে বাল্মীকিকে লক্ষ্মী আসিয়া শত প্রলোভন দেখাইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এই অভিনয় সম্বন্ধে "আর্যদর্শনের" সম্পাদক লিখিতেছেন—"গত ১৬ই ফাল্গুন (১২৮৭) শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতানিবাসী মহর্ষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভবনে "বিদ্বজ্জনসমাগম" উপলক্ষে বাল্মীকি-প্রতিভা, নামে একখানি অভিনব নাট্যগীতির অভিনয় হইয়াছিল। সেই অভিনয়ে উক্ত মহোদয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রতিভা" নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতীমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।" এতদুপলক্ষে কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায় উক্ত পত্রে একটী সুন্দর কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। * এই অভিনয়কার্য্য দুএকটী নিতান্ত পরিচিত বন্ধু ব্যতীত কেবল উক্ত ঠাকুর পরিবার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। ভদ্র পরিবারের পুত্রকন্যাগণ যে নানাবিধ যন্ত্রবাদ্য এবং বিশুদ্ধভাবের অভিনয়াদি দ্বারা গৃহকে উজ্জ্বল ও সুখী

* আর্য্যদর্শন, বৈশাখ ১২৮৮।

করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই বিদ্বজ্জনসমাগমেই প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার পরে আজকাল দেখি, নব্যহিন্দু ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কন্যাগণ সেতার প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র শিখিতে অল্পে অল্পে আরম্ভ করিতেছেন। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে এইরূপ সঙ্গীতাদি দ্বারা তাঁহাদিগেয় হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করা মাতৃত্ববিকাশের প্রতিকূল নহে, বরঞ্চ অনুকূল। মানুষের একটী স্বাভাবিক আমোদস্পৃহা আছে। মানুষ কখনই সর্ব্বদা পেচকবৎ গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে না। সেই স্পৃহা সুপথে চরিতার্থ হইবার উপায় না পাইলে কুপথে চরিতার্থ হইবার উপায় অন্বেষণ করে। এইরূপ ভাবিয়াই হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার বালিকা কন্যাকে সাধারণের সমক্ষে সঙ্গীত ও অভিনয়াদি করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আর স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার সুফল দেখাইতে গেলেও কতকটা এরূপ প্রকাশ্যে না করিলেও চলে না। এবং এরূপ বিশুদ্ধ আমোদের দ্বারা অপর পাঁচজনের মনে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সৎবিষয়ে উৎসাহিত করা মাতৃত্বের অনুকূল বলিয়াই আমাদের ধারণা—ইহাতে যে প্রকার সংযম ও বুদ্ধির প্রয়োজন, সেই সংযম ও বুদ্ধি শ্রোতৃগণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদাতার উপরেও যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা মাতৃত্ববিকাশের পথে সহায়তা করে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বোধ হয় যে, যতদিন কন্যাদিগের একটা মধুময় বাল্যভাব থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে সঙ্গীতাদি বিশুদ্ধ আমোদজনক কার্য্যে তাহাদিগের সংযতভাবে যোগদান করা কোনরূপ দোষের বা অপবাদের

কারণ হইতে পারে না। পরন্তু বিবাহের পরে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে পূর্ব্বোক্তভাবে অভিনয়গীতাদি করা মাতৃত্বের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অভিনয়গীতাদিতে যে চঞ্চলভাব আসে তাহা বাল্যভাবের অস্তিত্ব কালে পূর্ণ মাতৃত্ববিকাশের সহায় হইলেও বিবাহের পর অথবা বাল্যভাব চলিয়া গেলে আবার তাহাই মাতৃত্বের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। ফল অপক্ক অবস্থায় প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যেও দৃঢ়তা লাভ করে, কিন্তু পক্কতাপ্রাপ্তির মুখে, পরিপক্ক হইলে তো কথাই নাই, সামান্য বাতাসেও পতনোন্মুখ হইয়া থাকে। এই সঙ্গে আর একটী কথা বলা আবশ্যক—অর্থবিনিময়ে স্ত্রীলোকের অভিনয়াদি প্রদর্শন মাতৃত্ববিকাশের প্রতিকূল, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয়। প্রথমত ইহাতে শ্রীমান ভদ্রলোক অপেক্ষা ধনী বা দরিদ্র ইতর দর্শকেরই সমাগম অধিকতর সম্ভব এবং অভিনেত্রীবর্গের ধনলোভ অধিক হইলেই ক্রমে সেইসকল ইতরলোকদিগের মনোরঞ্জন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইবে; ক্রমে তাঁহাদের লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ চলিয়া গিয়া নিষ্কলঙ্ক সতীত্বের অথবা মাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, আনন্দবিতরণে মাতৃত্বপরিপোষক গম্ভীর আনন্দ এবং আমোদবিক্রয়ে মাতৃত্বপ্রতিকূল সভয় আশঙ্কার মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

প্রতিভাসুন্দরীর খ্যাতিপ্রতিপত্তির আর একটী কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "বালক" পত্রে স্বরলিপিপ্রকাশ। সূক্ষ্মদর্শী হেমেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে কেবল ব্যক্তিবিশেষ সঙ্গীত শিখিলে বা জনসাধারণকে দুএকদিন মাত্র শুনাইলেই চিরস্থায়ী ও সুদূরব্যাপী উপকারের সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে তিনি প্রতিভা,

দেবীর দ্বারা বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানীসঙ্গীত প্রভৃতি ইউরোপীয় স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছিলেন। এই কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর হেমেন্দ্রনাথের দেহান্তর সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার কিছু পরে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্রবধূ "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত স্বরলিপিপ্রণালীতে প্রতিভাসুন্দরী অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথম একটী সঙ্গীত প্রকাশ করেন। সেই সময়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ভাল সঙ্গীত শিখিবার একটী আকাঙ্ক্ষার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল এবং ঠিক উপযুক্ত সময়ে তিনি স্বরলিপিতে গান প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা স্বরলিপিকে সহজবোধ্য করিয়া বিস্তৃতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই, স্বরলিপিকে সাধারণগম্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই; প্রতিভা-সুন্দরী স্বরলিপিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্যে সহজসাধ্যরূপে আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি স্বাধীনভাবে এই স্বরলিপিপ্রয়োগপথ আবিষ্কার করিতে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা বলিতে বাধ্য যে, এখন যতই কেন নূতন স্বরলিপি প্রকাশিত হউক না, সকলেরই সহজপ্রয়োগপথের প্রথম পথপ্রদর্শক হেমেন্দ্রনাথের কন্যা সেই প্রতিভাসুন্দরী। আজকাল স্বরলিপি দ্বারা সঙ্গীত প্রকাশের ফলে কত পুরমহিলা সঙ্গীতের দ্বারা হৃদয়ের উন্নতিসাধন করিতেছেন এবং কত যে ভবিষ্যতে করিবেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এতক্ষণে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে

নব্যযুগের স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ প্রভূত সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। সহমরণনিবারণের প্রধান উদ্যোগী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের সূত্র ধরাইয়া দেন। বিধবা-বিবাহের প্রধান উদ্যোগী ও তত্ত্ববোধিনীসভার সম্পাদক বিটন-বিদ্যালয়েরও প্রথম সম্পাদক ছিলেন; ব্রাহ্মদিগেরই যত্নে বিটনবিদ্যালয় বিটনকলেজরূপে পরিণত হইল এবং যোড়া-সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যার শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার আর্য্যোচিত উচ্চাদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কি বিটনবিদ্যালয়, কি তাহারই অনুকরণে স্থাপিত ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি বেসরকারী স্ত্রীবিদ্যালয়, কোনটীতেই প্রতিভাসুন্দরীর শিক্ষার আদর্শ সম্যকরূপে গৃহীত হইতে পারে নাই। প্রতিভাদেবী যখন বিদ্যালয়ে পড়িতেন, তখন বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না বলিলেই হয়, আর যেটুকু ছিল, তাহাও মেয়েদের আপনাদের মধ্যে; আমরা জানি যে তখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউক বা না হউক, কেবল উৎসাহ দিবার জন্য উপযুক্ততা অনুসারে ভালমন্দ পারিতোষিক সকলকেই দেওয়া হইত, কাহাকেও বাদ দেওয়া হইত না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিটনবিদ্যালয়ের সম্মিলনের পর অবধি কি যে এক "পাশের" মোহ, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষায় পুত্রদিগের সহিত কন্যাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোহ সকলের চক্ষে অন্ধকার ফেলিয়া দিয়াছে যে, শরীর যাক্, সর্ব্বস্ব যাক্, তাহাতে কিছুই যেন আসে যায়না—কন্যারা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইলে নিজেরাও সুখী হয়েন এবং তাঁহাদের পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনেরাও তাঁহাদিগকে বিদুষী

ভাবিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বালিকা কন্যাদিগকে যে চসমা ধারণ করিতে হইতেছে স্বাস্থ্যের আনুসঙ্গিক মুখের কোমলতা যে তাঁহাদিগকে হারাইতে হইতেছে, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদিগের অহমিকাবৃদ্ধি হইয়া যে মনেরও স্বাস্থ্যনাশ হইতেছে, এসকলের দিকে আত্মীয়স্বজনের কোনই দৃষ্টি পড়ে না। এইপ্রকার ভাব কতকগুলি অত্যুদার নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিকতর পরিপুষ্ট হইতেছে। আমাদিগের মতে বিটনবিদ্যালয়কে ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত কলেজরূপে পরিণত করাতে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার পথে গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত করা হইয়াছে। যদি ইহাকে স্বতন্ত্রভাবে মাত্র স্ত্রীলোকেরই একটী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত করা হইত, তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস যে, উক্ত বিদ্যালয়ে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইবার এবং নব্যসম্প্রদায়ের গার্হস্থ্য সুখশান্তি অব্যাহত থাকিবার, প্রত্যুত বর্দ্ধিত হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা থাকিত। বালকদিগের যথার্থ পুরুষত্ব অর্থাৎ তাহাদের পিতৃভাব অল্পে অল্পে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই যেমন পুরুষদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তৎসংযুক্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য, সেইরূপ বালিকাদের যথার্থ রমণীপ্রকৃতি অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাব অল্পে অল্পে বিকশিত করাই মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তৎসংযুক্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। কোন স্ত্রীবিদ্যালয়ে এই লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা হইতেছে বলিয়া জানি না। বোধ হয় সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, একটীতেও মাতৃত্বের পরিপোষক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধায়ক শিক্ষাপ্রদান করা হয় না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে কিসে ক্লাসের ভালছাত্রী অন্যান্য মেয়ে ও

পুরুষদিগের সহিত টেক্কা দিয়া তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সকলেরই এক বিকৃত লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে ঠাকুরপরিবারে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ত্রয়োদশ আলোচনা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ আলোচনা—বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা।

এইবারে বর্ত্তমানে সাধারণত স্ত্রীবিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আলোচনার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা ভাল যে আমাদের মতে চরিত্র অন্তত কতকটা দৃঢ়তা ধারণ না করিলে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান উচিত নহে। আমরা বিশিষ্ট সূত্রে দুএকটী বিদ্যালয়ের কথা অবগত আছি এবং বলিতে পারি যে তথায় বালিকারা নানা অশ্লীল বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরাও তো এবিষয়ে যথেষ্টই ভুগিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে বালকেরা বিদ্যালয়ে নানা অশ্লীল বিষয় আলোচনা করে, এ অবস্থায় বালিকারা যে বিদ্যালয়ে অশ্লীল আলোচনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবে এরূপ আশা করা বড়ই বিড়ম্বনার কথা। যাই হোক, যখন আমাদের ক্ষুদ্র কথায় বালিকাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ বন্ধ

হইবে না, তখন এবিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; ইহার পরিবর্ত্তে স্ত্রীবিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থারই আলোচনা করা যাউক।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণই স্ত্রীবিদ্যালয়সমূহের মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যখন বর্ত্তমানে তাহার একমাত্র উপায়, তখন স্ত্রীবিদ্যালয়সমূহেও যে অন্যান্য পুরুষবিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা প্রচলিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। আশৈশব পাঠগুলি কণ্ঠস্থ করান অথবা কণ্ঠরোধ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ছাত্রদিগকে বধ করাই এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর একটী প্রধান নিয়ম। শিশুকে কথ শিখিতে হইবে, তাহা যে যতশীঘ্র কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে, সেই তত আদর্শ ছাত্র হইবে। শিশুদিগের জন্য পাশ্চাত্য প্রদেশে যে Kingdergarten নামক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও অনেকাংশে যে উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা প্রবর্ত্তিত করিলে শিশুদের শিক্ষা দৃঢ়ভিত্তির উপরে অধিকতর স্থাপিত হইলেও তাহা সমাপ্ত হইবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বিলম্বের সম্ভাবনা বলিয়া আজও এই প্রণালী কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কোন দেশীয় বিদ্যালয়েই অবলম্বিত হয় নাই। বিদ্যালয়ে আগা অবধি গোড়া পর্য্যন্ত কেবল কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা। এই কঠোর কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া যে ছাত্র সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন এবং যদি দৈবক্রমে তাঁহার শরীর ধ্বংসাবশেষ গৌড় নগরের ন্যায় কঙ্কালাবশেষ না হইল, তবেই তিনি যে শীঘ্রই একটী চাকরী জুটাইয়া বড়লোক হইতে পারিবেন, তাঁহার পিতামাতার

মনে এইপ্রকার আশা হওয়া স্বাভাবিক। পুরুষেরা যেন পরিবার প্রতিপালনের দায়ে পড়িয়া এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করে। কিন্তু মেয়েদের এই ব্যবস্থা স্বীকার করিবার কারণ মাত্র আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তি। এই শস্যশ্যামল বঙ্গদেশে, আতিথেয়তানিপুণ ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষা করিলে জীবনধারণের ভাবনা থাকে না, এবং যেখানে কোন গৃহস্থ ব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে প্রতিপালন করিতে কখনই কাতর হয় না, সেখানে স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করা কেবল বাতুলতা নহে, তাহা পাপ এবং সেই পাপের ফল তাহাদিগের সন্তানেরাও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিয়া থাকে। তবে ব্যতিরেকস্থলে যে সকল স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ করিবার মত আত্মীয়স্বজন কেহ নাই, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র—তাহাদিগের পক্ষে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মন্দের ভাল। পুরুষদিগের পক্ষে পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই ভাল, তবে যাহাতে কেবল কতকগুলি বিষয় মন্ত্রের ন্যায় কণ্ঠস্থ না করিয়া ছাত্রেরা নিজেদের বুদ্ধির পরিচালনা ভালরূপ করিতে পারে, তাহার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন প্রভৃতি শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকালে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মাত্রই অনিষ্টকর বলিয়া আমাদিগের ধারণা। সকলের সহিত মৈত্রীই মাতৃত্বের একটি প্রধান উপকরণ এবং স্ত্রীলোকের একটী প্রধান অলঙ্কার। কিন্তু প্রচলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শিক্ষাপ্রণালীর ফলে ছাত্রীগণ সহপাঠীদের উপর জয়লাভেচ্ছায় নিজেদের মনকে অনুদার ও নীচরূপে পরিণত করিয়া মৈত্রীর মূলে কুঠারাঘাত করে। এই

কারণে Kingdergraten প্রণালী-প্রবর্ত্তক শৈশব হইতেই এই-রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি করেন। আমার স্মরণ হইতেছে, বিলাতী কোন পত্রে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই এবং সকলের প্রতি সমান যত্ন পরিদর্শিত হয়, এইরূপ উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডীয় কোন সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীবিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতার প্রধান স্ত্রীবিদ্যালয় বিটন কলেজেও প্রতি-দ্বন্দ্বিতামূলক পূর্ব্বোক্তরূপ পাশের উপযোগী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। তাহার ফলে ছাত্রীদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকারই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। গত দুই বৎসর যাবৎ (১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খৃঃ অঃ) আমি বিটন কলেজের পারিতোষিক বিতরণক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি উপলব্ধি করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে আমাকে এবং আমার ন্যায় আরও অনেককে হতাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল। প্রথম বৎসরেও গিয়া শুনিলাম যে কুমারী অমুকী ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম হইয়াছেন বলিয়া অমুক পুরস্কার পাইলেন ; অমুকী রচনায় প্রথম হইয়াছেন বলিয়া অমুক পুরস্কার পাইলেন, অমুকী পশমের সেলাইবিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিলেন এবং অমুকী চিত্রবিদ্যায় পুরস্কার পাইলেন। উহারই মধ্যে হয়তো কোন ছাত্রী দুই তিনটা বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাইলেন, আর অমনি চারিধার হইতে করতালিধ্বনি পড়িয়া তাঁহার আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত করিল এবং করতালিদাতাগণও স্ত্রীশিক্ষার নাজানি কতই উৎসাহ দিতেছেন ভাবিয়া আত্মতৃপ্ত হইলেন—যেন সেই করতালির

বলেই স্ত্রীশিক্ষা উন্নতির পথে সহস্র পদ অগ্রসর হইবে—কি ভ্রান্তি! দ্বিতীয় বৎসরেও গিয়া প্রথম বৎসরের ন্যায় সমস্তই দেখিলাম শুনিলাম, কেবল পারিতোষিকপ্রাপ্ত ছাত্রীগণের নামে প্রভেদ দেখিলাম মাত্র। যে সকল বিষয়ে পারিতোষিক পাইবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহার মধ্যে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ উন্নতিবিধায়ক চিত্র এবং স্ত্রীলোকের প্রত্যক্ষ উপকারপ্রদ সেলাইয়ের সন্নিবেশ ছিল; কিন্তু এই চিত্র বিশেষ উচ্চশ্রেণীর অঙ্কিত হয় না এবং সীবনকার্য্য পশমের জুতা প্রভৃতি কতকগুলি ফুলবাবুর উপযুক্ত কার্য্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। গার্হস্থ্য সুখশান্তির অনুকূল, মাতৃত্বের অনুকূল কোন কার্য্যেরই জন্য একটীও পারিতোষিকের ব্যবস্থা দেখিলাম না। বর্ত্তমানে যে প্রবল গার্হস্থ্য অশান্তিঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীই কি তাহার নিমিত্ত অনেকটাই দায়ী নহে? আমি এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর কুফলের নিমিত্ত বিটন-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী অথবা শিক্ষকদিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করিতেছি, এরূপ কেহ যেন না মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বিটন-বিদ্যালয় সাদরে গ্রহণ করিয়াই এরূপ বিপথে পদার্পণ করিতেছে, ইহাই আমাদের বক্তব্য। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার প্রধানত বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতেই এই ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিয়াছে।

পারিতোষিক বিতরণের সভার ব্যবস্থা দেখিয়াও দুঃখশোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। প্রথমত, সভাপতিপদে বরিত হইলেন একটী ইংরাজ। তিনি পারিতোষিক বিতরণের পর ইংরাজীতে স্ত্রীশিক্ষার এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদের প্রশংসাসূচক

দুই চারিটী কথা বলিয়াই উপসংহার করিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যতীত সে বক্তৃতার মর্য্যাদা কেহই বুঝিতে পারিল না। এ অবস্থায় ইংরাজ সভাপতির দ্বারা যে কি সুফল হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় কোন স্বদেশীয় ব্যক্তিকে সভাপতি করিলে এবং তিনি মাতৃভাষার কিছু উপদেশ প্রদান করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা থাকিত। তিনি বলিতে পারিতেন যে কি উপায়ে বিদ্যালয়ের পঠিত বিদ্যা আমাদের সংসারের, ছাত্রীদের মাতৃত্বের অনুকূল করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উচ্চপদস্থ ইংরাজেরা আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবিষয়ে কিছুতেই এতদূর অভিজ্ঞ হইতে পারেন না, যাহাতে তিনি আমাদের সংসারের পক্ষে, আমাদের গার্হস্থ্যধর্ম্মের পক্ষে ছাত্রীদের পঠিত বিদ্যার উপযোগিতা বিষয়ে প্রত্যক্ষ উপকারপ্রদ বিশেষ কোন উপদেশ দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সভাস্থলে যে সঙ্গীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে তাহা মাতৃত্বের প্রত্যক্ষ প্রতিকূলতা যদি বা না করে, অনুকূল তো কিছুতেই নহে। প্রথম বৎসরে কয়েকটী বালিকা ছাত্রী নদী, সমীরণ প্রভৃতি সাজিয়া কথোপকথনে একটী সঙ্গীত করিয়াছিল। এই সঙ্গীত আমার সম্পূর্ণ স্মরণ নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিলাম না। কিন্তু তৎসঙ্গে বালিকাগণ অল্পবয়স্কা হইলেও যেরূপ নৃত্যের সহিত সেই গান করিয়াছিল, তাহা মাতৃত্বের সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং সুতরাং সম্পূর্ণ আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচনা করি। একেতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সাধারণতঃ সকল বিদ্যালয়েই ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে, এবং

স্ত্রীবিদ্যালয়েও তাহার কোন বিধান নাই, ইহাতে যে ক্ষতি হইতেছে তাহা অকথ্য; তাহার উপর বহুসংখ্যক পরিচিত অপরিচিত সমাগত স্ত্রীপুরুষের মধ্যস্থলে আসিয়া বিলাতী ক্ষুর-ওয়ালা জুতার খুটখুটে পদক্ষেপে নৃত্য করিতে উপদেশ দিয়া ছোট ছোট বালিকাদিগকে প্রথম হইতে হ্রীহীন করিয়া তোলা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। বালিকারা আশৈশব এইরূপ শিক্ষা পাইতে থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের গার্হস্থ্যভাবের প্রতি কতটা আস্থা রাখা যাইতে পারে, তাহা বলা বড়ই কঠিন।

দ্বিতীয় বৎসরেও কতকগুলি সঙ্গীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আমি প্রথম গানটী উদ্ধৃত করিতেছি,—

হের শিয়রে শোভারাশি
চল উধাও উঠে ভাসি
নব হরষে পরকাশি॥

অন্তর উঠে গুঞ্জরি,
সুন্দর রসে মুঞ্জরি'
অম্বরে চল সন্তরি'
অন্ধ আয়াস নাশি॥

জাগ্রত ভুবন গর্ব্বিত স্বপন
উন্মাদ পবন ঝম্পন
আজি আরাধনা বিচিত্র সাধনা
অখিল চেতনা-কম্পন।

ঝঙ্কারি মহাসঙ্গীতে
ঘর্ঘরি রথ ভঙ্গিতে
টঙ্কারি ছুটি লঙ্ঘিতে
অমর পুরবাসী॥

এই গানের ভিতরে ভাব অপেক্ষা কতকগুলি অক্ষরেরই সংযোজনা দৃষ্ট হয়। আর যেটুকু ভাব আছে, তাহাও রমণী-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এরূপ স্পর্দ্ধাসূচক গান গাহিতে বোধ হয় আমরাই সঙ্কুচিত হই, কিন্তু বিটনকলেজের ছাত্রী-দিগের কোমল মুখ হইতে অনায়াসেই তাহা বাহির হইল! শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকটে এই গান যে রমণীপ্রকৃতির সহিত কিছু-মাত্র বিসদৃশ লাগে নাই তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, কারণ তাঁহারাও ঐরূপ স্পর্দ্ধাসূচক আত্মাভিমানের মধ্যে শিক্ষিত হইয়া তবে শিক্ষয়িত্রীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং অনেকটা অভ্যাসবশত ছাত্রীদিগকেও সেইভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। আমরা বারম্বার বলিতেছি যে ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ কোন দোষ নাই, শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই এরূপ কুশিক্ষা ঘটিবেই—শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন না করিলে, শিক্ষাপ্রণালীকে মাতৃত্ববিকাশের উপযুক্ত না করিলে আর ছাত্রীদিগের রক্ষা নাই। আমরা বিশেষভাবে অবগত আছি যে এইরূপ কুশিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও সময়ে সময়ে ছাত্রীদিগের রমণীপ্রকৃতি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হয় এবং ইহা অল্প সুখের বিষয় নহে। সকলে জানেন যে বিটনকলেজের সহিত একটী ছাত্রীনিবাস সংলগ্ন আছে। তথায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এক একটী বয়স্কা ছাত্রী শিক্ষয়িত্রীদের অনুমত্যানুসারে অন্যান্য অল্পবয়স্কা ছাত্রীদিগের তত্ত্বাবধানের ভার

প্রাপ্ত হয়েন এবং মধ্যে মধ্যে সকলে মিলিত হইয়া রন্ধনাদি করেন। এই বিষয়টী পারিতোষিক বিতরণস্থলে উল্লিখিত হয় নাই, কারণ ইহা অতি ছোট (!) কথা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মাতৃত্বপ্রতিকূল এই শিক্ষাপ্রণালী যে কেবল দেশীয় স্ত্রীবিদ্যালয়েই চলিতেছে তাহা নহে; লোরেটা হাউস প্রভৃতি ইউরোপীয় রমণীপরিচালিত স্ত্রীবিদ্যালয়েও ইহাই প্রচলিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু শেষোক্ত বিদ্যালয়সমূহে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক বিদ্যাসমূহের এতদূর চর্চ্চা হয় এবং ইউরোপীয়-দিগের গৃহের উপযুক্ত সীবন কার্য্যের এতদূর উচ্চদরের শিক্ষা প্রদত্ত হয় যে তাহার ফলে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর কুফল আংশিক কাটিয়া যায়। তথাপি মোটের উপর এই শিক্ষা-প্রণালীর ফল সর্ব্বত্রই সমান। ইহার ফলে আমরা দেখি যে অধিকাংশ ছাত্রীই সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন লইয়া সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে না এবং ইহারই কারণে তাহারা নিজেও যথেষ্ট বিপদ ও অনুতাপ সহ্য করে, তৎসঙ্গে তাহাদিগের আত্মীয়স্বজনেরাও দুঃখকষ্ট পান। এই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে আমাদের দেশে "পাশ" রোগ নামক একটী দুঃসাধ্য রোগ বিলাত হইতে আমদানী হইয়া দেশের বল ও তেজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই "পাশ" রোগের অত্যাচারে ছাত্রী-দিগের দেহমন জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তবুও পিতামাতারা যে ইহা হইতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহাদেরও যে ইহাতে সম্পূর্ণ দোষ তাহা বলিতে পারি না। যেমন পৃথিবীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগ সকল কালবশে আসে এবং কেহই সহজে তাহাদের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে

না, সেইরূপ বর্ত্তমানকালে এই পাশরোগ আসিয়াছে—ধর্ম্মের বল, মনের দৃঢ়তা না থাকিলে ইহার হাত এড়ায় কাহার সাধ্য। কিন্তু আর ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; অনিষ্ট যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন ধর্ম্মসহায় হইয়া, ঋষিবাক্য অনুসরণ করিয়া ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা রমণীগণের অধিকাংশই সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। তাহার কারণ, তাঁহারা পরীক্ষার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া ঝুঁকিয়া অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হয়েন এবং প্রচলিত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ, সুতরাং উপহাসের কারণ ভাবিয়া কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম করিতে চান না। আমরা ভাবিতাম যে কেবল আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীবিদ্যালয়েরই বুঝি এই ফল ফলিয়াছে। এখন দেখিতেছি তাহা নহে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক স্ত্রীশিক্ষার ইহাই সার্ব্বভৌমিক ফল। হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার "শিক্ষা" পুস্তকে পাশ্চাত্য স্ত্রীবিদ্যালয়ের এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া তাহার ফল বলিতেছেন "দুর্ব্বলতা, পাণ্ডুবর্ণ, স্ফূর্ত্তির অভাব এবং সাধারণত অস্বাস্থ্য"। কেবল ইহাই নহে, তিনি আরও বলেন যে বৎসর দুই বিদ্যালয়ে থাকিলেই এই সুন্দর শিক্ষাপ্রণালীর পেষণযন্ত্রে পড়িয়া শতকরা একশতজন কুব্জ হইয়া পড়ে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। * শিক্ষিতাগণ যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন যে এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাঁহাদের যাহা কিছু রোগ হইবে, তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদের সন্তানগণের উপর নামিবে না। হার্বার্ট স্পেন্সর

* Education, Cheap Edition, PP. 169-90

একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন। স্পেন্সর আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে পুত্রেরা এই পেষণযন্ত্রে যত না কষ্ট পায়, কন্যাদিগের ততোধিক কষ্ট পাওয়া সম্ভব। * এই সকল দৃষ্টান্ত ও উপদেশ সত্ত্বেও যদি পুত্রকন্যাগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত না হয় এবং পিতামাতা যদি মোহবশত সেই পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হওয়াকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করেন, তবে আর আশা কোথায়? শীঘ্রই এক ভয়ানক সর্ব্বনাশ আসিয়া পাছে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা হয়। যে শিক্ষার বলে মানুষকে দেবতা করে, সেই শিক্ষার ফলে রোগ-আনয়ন হইতেই পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মানবজীবনের পূর্ণতাসাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া, হার্বাট স্পেন্সর এই কথা ঠিকই বলিয়াছেন। † এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভের উদ্দেশ্য স্মৃতিশক্তির ভারবাহী জন্তু অথবা এক খানি অভিধান মাত্র হওয়া নহে। তোমার খুব স্মৃতি-শক্তি রহিল, অনেক বিষয় তোমার কণ্ঠস্থ রহিল,তাহাতে তোমার নিজেরই এমন বিশেষ এল গেল কি, আর জগতেরই বা

* On women the effects of this forming system are, if possible, even more injurious than on men. Being in great measure debarred from those vigorous and enjoyable exercises of body by which boys mitigate the evils of excessive study, girls feel these evils in their full intensity. ibid P. 168.

† To prepare us for complete living is the function which education has to discharge,

তাহাতে এল গেল কি? তুমি যদি নিজেও শিক্ষাদোষে রুগ্ন-শরীর লইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারিলে না এবং অপরে-রও সুখে জীবনযাপন করিবার সহায় হইতে পারিলে না, তবে তোমার এ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ফল কি এবং শিক্ষার সাফল্যই বা হইল কোথায়? হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে যতদূর বুঝা যায়, নিজের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা এবং অপরের তদ্বিষয়ে সহায় হওয়া, এই দুইটীই জীবনের পূর্ণতাসাধনের প্রধান উপা-দান, এবং আমরাও তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সায় দিতেছি। অবশ্য "সুখ" কথাটী সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। স্পেন্সর "Happiness" কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন; * আমা-দের বোধ হয়, ইহার প্রতিশব্দে উপনিষদের ভাষায় "আনন্দ" শব্দ ব্যবহার করিলে সঙ্গত হয়। স্ত্রীলোকের মাতৃত্বেই জীবনের পূর্ণতাসাধন হয়—ইহারই মধ্যে তাহাদের নিজের আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ও তদ্বিষয়ে অপরের সহায় হওয়া, এই উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই আনন্দের মূল কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা স্পেন্সরের নিকট প্রাপ্ত হই না। উপনিষদের নিকটে আমরা এই মহান প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর অতি স্পষ্টভাষায় প্রাপ্ত হই—উপনিষদ বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন—আনন্দং বৈ ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। আনন্দকে মূলভিত্তি করিয়া জীবনযাপন করিতে গেলে দেখিতে পাই যে মূলে ব্রহ্মকেই ভিত্তি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তবেই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতেছি যে জীবনের পূর্ণতাসাধন অথবা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যসাধন করিতে ইচ্ছা

* Education, Cheap Ed. P 7.

করিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কারণ ব্রহ্মবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে ব্রহ্মকে জীবনের কেন্দ্ররূপে অবলম্বন করা যায় না। রমণীর মাতৃত্বেরও উপাদান আনন্দ, সুতরাং তাহারও অবলম্বনভূমি এই "আনন্দং বৈ ব্রহ্ম।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্রহ্মবিদ্যালাভ। ব্রহ্মবিদ্যালাভে ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিলে পুরুষের পিতৃত্ব ও রমণীর মাতৃত্ব স্বভাবতই পরিস্ফুট হইবে। সকল বিদ্যাই যে সেই প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় ব্রহ্মেরই দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে, ঋষিরা তাহা বুঝিয়া বলিলেন যে "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মচর্য্যের বলে বলীয়ান ও পরিশুদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরাও বলি যে, ঋষিপ্রদর্শিত এই বিশুদ্ধ পথে চলিলে পুরুষের পিতৃত্ব ও রমণীর মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আবার ভারতে সেই পুরাতন ব্রহ্মচর্য্যের যুগ ফিরিয়া আসুক।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে ইংলণ্ডের অন্যতম জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রসকিনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অংশের উপসংহার করিব—তিনি অনেকটা আর্য্যভাবের প্রতি অগ্রসর হইয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি মহাত্মাগণ পাশ্চাত্যপ্রথানুসারে দার্ষ্টান্তিক বা বৈজ্ঞানিক (Inductive or Scientific method) প্রণালী অনুসরণ করিয়া মূলত যেরূপ শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, ধর্ম্মপ্রবণ রসকিন আর্য্যপ্রথানুসারে আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া অবরোহ প্রণালী (Deductive method) অনুসরণ

করিয়া সেই একই শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়। তিনি হৃদয়ের সরল ভাষায় বলিয়াছেন যে "যে শিক্ষার ফলে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের কর্ম্ম বুঝিয়া সাহায্য করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই তাহাদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই শিক্ষাও আবার হৃদয়ের কোমলভাষায় অতি কোমল-ভাবে দিতে হইবে। * * * নানা শাস্ত্রের অভিধান হইবার অপেক্ষা যাহাতে স্ত্রীলোকেরা সাময়িক দুঃখবিপদের সহিত সহানুভূতি করিবার শিক্ষা পায় এবং জগদীশ্বরের বিশ্বজগতের নিকট এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকরত্ব যাহাতে উপলব্ধি করিয়া জগতের অধিবাসীমাত্রেরই উপর প্রীতি সমভাবে বিস্তৃত করিতে পারে,—যাহাতে সকলেরই দুঃখমোচনের জন্য ভগবানের নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিক্ষাই স্ত্রীলোকের উপাদেয়।" *

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক চতুর্দ্দশ আলোচনা সমাপ্ত।

---

* "All such knowledge should be given to her as may enable her to understand, and even to aid, the work of men and yet it should be given, not as knowledge,—not as if it could be for her an object to know ;

but only to feel, and to judge. * * * It is of no moment as a matter of pride or perfectness in herself, whether she knows many languages or one ; * * * it is of no moment to her own worth or dignity that she should be acquainted with this science or that ; * * * it is of little consequence how many positions of cities she knows, or how many dates of events,or names of celebrated persons —it is not the object of education to turn the woman into a dictionary. * * * But, chiefly of all, she is to be taught to extend the limits of her sympathy, with respect to that history which is being for ever determined as the moments pass, in which she draws her peaceful breath ; and to the contemporary calamity, which, were it but rightly mourned by her, would recur no more hereafter. * * * She is to be taught somewhat to understand the nothingness of the proportion which that little world in which she lives and loves, bears to the world in which God lives and loves:—and solemnly she is to be taught to strive that her thoughts of piety may not be feeble in proportion to the number they embrace, nor her prayer more languid than it is for the momentary relief from pain of her husband or her child,when it is uttered for the multitudes of those who have none to love them,—and is "for all who are desolate and oppressed."

অথ তৃতীয় বিভাগ।

পঞ্চদশ আলোচনা—গৃহ্যঅনুষ্ঠানে স্ত্রীস্বাধীনতা।

স্ত্রীবিদ্যালয়ে অথবা গৃহে পুস্তকাদির উপর নির্ভর করিয়া যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত দেখিতেছি, তাহারই বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু গার্হস্থ্য আচার ব্যবহারে যে স্ত্রীশিক্ষা হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। গার্হস্থ্য আচার ব্যবহার স্ত্রীলোকের একটী বিশেষ শিক্ষাস্থল, কারণ তাহার অনুষ্ঠানাদিতে প্রধানত স্ত্রীলোকেরই সহায়তা আবশ্যক। গার্হস্থ্য আচার ব্যবহারকে একপ্রকার বংশানুগত স্ত্রীবিদ্যালয় বলিলেও বলা যায়। দৃষ্টান্তদ্বারা একটুখানি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আচার ব্যবহারের মধ্যে বিবাহাদি গৃহ্যঅনুষ্ঠান সমূহই শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়াছে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বক্তব্য বিষয় বিশদ হইবে। আমাদিগের বিবাহের পর যখন নবাগত বধূ স্বামীগৃহে গৃহীত হয়েন, তখন বধূর ক্রোড়ে সেই গৃহের কোন শিশুপুত্র ক্ষণকালের জন্য রক্ষিত হইবার একটী প্রথা আছে। এই প্রথা গোভিল গৃহ্যসূত্রে মূলবিবাহ অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বর্ত্তমানে স্ত্রীআচারের অংশমাত্রে পরিণত হইয়াছে। যাহাই হউক, এই প্রথার মধ্যে কেমন সুমিষ্ট গার্হস্থ্যভাবের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—ইহার মধ্যে কেমন একটী সুকোমলভাব বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের নবাগত বধূগণকে স্বামীগৃহের শিশু-

সন্তান প্রভৃতির জন্য স্বীয় স্নেহউৎস সকল উৎসারিত করিতে শিক্ষা দেয়। আমাদের অনুষ্ঠান সমূহের এইরূপ কোমলভাবপূর্ণ আচার ব্যবহার সকল কত পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে কোমলতায় কেমন সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত স্বদেশীয় আচার ব্যবহার আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই দুই বিরোধী সম্প্রদায় চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়—এক সম্প্রদায় স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, ইহাঁরা সমস্ত গার্হস্থ্য ব্যাপারে অল্পাধিক পরিমাণে বিলাতের নূতন আমদানী স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন; দ্বিতীয় সম্প্রদায় স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী, ইহাঁরা গতানুগতিক ভাবে আমাদের গার্হস্থ্য ক্রিয়াকলাপে, আচার ব্যবহারে যে মুসলমানী জেনানা প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই রক্ষা করিতে চাহেন, সামান্য পরিবর্ত্তনের নামে খড়্গহস্ত, কিন্তু কালের নিয়তিক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছেই, তাঁহারা সে পরিবর্ত্তন প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত ধারণায় চলিয়া দেশের যে অনিষ্টসাধন করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য। উভয় সম্প্রদায়েরই অপ্রীতিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এই বিষয়ের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিতেছি। ব্রহ্মকে এবং তদবলম্বিত মাতৃত্বকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া আমরা মুসলমানদিগের নিকটে ধার লওয়া জেনানাপ্রথাকেও অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, এবং বিলাতের জঞ্জাল হইতে সমানীত স্বাধীনতা নামীয় স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্যবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া ততোধিক সশঙ্কিত হইতেছি। আমরা শাস্ত্রে রমণীর অবরোধ

প্রথা বিষয়ক আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি যে ঋষিরা উভয়ের মধ্যে কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইয়াছিলেন এবং সকলকে সেই ঋষিপ্রদর্শিত সামঞ্জস্যেরই পথে বিচরণ করিতে পরামর্শ দিতেছি।

মুসলমানী জেনানা অথবা কঠোর অবরোধপ্রথার ফলে সমাজের যেরূপ নির্জীব অবস্থা আসিতে পারে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু আমরা ইহা বলিতে পারি যে, যে হিন্দুজাতি পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী ও স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী দিয়াছেন এবং যে হিন্দুজাতি শাস্ত্রগ্রন্থে ও আচার ব্যবহারে স্ত্রীলোককে মাতৃচক্ষে দেখিতে আশৈশব শিক্ষা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে স্ত্রীজাতিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরীর মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যরূপ করিয়া রাখিয়া অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিমগ্ন রাখা কর্ত্তব্য নহে। যখন রাজপুত বীররমণীগণ ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রগণকে অতুল উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, যখন বীর রাজপুত ও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে কদাচিৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেও স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট মুখপ্রদর্শন করিতে নিতান্তই সঙ্কোচবোধ করিতেন এবং যখন এই পৃষ্ঠপ্রদর্শনের তীব্র যন্ত্রণার উপরে রাজপুতরমণী আপনার স্বামীকেও বলিতে পারিয়াছিলেন "আমার স্বামী কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, আমার স্বামী নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন," সেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও হিন্দুরমণী মুসলমানী জেনানাপ্রথার পেষণ যন্ত্রের নিম্নে সম্পূর্ণ পতিত হয়েন নাই এবং তখনও হিন্দুভারতের শরীরের বল ও মনের বীরত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আর সেই পুরাতন বৈদিক

কালে যে স্ত্রীজাতির কিরূপ স্বাধীনতা ছিল, পূর্ব্বে যথাস্থানে তাহা সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে; আমরা দেখিয়াছি যে ধর্ম্মকার্য্যের উদ্দেশ্যে স্ত্রীজাতির বিশেষ স্বাধীনতা ছিল এবং আবশ্যক হইলে বৈদিক রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহণে উপস্থিত হইয়া শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না—ঋষিরাও তজ্জন্য কিছুমাত্র অপ্রশংসা করেন নাই বরঞ্চ প্রশংসাই করিয়াছেন। অনুসন্ধানে যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে মুসলমান প্রভাবের পূর্ব্বে ভারতে জেনানা নামক অপরূপ পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই। এইখানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে মুসলমানী জেনানা বা কঠোর অবরোধ প্রথা এবং শাস্ত্রীয় অবরোধপ্রথা অথবা বৈদিক স্ত্রীস্বাধীনতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান।

অপরদিকে বিলাতের আমদানী নূতন স্ত্রীস্বাধীনতার বয়ঃকাল অনধিক চল্লিশ বৎসর মাত্র। সিবিল সর্বিস পরীক্ষায় ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উত্তীর্ণ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া যখন স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র বোম্বাই অঞ্চলে লইয়া গেলেন, সেই সময় হইতেই বলিতে গেলে বর্ত্তমান স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত হইল। সেই সময়ে কলিকাতা ও বোম্বাই রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে সপত্নীক ষ্টিমারে সমুদ্রপথে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের নিকট পত্নীকে প্রকাশ্যভাবে ষ্টিমারে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে সম্মতি না পাইয়া "ঘেরাটোপ" বিশিষ্ট পাল্কীতে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে সত্যেন্দ্রনাথ

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া লাটসাহেবের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া সস্ত্রীক গমন করেন—এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীস্বাধীনতার ধূয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।* ইহার প্রভাব ব্রাহ্মদিগের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইয়াছে—বলিতে সঙ্কোচ হয়, কতকস্থলে অযথা প্রভাবও দৃষ্ট হয়। ভক্তিভাজন পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহোদয় একবার ঢাকা অঞ্চলে এক ব্রাহ্মের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। আহারাদির পর উক্ত ব্রাহ্মমহাশয় তাঁহার পত্নীকে রাজনারায়ণ বাবুর নিকটে পরিচিত করিয়া দিবার মানস করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তখনও অবরোধপ্রথা-জনিত লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া কিছুতেই অপর ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইতে পারিতেছিলেন না। একদিকে স্ত্রীর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, অপরদিকে স্ত্রীর অবরোধ ও তদানুসঙ্গিক লজ্জা ভাঙ্গিতে স্বামীর নূতন উৎসাহ; এইরূপে ক্রমে স্বামীস্ত্রীতে মহাদ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল এবং একটা মহাকলরব রাজনারায়ণ বাবুর কর্ণে পৌঁছিল। তখন এই প্রকার বল-প্রকাশে যে অবরোধ প্রকৃত ভাঙ্গা যায় না এবং ইহাতে যে বিশেষ কুফল হইবারই সম্ভাবনা, এইরূপ নানা উপদেশের দ্বারা রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার উৎসাহী ব্রাহ্মবন্ধুকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত করিতে সমর্থ হয়েন। আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। এই স্ত্রী-স্বাধীনতার ধূয়ার ফলে প্রস্তাব হইল যে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীলোকের জন্যও সদ্বিষয়ক বক্তৃতাদি শুনিবার স্থান রাখা কর্ত্তব্য। আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের পশ্চাদ্ভাগে কতক স্থান পর্দা প্রভৃতি দ্বারা

* Autobiographical notes by Satyendra N. Tagore Esq. I. C. S. 5.

আবৃত করিয়া স্ত্রীলোকের জন্য স্থান করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কেশববাবু আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর তাঁহার দলস্থ কতকগুলি ব্রাহ্ম সমাজগৃহে স্ত্রীলোকের প্রকাশ্যে স্থান করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা এখানে আলোচনা করিতে চাহি না, ইহা যে ব্রাহ্মসমাজে গৃহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই বলিতে চাহি।

বর্ত্তমান স্ত্রীস্বাধীনতার ফলের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে গৃহ্যঅনুষ্ঠান, সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সাংসারিক কার্য্য এই চারিটী বিষয়ে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রভাব আলোচনা করিতে হইবে। গৃহ্যঅনুষ্ঠান, ধর্ম্মপ্রভৃতি পরস্পর এত সংশ্লিষ্ট যে অনেক স্থলেই ইহাদিগকে পৃথকভাবে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে একত্র আলোচনা করিতে হইবে। আমরা গৃহ্যঅনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিব বটে, কিন্তু আলোচনাস্থলে যখন যেভাবে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, তাহাই আমাদিগের গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয় হইবে।

হিন্দুর সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান গর্ভাধান; এই অনুষ্ঠান অনেকে অশ্লীল বলিয়া মনে করেন আমি তাহা মনে করি না। এই অনুষ্ঠান বালকের অনুষ্ঠেয় নহে এবং ইহার বিবরণ বালকের পাঠ্য নহে স্বীকার করি। কিন্তু যে বয়সেও অবস্থায় শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পড়ান যায় এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে দূষণীয় বিবেচিত হয় না, সেই বয়স ও অবস্থায় যে ইহা অনুষ্ঠেয় তাহা বলা বাহুল্য এবং তখন ইহার বিবরণ

পাঠ করিলেও দোষের বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তন্ত্রে যেমন পাকা মাতাল ও বদমায়েসদিগের সুমতি ক্রমে ক্রমে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যতটুকু মদ্যে বুদ্ধি বিচলিত হয় না, ততটুকু মদ্যের ব্যবস্থা এবং শক্তিসাধনায় পরস্ত্রীকে স্পর্শ বিনা ও কামুকভাবে চিন্তা বিনা সাধনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ মৈথুনধর্ম্মী জীবের কামভাব দমনের জন্যই গর্ভাধান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচনা হয়। সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্ব্বাবধি সীমন্তোন্নয়ন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে এই সকল অনুষ্ঠান পিতা-মাতাকে কি প্রকার ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে পারে, তাঁহাদের হৃদয় কি প্রকার উচ্চভাবে পূর্ণ করিতে পারে। বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রণালীমত পুরোহিতদিগের সঙ্গে "সাপের মন্ত্রের" ন্যায় অবোধগম্যরূপে মন্ত্রগুলি আওড়াইবার পরিবর্ত্তে যদি পিতামাতা মন্ত্রগুলির অর্থ হৃদগত করিয়া পাঠ করেন, তবেই বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। সীমন্তোন্নয়নের একটী মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয় যে "আমাদিগকে সহস্রপোষী পুত্র প্রদান কর।" কেন?—প্রার্থনার উপযুক্ত অন্যান্য অনেক বিষয় ছিল, কিন্তু সহস্রপোষী পুত্রের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন কি? একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে এই প্রকার মন্ত্র পিতা-মাতাকেও দানশীল ও পরদুঃখে সহানুভূতিবিশিষ্ট হইতে কেমন সহজে শিক্ষা দিতেছে। অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে এখানে উদ্ধৃত হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানবান্ পাঠকমাত্রেই দেখিবেন যে এই অনুষ্ঠানগুলিতে কেমন একটী কোমলভাব, ধর্ম্মের কেমন একটী শান্তভাব ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং তাহা অনুষ্ঠাতা

পিতামাতার হৃদয়কেও যে সহজে সিক্ত করিতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ধর্ম্মে যাহাদের আহার বিহার, ধর্ম্মে যাহাদের স্বপ্নজাগরণ, সেই হিন্দুজাতির অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া আত্মাভিমান পরিতৃপ্তির জন্য উদ্যুক্ত নহি; যাহাতে আত্মমর্য্যাদা না ভুলিয়া যাই, পিতৃপুরুষদিগের প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম রত্নসকল পায়ে ঠেলিয়া নকল রত্নের সেবায় আত্মহারা হইয়া না যাই, তাহারই জন্য এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ। আমাদিগের এই অনুষ্ঠানগুলির সহিত তুলনীয় দূরে থাক্ ইহাদিগের সদৃশও কোন অনুষ্ঠান পাশ্চাত্যজাতি সমূহে প্রচলিত নাই।

সন্তানপ্রসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতামাতাকে সংযম, উদারতা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান গুলির উদ্দেশ্য দেখা যায়। সন্তানপ্রসবের পর আবার জাতকর্ম্ম অবধি অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত সন্তানের শৈশবাবস্থায় অনুষ্ঠেয় সংস্কারগুলিও আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সেই সকলের মধ্যে সন্তানবাৎসল্যের গঙ্গাস্রোত কেমন অব্যাহতরূপে প্রবাহিত রহিয়াছে। সন্তান জন্মগ্রহণমাত্র পিতা যখন সেই প্রার্থনা করেন "মিত্রাবরুণ তোমাকে মেধা দিউন, অগ্নি তোমাকে মেধা দিউন, অশ্বিগণ তোমাকে মেধা দিউন," সকলের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার নিজের হৃদয় সেই আদিকালের ঋষিদিগের গভীর সন্তানবাৎসল্য অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্যদিগের নবজাত সন্তানকে খৃষ্টান করিবার প্রথা (christening ceremony) কতকটা জাতকর্ম্মের কাছাকাছি যায়, কিন্তু তদ্ব্যতীত তাহাদিগের অন্য কোন প্রকার কৈশোর সংস্কার দেখা যায় না। শিশুর উপরে, পিতামাতার উপরে সংস্কারের প্রভাব

বিস্তৃত হইয়া যে সুফল প্রসব করে, তাহা এখনও পাশ্চাত্য-জাতির সম্পূর্ণ বুদ্ধিগম্য হয় নাই। তাঁহারা বহির্মুখী বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে বলিলেন যে সন্তানদিগকে শৈশবকালে যে অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে এবং যে শিক্ষা দিবে, তাহাই তাহাদিগের অন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত থাকে। আমাদের ঋষিরা অন্তর্মুখী দৃষ্টিবলে সংস্কারতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া একেবারে সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া শিশুকে ধর্ম্মশিক্ষার মধ্যে নিমগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন—সেই স্নান, সুন্দর পট্টবস্ত্র পরিধান, সেই ধূপধূনার পবিত্র গন্ধ, সেই শুভপবিত্র মন্ত্রের স্বরসংযোগে পাঠ, এবং সেই পিতামাতার, আত্মীয়স্বজনের আন্তরিক শুভাশীর্ব্বাদ, এই সকল যে শিশুর মনে কার্য্য করিতে থাকে, পাশ্চাত্য রীতিনীতি-পক্ষপাতী কয়জন ব্যক্তি তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিতে পারেন অথবা করেন।

কৈশোর কাল অতীত হইলে সন্তান বাল্যে পদার্পণ করিয়া যখন বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিবে, তখন কি হিন্দু পিতামাতা ভগবানের নাম গ্রহণ বিনা তাহা আরম্ভ করিবার অনুমতি দিতে পারেন? পিতামাতা অনুমতি দিতে পারেন না, এবং আচার্য্যদেব আরম্ভ করিতে দিবেন না। আমি পূর্ব্বের নিয়মের কথা, ঋষিপ্রদর্শিত প্রকৃষ্ট পথের কথা বলিতেছি, বর্ত্তমানের অর্থলোলুপ পিতামাতা বা আচার্য্য পুরোহিত প্রভৃতির কথা বলিতেছি না। প্রার্থনা করি যে সেই পুরাকাল, ঋষিদিগের জাগরণকাল, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন-কাল পুনরায় আবির্ভূত হউক। বাল্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ম্ম বিদ্যাশিক্ষাব্রতে সন্তান যখন প্রথম বৃত হইবে, তাহার

পূর্ব্বে যাহাতে তাহার উপনয়ন প্রদান করিয়া, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনের গুরুতর দায়িত্ব সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া গুরুগৃহে প্রেরণ করা হয় ঋষিরা তাহারই সুন্দর একটী ব্যবস্থা করিলেন। শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি যে পুরাকালে বালকবালিকার নির্ব্বিশেষে উপনয়ন-ব্যবস্থা ছিল এবং বর্ত্তমানে তাঁহার ব্যতিক্রম করিবার কোনই কারণ দেখি না। তবে একটী কথা এই যে আজকাল পূর্ব্বের ন্যায় গুরু পাওয়া দুর্লভ, সুতরাং সাধারণত গুরুগৃহবাস বর্ত্তমানে অসম্ভব। ঋষিরা যেমন উপনীতা ব্রহ্মচারিণী বালিকার গুরুগৃহে বাস বিপজ্জনক বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে গৃহবাসেরই বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থায় উপযুক্ত গুরুর অভাবে ব্রহ্মচারী বালকদিগেরও পক্ষে গৃহবাসই বিধেয় হইতে পারে, কিন্তু উপনয়নের আনুষঙ্গিক ভৈক্ষচর্য্য প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সকল পালন করিলে সুফলেরই সম্ভাবনা অধিক। পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে এই অনুষ্ঠান সদৃশ কোন অনুষ্ঠানই নাই, তাই আমরা ইংরাজী পুস্তকাদিতে দেখি যে বিলাতে ছাত্রেরাই বিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রভু, শিক্ষকেরা তাহাদের সম্পূর্ণ অধীন। তথায় ছাত্রেরা অনেকস্থলেই শিক্ষকদিগের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করে না এবং আমাদের দেশেও বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই বিষয়ে "অনুকরণ" করিতে যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ইহার অনেক গুলি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেখিয়াছি যে ছাত্রেরা অপ্রীতিভাজন শিক্ষককে পাদুকাপ্রহারের ভয়প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। নব্যভারতের এইরূপ শিক্ষার সহিত উতঙ্কোপাখ্যান প্রভৃতি সেই পৌরাণিক উপাখ্যান

সমূহে উপদিষ্ট শিক্ষার তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে যে আমাদের আদর্শ কত উচ্চ—গুরু যাহা আদেশ করিবেন, শিষ্য তাহা প্রাণ দিয়াও সম্পন্ন করিবে, ইহাই প্রাচ্য গুরুভক্তির আদর্শ। আবার উপনয়নকালে উপনীত ব্যক্তিকে যথাক্রমে মাতা, আত্মীয়াগণ, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাতে বালকগণের স্ত্রীজাতিকে অন্ন শ্রেষ্ঠ চক্ষে দৃষ্টি করিবার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। ব্রহ্মচারী বালক বালিকা যখন ব্রহ্মচারীদিগের চিরপরিচিত গৈরিক বসনে মাতার নিকটে, পিতার নিকটে "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া প্রথম উপস্থিত হয়, সে দৃশ্য কি মনোহর! হা হতভাগ্য ভারত-ভূমি! এমন সুন্দর প্রথাসকলও লোকে হেলায় দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ বালকবালিকা লইয়া সম্পাদিত হয়, সুতরাং এখানে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া মারামারি হইবার কোনই কথা নাই। পাঁচসাত বৎসরের অবিবাহিতা কুমারী বালিকা যদি স্বাধীনভাবে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে যাতায়াত করে, তাহাতে কেহই কোন আপত্তি উপস্থিত করিতে পারে না। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী কোন ব্যক্তি স্ত্রীস্বাধীন-তার অভাব বলিয়া এই সকল অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত নহেন; কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং পৌরোহিত্য স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী এইরূপ জটিল তর্কপরম্পরার ফলে তাঁহারা এই সকল পরিত্যাগ করিতে উদ্যুক্ত হয়েন। স্ত্রীস্বাধীনতার সহিত এই সকল অনুষ্ঠানের বিশেষ সম্পর্ক না থাকিলেও যখন তাহার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই এই সকল অনুষ্ঠানও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত,

তখন তজ্জন্ত ভালমন্দ ফলাফল অন্তত আংশিক পরিমাণে আমাদের ভোগ করিতে হইতেছে, এই কারণে এই সকল অনুষ্ঠানেরও বিষয়ে কতক কতক উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু বলিতে গেলে বিবাহই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান, কারণ বিবাহ সম্পন্ন না হইলে পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার অনুষ্ঠানই সাধ্যায়ত্ত হয় না। এই কারণে বিবাহ সম্পর্কেই স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া যত বিবাদ কলহ, মত মতামত এবং যত ফলাফল বিচার দৃষ্ট হয়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে গৃহঅনুষ্ঠানে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ক পঞ্চদশ আলোচনা সমাপ্ত।

ষোড়শ আলোচনা—বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা।

উপনয়ন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান সকল দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের অনুষ্ঠান, সার্ব্বভৌমিক অনুষ্ঠান নহে। এই অনুষ্ঠানগুলি অন্যান্ত জাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেও যে মঙ্গল প্রসব করিত, তাহা বলা বাহুল্য—এই সকল অনুষ্ঠান ঘটনাক্রমে সাম্প্রদায়িক হইলেও ইহাদের মূলপ্রাণ সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু বিবাহ, কি প্রাচ্যদেশে, কি প্রতীচ্যভূমিতে, সর্ব্বত্রই প্রচলিত; বৈবাহিক অনুষ্ঠানের বাহিক আকার প্রকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার হইলেও সকল দেশেই বিবাহ অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে

আমাদের বিবাহে প্রধানত পাশ্চাত্য স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব এবং পাশ্চাত্য বিবাহে প্রধানত প্রাচ্য অবরোধপ্রথার অভাব বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয় প্রকৃত হিন্দুবিবাহে সংযমের একটা কমনীয় দৈবভাব এবং পাশ্চাত্য বিবাহে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্যের দানবীয় ভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানেই এই দৈবভাব পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহেই ইহার প্রকাশ ও প্রচার সমধিক ঘটে। বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল অনুষ্ঠানগুলিই প্রায় বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়—সেই সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিবাহকালের ন্যায় অধিক লোক নিমন্ত্রিত হয় না, সুতরাং সেই সকল অনুষ্ঠানের কমনীয় ভাব পরিবারের বাহিরে তত প্রকাশ পায় না। বিবাহোপলক্ষে বহুলোক নিমন্ত্রিত হওয়াতে এই অনুষ্ঠান কালেই আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানের কমনীয়ভাব সমধিক পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষভাবে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানটী সম্যক্ আলোচনা করিলে ইহাতে ঋষিদিগের সৌম্যমূর্ত্তি দর্পণের ন্যায় প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকা যায় না। এই অনুষ্ঠানের কোন্ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ অংশ গ্রহণ করিয়া এই মধুর, কোমল ও শান্তভাব প্রত্যক্ষ করাইব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। যখন বধূ ধ্রুবনক্ষত্র দর্শনে বলেন, "ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং"; ১ যখন জামাতা বধূকে আশীর্ব্বাদ করেন "ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং॥"২

---

১ "তুমি ধ্রুব, আমিও পতিকুলে ধ্রুব হই। ২ দ্যুলোক ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্বজগৎ ধ্রুব; এই পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব।

যখন বরবধূ মিলিতভাবে সপ্তপদীগমনে ভগবানের নিকটে এক একটী প্রার্থনা সহকারে এক একটী পদক্ষেপ করিয়া সপ্তম পদক্ষেপে পরস্পরের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, তখন বর্ত্তমান কালের তীব্র কুটিলতার মধ্যেও কি একবার সেই পুরাকালের পট্টবস্ত্রপরিহিতা সলজ্জা বধূর মধুর মুখচ্ছবি নয়নসম্মুখে উপস্থিত হয় না? এই সপ্তপদীগমন এত মনোহর যে একবার পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ সার ফিটজ্ জেম্‌স্ ষ্টিফেন (Sir Fitz James Stephen Bart) বড়লাটের কৌন্সিলের সদস্য থাকিবার কালে কোন বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিয়া এই সপ্তপদীগমন দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বদেশে ইহার প্রচলনের চেষ্টা করিবেন। অবশ্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হউন, অথবা তৎবিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টা নাই করুন, তাহা ভিন্ন কথা; কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছা প্রকাশে ইহা বুঝিতেছি যে এই প্রথার সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে পৌঁছিয়াছিল। আমরাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে স্বদেশীয় বিদেশীয় যে কেহ ইহা দেখিবেন, তিনিই ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন।

অপর দিকে পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করিলে তাহার নীরস চুক্তিভাবই প্রথমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমেই বরকন্যা বন্ধুবান্ধবের সহিত সভাস্থ হইলেই পুরোহিত গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে প্রজাবৃদ্ধি, ভ্রূণহত্যা নিবারণ (যাঁহারা leg অথবা পা কথাটী উচ্চারিত হইলে, তীব্র সূক্ষ্মকণ্ঠে কাতরধ্বনি করিতে করিতে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া যান অথবা হইবেন ধরিয়া লওয়া যায়, তাঁহারা এই কথাটী কেমন

করিয়া যে নীরবে গলাধঃকরণ করেন, তাহাই আশ্চর্য্য) প্রভৃতির জন্য বিবাহের সৃষ্টি এবং তৎপরে একবার সভারূঢ় সভ্যগণকে, দ্বিতীয়বার বর ও কন্যা উভয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে তাঁহাদের বৈধবিবাহের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি আছে কিনা, অর্থাৎ সহজ কথায় জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে বর ও কন্যা উভয়ে কামজ মোহে মুগ্ধ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিবাহ করিতেছে কি না। কিন্তু কে এমন মূর্খ আছে যে আপত্তি থাকিলেও বিবাহ সভায় তাহার উত্থাপন করিবে— বর ও কন্যা তো নিশ্চয়ই নহে। নিজের দোকানের বিষয় কি কোন দোকানদার কখনও মন্দ বলে? আমাদিগের অনুমতি গ্রহণ একটু পৃথক্ ভাবাপন্ন ও বিনয়নম্র। যাই হোক, এই প্রকার বক্তৃতার পর বৈবাহিক চুক্তির সূত্রপাত। পুরোহিত বরকে জিজ্ঞাসা করিবেন "তুমি কি ইহাঁকে আপনার বিবাহিত পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, প্রীতি করিবে, সম্মানরক্ষা করিবে, রোগে ও আরোগ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এবং যাবজ্জীবন অন্য স্ত্রীলোক পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁতেই অনুরক্ত থাকিবে?" * বর এই চুক্তিতে স্বীকৃত হইলে কন্যাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি ঠিক ঐ চুক্তিতে স্বীকৃত কি না। তবে কন্যার পক্ষে অধিক এইটুকু স্বীকার করিতে হয় যে তিনি স্বামীর আজ্ঞাবহ থাকিবেন এবং তাঁহাকে সম্মান করিবেন। কন্যার এইরূপ আজ্ঞাবহ থাকিবার কথা শুনিয়া যেন কেহ পাশ্চাত্য বিবাহকে শিরোধার্য্য করিয়া না বসেন। কন্যা

* পাশ্চাত্য বিবাহের বিবরণ "The Book of Common Prayer" (The Church of England revised edition) হইতে গৃহীত।

ঐ প্রকার চুক্তিতে বাধ্য থাকিতে অঙ্গীকার করিলে পুরোহিত বরকে পুনরায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাইবেন যে "আমি অমুক অমুকী তোমাকে আমার বিবাহিত পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং অদ্য হইতে সুখে দুঃখে, সম্পদে অভাবে, রোগে নিরাময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী আমাদিগের জীবিতকাল পর্য্যন্ত প্রীতি করিতে ও পোষণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি।" পরে কন্যাও ঐ একই প্রকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবেন—অধিক কেবল আজ্ঞাবহ থাকিবার কথা। এই পর্য্যন্ত বরকন্যার প্রতিজ্ঞা-বিনিময় সমান হইল, কাহারও কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু ইহার পর বরকে যাহা বলিতে হয় তাহা ঘোর আপত্তিজনক, কারণ তাহার বিনিময়ে বর কন্যার নিকট হইতে কোন সদৃশ প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হন না—বেচারা বর যেন কিছু "ফাউ" দিতে বাধ্য। বর কন্যার কোমল অঙ্গুলিতে বৈবাহিক অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিলে পুরোহিত বরকে বলাইবেন "এই অঙ্গুরীয়কের দ্বারা আমি তোমাকে বিবাহ করিতেছি, আমার শরীরের দ্বারা আমি তোমাকে পূজা করি, এবং আমার সমস্ত পার্থিব ধনসম্পত্তি তোমাকেই অর্পণ করিতেছি।" রাজা দুষ্মন্তও এইরূপে শকুন্তলার কোমল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনিও লোভপ্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই যে শকুন্তলা তাঁহাকে বিবাহ করিলে তাঁহার অগাধ বিষয়-সম্পত্তি করায়ত্ত হইবে; কেবল তাহাই নহে, শকুন্তলা তাঁহার সপত্নীদিগেরও প্রভু হইবেন—সাধারণতঃ পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লোভনীয় সামগ্রী ছিল কি না সন্দেহ।

পাশ্চাত্য বিবাহপদ্ধতির বরকৃত সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা দুইটী বিষয় প্রাপ্ত হইতেছি—এক, ইহা বিসদৃশ চুক্তি-মূলক; দ্বিতীয়, ইহা পার্থিবভাবেই পরিপূর্ণ, পাশ্চাত্যেরা বিবাহের আদর্শ এখনও ধরিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দেখিয়া কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে পাশ্চাত্য বিবাহপদ্ধতির মূলপ্রাণ চুক্তি—নামে মাত্র পুরোহিত একবার জিজ্ঞাসা করেন যে "কে এই কন্যাকে এই বরের সহিত বিবাহে সম্প্রদান করিতেছে" এবং পিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে কেহ উঠিয়া বলেন যে "আমি সম্প্রদান করিতেছি।" প্রকৃত-পক্ষে কন্যার স্বেচ্ছাধীনতায় চুক্তিস্বীকার করাই পাশ্চাত্য বিবাহের প্রধান হইতে প্রধানতম অঙ্গ হইয়া পড়িতেছে—একটী বন্ধু অথবা উকীল মোক্তারকে দাঁড় করাইতে পারিলেই সম্প্রদানের জন্য ভাবিতে হয় না, হিন্দুদিগের ন্যায় বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই যে পিতার অভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইত্যাদিক্রমে সম্প্রদাতা হইবেন। পাশ্চাত্য বিবাহ চুক্তিমূলক বলিয়াই পাশ্চাত্য জাতি অর্থদ্বারা সতীত্বের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়। একটী দরিদ্র রমণীর সতীত্বনাশে অপরাধীর হয়তো দুইশত টাকা দণ্ড হইবে, মধ্যবিত্ত রমণীর হইলে দুই সহস্র এবং ধনবতীর হইলে হয়তো কুড়ি হাজার টাকা দণ্ড হইবে—কিন্তু হায়! তাঁহাদের বুঝিতে এখনও বাকী আছে যে সতীত্বের পরিমাণ অর্থের দ্বারা হয় না। হিন্দুর কোমল প্রাণে চুক্তির এরূপ কঠোর নীরস ব্যবস্থা সহ্য হয় না।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যবিবাহ সম্পূর্ণই পার্থিবভাবে পরিপূর্ণ—একথা আমি পক্ষপাত সহকারে বলিতেছি না। বরকৃত সর্ব্ব-

শের প্রতিজ্ঞা যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই একথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ঋষিদিগের ব্যবস্থাফলে স্বামীস্ত্রীর এতদূর একত্ব সাধিত হয় যে তাঁহারা "ওগো, আমার সমুদয় ধনসম্পত্তি তোমার" এরূপ নীচ ও কঠোর উক্তি স্বামীর মুখ দিয়া বাহির করা আবশ্যক মনে করেন নাই। এরূপ উক্তির দ্বারা কি সূচিত হয় না যে "আমার ধনসম্পত্তি তোমার, কিন্তু আমার হৃদয় তোমার নহে—এক কথায় তুমি আমার সহভোগিনী, কিন্তু সহধর্ম্মচারিণী নহ?" পাশ্চাত্য বিবাহপদ্ধতির আঁতিপাঁতি খুঁজিয়া দেখিয়াও আমরা তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও সৌম্য-ভাবের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। আমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ পাশ্চাত্য বিবাহের কতকটা অনুরূপ। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা এই গান্ধর্ব্ব বিবাহকে ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহের মধ্যে পরিগণিত করিলেও অর্থাৎ ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশ-সাধন অপেক্ষা গান্ধর্ব্ব বিবাহ শতগুণে শ্রেয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাকে কামজ বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং অতি নিম্ন পদ প্রদান করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, প্রকৃত মনুষ্যের উপযুক্ত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে অভি-লাষী, তাঁহাদিগের পক্ষে এ বিবাহ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথে সংযত-ভাবে সর্ব্বদা চলিতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগেরই পক্ষে গান্ধর্ব্ববিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিধি করিয়া ঋষিরা তাঁহা-দিগের রক্ষাসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ত্রীস্বাধীনতাই পাশ্চাত্য বিবাহের এবং অবরোধপ্রথাই হিন্দুবিবাহের মেরুদণ্ড স্বরূপে দাঁড়াইয়া আছে।

আমাদের কন্যাকে পিতা, তদভাবে নিয়মানুযায়ী অপর কোন আত্মীয়স্বজন সম্প্রদান না করিলে তাহার বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হয়। সেই কন্যা কেবল পতির পক্ষে নহে, পতিকুলে ধ্রুব থাকিবে; সহস্রপোষী সন্তান প্রসব করিবে। পাশ্চাত্য কন্যা স্বনির্ব্বাচিত বরের সহিত পুরোহিতের নিকটে গিয়া এই ভাবে বলিলেন "আমি ইহাঁকে ইহাঁর জীবিতকাল যাবৎ স্বামীরূপে চিন্তা করিবার মৌখিক চুক্তি করিয়াছি, এখন পাকাপাকি লেখাপড়া করিতে মনস্থ করিয়াছি, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।" এই স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার ফলে কন্যাকেই অনেক সময়ে প্রতারিত হইয়া দুবিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কন্যা কামজবুদ্ধিতে পড়িয়া স্বেচ্ছায় একজনের সহিত বিবাহচুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া স্বামীর সহিত মধুনিশি (honey moon) যাপন করিতে চলিল। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দোকানে জিনিস কিনিতে গেলে অল্পদিনের মধ্যে দেখিতে পায় যে, হয় সে সম্পূর্ণই ঠকিয়াছে, অথবা সম্পূর্ণ আশার মত জিনিস পায় নাই। মধুনিশি পোহাইবার পূর্ব্বেই কন্যাও অনেকস্থলে দেখিতে পায় যে, হয় সদ্যপ্রাপ্ত স্বামী একেবারেই মন্দ অথবা সম্পূর্ণ মনের মত হয় নাই। তখন কন্যাকে স্ত্রীস্বাধীনতার ফলভোগে অনুতপ্ত হইতে হয়। এই দোকানদারীতে যে পুরুষেও অনেক সময়ে ঠকে না, তাহা নহে—কিন্তু তাহা এখানে বিচার্য্য বিষয় নহে। স্ত্রী এইরূপে প্রতারিত হইয়া কখন বা বিবাহভঙ্গের প্রার্থনা করিয়া আদালতে নালিশ করে এবং অধিকাংশ সময়ে পরস্পরে আদালতগ্রাহ্য কারণের অভাবে পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে ও দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য পরস্পরের

মরণ প্রার্থনা করে। স্বেচ্ছায় স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের জীবনসর্ত্তের যে চুক্তি লেখাপড়া (রেজেষ্ট্রী) হইয়া যায়, এক, আদালত উপযুক্ত কারণ পাইলে, নচেৎ মরণ, সেই চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। ভারতের দুরদৃষ্ট যে কতকগুলি কৃতী সন্তান হঠকারিতা-বশত নানা উপায়ে এদেশে পাশ্চাত্য বিবাহপ্রথার অনুকরণে নূতন বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত করাইলেন। এই নূতন প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট বয়স অবধি অভিভাবকের মত অপেক্ষা করিতে হয় বটে, কিন্তু ইহাতে সম্প্রদান-ব্যবস্থাও নাই, এবং এই প্রণালীকে আইনের উপযোগী যথাসম্ভব নীরস করা হইয়াছে। এই প্রণালীমতে কতকগুলি আদালতগ্রাহ্য সাক্ষীর সম্মুখে "তোমাকে স্বামী করিলাম" এবং "তোমাকে স্ত্রী লইলাম" এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল। কোন্ প্রাণে, কি কুহকে ভুলিয়া ভারতের কোমলপ্রাণ পুত্রকন্যাগণ পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে এই নীরসতম ধর্ম্মসম্পর্করহিত বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা আমি বুঝিতেই পারিতেছি না। ইহার গরলপ্রভাব বুঝিতে পারিয়া অনেকেই পশ্চাৎপদ হইতে ইচ্ছা করিলেও সেই স্বেচ্ছায় গলগ্রহীকৃত কঠোর পাশ হইতে মুক্ত হইবার উপায় পাইতেছেন না।

পাশ্চাত্য দেশে বর বিবাহের পূর্ব্বাবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দোকানদারের ন্যায় কন্যার মন ভুলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিবাহের পরেই অধিকাংশ স্থলে স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তখন কন্যার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়—ভাঙ্গিয়া যাইবারই কথা। বিবাহের সময় বর শেষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি স্বীয় শরীরের দ্বারা কন্যার পূজা করিবেন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি

তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন, কিন্তু বিবাহের পরেই প্রচলিত আইন অনুসারে স্বামী ইচ্ছা করিলে নিজধনের একটী পয়সাও স্ত্রীকে না দিতে পারেন; সহজ কথায় ইচ্ছা করিলে পাশ্চাত্য স্বামী স্ত্রীকে গাছে উঠাইয়া সিঁড়ি কাড়িয়া লইতে পারেন—এ অবস্থায় পাশ্চাত্য স্ত্রীর মন ভাঙ্গিয়া যাওয়া অথবা একেবারে বিদ্রোহী হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আমরা ধর্ম্ম ও আইনের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। হিন্দুর ধর্ম্ম ও আইনের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া ভারতে সামাজিক ও পারিবারিক তীব্র অশান্তির একান্ত অভাব। তবে যাঁহারা যতটুকু বিলাতী আদর্শে চলিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেরই ততটুকু পারিবারিক প্রভৃতি অশান্তি ভোগ করিবার সংবাদ পাওয়া যায়। হিন্দুর ধর্ম্মেও বলে যে স্ত্রী সর্ব্বদা বিনয়নম্র ও স্বামী প্রভৃতির অনুগত হইয়া চলিবে; বিবাহের সময়েও কন্যাকে সকল বিষয়ে স্বামীর অনুগত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হয় এবং হিন্দুর দায়ভাগ প্রভৃতি আইনেরও ব্যবস্থা-ফলে স্ত্রীকে স্বামী প্রভৃতির উপযুক্তরূপ অনুগত হইয়া থাকিতে হয়। এই কারণে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদের নালিশ করিবার প্রয়োজনও নাই এবং তদুপযোগী আইনও নাই।

হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ঔৎকর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য, বর্ত্তমানের কন্যাবিক্রয়, কন্যার সহিত কন্যাকর্ত্তারও যথাসর্ব্বস্ব হরণ প্রভৃতি প্রচলিত নৃশংস আগাছা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে আমাদের আদর্শ অতি উন্নত এবং আদর্শ উন্নত থাকাও উচিত। মনুষ্য সকল সময়ে উন্নত

পথে ঠিক থাকিতে পারে না. অপূর্ণ মানবের পতন মধ্যে মধ্যে অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যদি উন্নত আদর্শ নয়নের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আশা থাকে যে সময়ে এই আদর্শের পথে আবার চলা যাইতে পারে এবং সুতরাং উদ্ধারের আশাও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাই বলি যে ভারতের হিন্দুজাতির স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আদর্শ অতি উন্নত আছে, সেই কারণে হিন্দুভারতের উদ্ধারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই এবং সুতরাং আমার ক্ষীণকণ্ঠেও সকলকে সেই ঋষিপ্রদর্শিত উন্নত আদর্শের পথে চলিবার উপদেশ দিতেও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না—ক্ষান্ত থাকা পাপ-বোধ হয়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ক ষোড়শ আলোচনা সমাপ্ত।

সপ্তদশ আলোচনা—পাশ্চাত্য বিবাহে অনুরাগপ্রভাব।

ধরিতে গেলে পাশ্চাত্যদিগের, বিশেষত প্রটেষ্টাণ্টদিগের, বিবাহের অতিরিক্ত কোন ধর্ত্তব্য অনুষ্ঠান নাই। এই বিবাহ সম্বন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি যে পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ কতদূর পার্থিব এবং হিন্দুজাতির আদর্শ কতদূর স্বর্গীয়। আমরা পাশ্চাত্য বিবাহের আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিয়া

দেখাইব যে ইহার মধ্যে উদারভাবের, প্রশস্তহৃদয়ের বড়ই একটা অভাব, প্রত্যুত স্বার্থপরতার ছায়া ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটী মধুনিশি যাপন। সকলেই জানেন যে পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের পরেই স্বামী ও স্ত্রীর স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে নির্জ্জনবাসের একটী প্রচলিত প্রথা আছে—এই প্রথার নাম মধুনিশি যাপন অথবা হনিমুন্ যাপন (Honey moon)। ইহাই বিবাহে পরানুরাগ উক্ত হইতে পারে। স্বামী ও স্ত্রী নববিবাহের সুখে মত্ত হইয়া গৃহপরিজন সকলই পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের সুখসাধনা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন—বৃদ্ধ পিতামাতা যে প্রকারে হউক, কষ্টে দুঃখে সংসার চালাইয়া লউক। এই ভাবের মধ্যে গভীর স্বার্থপরতা নাই থাক্, কারণ নূতন সুখের উচ্ছ্বাসে নির্জ্জনে উপভোগের অভিলাষ স্বাভাবিক; কিন্তু ইহা বলিতে বাধ্য যে ইহার মধ্যে আত্মীয় স্বজনের উপকারে আসিবার, সংসারের উপকারে আসিবার একটা পরার্থপর উদার ভাব নাই। আমাদের বিবাহের পর পতিপুত্রবতী গৃহলক্ষ্মী সকল সলজ্জা রক্তবস্ত্রপরিহিতা নববধূকে যে গৃহে তুলিয়া লয়েন এবং পাকস্পর্শে নববধূ যে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আত্মীয়স্বজনকে আহার করাইয়া সকলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েন, ইহার মধ্যে যে কি গভীর সংসার-হিতকর, পরার্থপর উদারভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। নববধূর সেই ধীরচঞ্চল লক্ষ্মীমূর্ত্তি একবার দৃষ্টিগোচর হইলে ভুলিতে পারা যায় না। *

---

* পাকস্পর্শের কথায় অনেকে ভীত ও চমকিত হইতে পারেন। আজকাল পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ হইলে মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থকে অনেক সময়ে মাথায়

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে হিন্দুবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপদে প্রতিপন্ন হইবে। এখানেও এইরূপ প্রভেদের কারণ সেই স্ত্রীস্বাধীনতা এবং অবরোধপ্রথা। পিতৃগৃহে যেটুকু বা পরাধীনতা ছিল, পাশ্চাত্য স্ত্রী মধুনিশি যাপন কালে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেলেন; প্রাচ্য স্ত্রী কুমারী অবস্থায় পিতৃকুলে গৃহকর্ম্ম করিয়া গৃহের শ্রী যেরূপ উজ্জ্বল করিতেন, বিবাহের পরও পতিকুলে আসিয়া সেইরূপ অবরোধের মধ্যে থাকিয়া পতির "গৃহের" অর্থাৎ শ্বশুরকুলের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত থাকেন। অনেক কথা আমাকে বলিতে হইতেছে, যাহা হয়তো পুরাতন কথা; কিন্তু এই সকল কথা পুরাতন হইলেও সত্য বলিয়া উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি, আশা করি তজ্জন্য কাহারও বিরক্তিভাজন হইব না।

বিবাহের পরে যেমন মধুনিশি যাপন, পাশ্চাত্যদিগের বিবাহের পূর্ব্বে সেইরূপ পূর্ব্বানুরাগ প্রথা (Courtship) প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিবাহের পর যেরূপ মধুনিশির বিধি আছে, ইহা সেরূপ নহে। যুবকযুবতীর পূর্ব্বানুরাগ হইলে এবং অন্য কোন বাধা না থাকিলে পরস্পরের

হাত দিয়া ভাবিতে হয় যে কি যৌতুক দিবেন এবং কি প্রকারে তাহা দিবেন। এখন আমাদের এমনি অবনতি হইয়াছে যে কাহার নিকট কিরূপ যৌতুকাদি পাওয়া যাইতে পারিবে, অনেকস্থলে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই তাহার একটা খসড়া হিসাব প্রস্তুত হইতে দৃষ্ট হয়। এরূপ যৌতুক দিবার কঠোর ও নিষ্ঠুর বিধি পূর্ব্বকালে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়, বধূকে দর্শন করিয়া (আশীর্ব্বাদাদির দ্বারা) সৌভাগ্যবতী করিবার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন স্থানে যৌতুকের বিধি উল্লিখিত দেখি না।

বিবাহের আশা ও সম্ভাবনা হইতে পারে। অবশ্য ইহার ব্যতিরেকস্থলও অনেক দৃষ্ট হয়, যেখানে পিতামাতার অনুরোধেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, কন্যা স্বনির্ব্বাচিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরকে বিবাহ করে বা করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্বানুরাগ হইলে বিবাহ করাই প্রচলিত প্রথা। পাত্র স্থির করিবার জন্যই যে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ না করিয়া কন্যার অভিভাবক অপর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় জন কয়েক অবিবাহিত যুবককেও মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ সভায় কন্যা সকলকে যথাসম্ভব প্রীত করিবার জন্য কখনও বা সঙ্গীতাদি করেন এবং কখনও বা নিমন্ত্রিতদিগের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক নানাবিধ আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন—এক কথায়, কন্যা নিজের গুণপণা, কৃতিত্ব যথাসাধ্য দেখাইতে বাধ্য হয়েন। এইরূপ চলিতে চলিতে হয়তো কোন যুবক কন্যার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া সেই মুগ্ধভাব বাক্যে ও ভাবভঙ্গী দ্বারা কন্যার নিকট প্রকাশ করিলেন, এবং কন্যাও হয়তো যুবকের রূপে ও কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া ব্যবহারাদিতে প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার মনোনীত পাত্র। ইহাই পূর্ব্বানুরাগের এক প্রকার সূত্রপাত হইল। কখনও বা নৃত্যশালায় বা অন্য কোথায় সামান্য পরিচয় হইতেও ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বানুরাগের সূত্রপাত হয়। এই উভয় প্রকারে উৎপন্ন পূর্ব্বানুরাগেরই মূল অনুসন্ধান করিলে সেই স্ত্রীস্বাধীনতা কারণে গিয়া পৌছিতে হয়। আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য বিবাহের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ স্ত্রীস্বাধীনতা। স্ত্রী স্বাধীনভাবে পাত্র নির্ব্বাচন করিলেন,

ইহাতেই বিবাহের সৃষ্টি; বৈবাহিক মন্ত্রে স্ত্রীস্বাধীনতার অধিক স্ত্রীপূজা রক্ষিত হইল, ইহাতেই স্থিতি; অবশেষে এই স্বাধীনতা প্রদর্শনের ফলে স্বামীস্ত্রীর গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়, সময়ে সময়ে তাহা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়, তখনই কার্য্যত বিবাহের প্রলয়। কন্যার নির্ব্বাচিত পাত্র সম্বন্ধে যদি পিতামাতা অমত করেন, তাহা হইলেও কন্যার পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন নাই—একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেই চলিতে পারে, কারণ তিনি এই বয়সে আইনানুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ম্যাক্সওরেল বলেন,—"ইংলণ্ডের ন্যায় কুত্রাপি বিবাহ সহজসাধ্য নহে; কোন দলিল দস্তাবেজের প্রয়োজন নাই; কাহারও সম্মতি আবশ্যক নহে; রেজিষ্ট্রারের নিকট দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে ঘোষণা করিলেই আপদ চুকিল। কন্যা সুন্দর প্রভাতে ডাকঘরে চিঠি দিতে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহার পিতামাতাকে জানাইল যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পিতামাতা বিবাহে বাধা দিলে এবং কন্যা একুশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই এইরূপ করিবার অধিকার রাখে।"*

পাত্র ও কন্যার মধ্যে পূর্ব্বানুরাগ চলিতেছে জানিলেই অধিকাংশ স্থলে পিতামাতা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। তখন তাহারা কুঞ্জবনে গিয়া বিজনালাপ করুক, অথবা নাট্যশালা প্রভৃতি যথাতথা একত্র গমন করুক, অভিভাবকেরা তাহাতে বিশেষ কোনই বাধা দেন না। এইরূপ পূর্ব্বানুরাগ অনেক সময় বৎসরাধিক চলিয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাসা করি যে কোন্ ব্যক্তি এমন সাহসী আছেন, যিনি

* John Bull and his Island

সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন যে এই দীর্ঘকাল পূর্ব্বানুরাগের মধ্যে কন্যার সতীত্ব আঘাত প্রাপ্ত হয় না? অনেক সময় যে সতীত্বে গুরুতর আঁচড় লাগে, তাহা সংবাদপত্রে বিবাহপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের রাশি রাশি মোকদ্দমার বিবরণ হইতেই প্রকাশ পায়। অনেক সময়ে আদালতে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে কন্যা যুবকের নিকট কতগুলি চুম্বনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি। এইরূপ অবিবাহিত অবস্থায় চুম্বনাদিতে সতীত্ব বা নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বে যে আঘাত পড়ে তাহা একটু অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এখানেও আর একবার ম্যাক্সওরেলের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—"ইংলণ্ডে অন্য প্রকার; অনেক বৎসর ধরিয়া, হয়তো, প্রেমিকযুগল একত্র কবিত্বপূর্ণ অল্পবিস্তর নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত। বাগ্দত্তা যুবতী ইংরাজরমণী, যে পুষ্পের সৌন্দর্য্য একটু ঘর্ষিত হইয়াছে, তাহারই সহিত তুলনীয় এবং অপরাপর পুরুষের চক্ষে তাহাকে নিজের মর্য্যাদা কতকটা হারাইতে হয়। * * * যুবতী বাদিনী যে সকল প্রতিজ্ঞা ও চুম্বন যুবকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সকলই আদালতের সমক্ষে নিবেদন করেন।"*

---

* "In England the case is different; for years, perhaps, the lovers have been in the habit of taking sentimental and more or less solitary walks together. The young English woman who has been engaged is a flower whose bloom has been a little rubbed off, and in the eyes of other men she has lost some of her value. * * * The young plaintiff lays at the feet of the jury all the vows and kisses she has received."—John Bull and his Island.

ম্যাক্সওরেল অবশ্য বলিতেছেন যে ফরাসি বালিকার এরূপ অবস্থা ঘটে না, বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। অবিবাহিতা ফরাসি বালিকার সঙ্গে হয়তো দূরসম্পর্কীয়া কোন আত্মীয়া (auntie), অথবা Governess রহিল, কিন্তু তাহারা স্বয়ং আমোদে মত্ত থাকিয়া অধিকাংশ সময়েই বালিকাকে আপনার মনের মত আমোদে কাল কাটাইবার নীরব সম্মতি প্রদান করে। তবে, ফরাসি রমণী বিবাহের পর অতিমাত্র স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বানুরাগ অপেক্ষা উত্তরানুরাগের আমোদসাগরে অবগাহন করিবার অধিকতর অবসর পায়। এই কারণে একটী প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে "ফরাসি রমণীর স্বামী এক, কিন্তু প্রেমিক অনেক" (A woman in France has only one husband, but many lovers.)। মোটের উপর কথা এই যে পাশ্চাত্য বিবাহ-পদ্ধতি ও আচার ব্যবহারের ফলে পাশ্চাত্য রমণীদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অনাঘ্রাত পুষ্প অতি অল্পই আছে। পিতামাতার এইরূপ আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্তে ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের পাঁচ বৎসরের বালিকাও দাম্পত্যপ্রেমের পূর্ণমাত্রায় অভিনয় করিতে এবং তাহার মাতার প্রেমপাত্রের (lover) ছবি সহচরীদিগকে দেখাইয়া আমোদ উপভোগ করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। হইতে পারে যে এরূপ প্রেমলীলা পাশ্চাত্যদিগের মতে তত দোষাবহ নহে এবং প্রাচ্যদিগের মতে ভয়ানক দোষাবহ। আমরা সে সকল না দেখিয়া নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বের উচ্চতর আদর্শে দাঁড়াইয়া এই পূর্ব্বানুরাগ ও মধুনিশিযাপন প্রথাকে দোষাবহ বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে অমঙ্গল নাই —মনুষ্যের অপব্যবহারেই অমঙ্গল। পূর্ব্বানুরাগ প্রভৃতি প্রথা

যে একেবারে মন্দ তাহা বলিতে পারি না, প্রত্যুত সামঞ্জস্যের সহিত পরিচালিত হইলে সুফলদায়ক বলিয়াই বোধ হয়। প্রথম প্রণয়পাত্রের ছবি কখনও হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় কি না সন্দেহ। অভিভাবকেরা যদি পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচিত করিবার পর উভয়ের পরস্পরে পরিচিত হইবার অবসর প্রদান করেন এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যদি বিবাহিত হয়েন, তাহা হইলেই পূর্ব্বানুরাগ সামঞ্জস্যের সহিত রক্ষিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই নির্ব্বাচনে অবশ্য আশা করা যায় যে, অভিভাবকেরা পাত্র ও পাত্রী উভয়ের রূপ, গুণ, অর্থ প্রভৃতি সর্ব্বদিকে লক্ষ্য রাখিবেন, কেবল অর্থলোলুপ হইয়া স্বীয় সন্তানদিগকে বিবাহের হাড়কাঠে লইয়া যাইবেন না। এইরূপ সামঞ্জস্যের সহিত পরিচালিত হইলে পূর্ব্বানুরাগ প্রভৃতি সতীত্ব রক্ষার সহায়ই হইবে। অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতাকে পূর্ব্বানুরাগের মূল করিলে এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে না এবং সুতরাং সতীত্ব রক্ষার পক্ষে ইষ্টজনক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

পাশ্চাত্য প্রদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা যে অতিরিক্ত এবং সুতরাং তাহা যে সতীত্বরক্ষার বিঘ্নজনক, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরাই বা চীৎকার করিয়া মরিতেছি কেন? আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের পুস্তক পুস্তিকা দেখ, অনেক গুলিতেই ফরাসি বিপ্লবের পোষ্যকন্যা স্ত্রীস্বাধীনতার অতিমাত্র ধুয়ার পরিবর্ত্তে তদ্বিরোধী প্রবন্ধাদি দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী লিন্ লিণ্টনের "নব্যযুগের বালিকা" প্রভৃতি পুস্তক এবং নাইনটীন্থ সেঞ্চুরিতে অল্পদিন পূর্ব্বে (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত প্রবন্ধ

সকল ও সমসাময়িক পত্রসমূহে সেই গুলির সপক্ষ বিপক্ষ সমালোচন সকল যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে ভাবের স্রোত কোন্ দিকে। রসকিন প্রভৃতি ধর্ম্মিষ্ঠ লোকদিগেরও মনের গতি যে ঐদিকে তাহা বলাই বাহুল্য। একদিকে দেখি, সুপ্রসিদ্ধ আইরিষ কবি মূর অবরোধপ্রথার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লিখিতেছেন :—

"Oh what a pure and sacred thing,
Is beauty curtained from the sight
Of the gross world, illumining
One only mansion with her light!
Unseen by man's disturbing eye,
The flower that blooms beneath the sea
Too deep for sunbeams, doth not lie
Hid in more chaste obscurity."

কবির কথা যদিবা কেহ উড়াইয়া দিতে চাহেন, কেহই একজন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের কথা অবজ্ঞা করিতে সাহস করিবেন না। যে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অ্যালিসন ইউরোপের ইতিহাস লিখিতে গিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা দেশের ইতিহাস, উত্থান ও পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার কথা যে সমধিক মূল্যবান হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে স্বদেশের গৌরব করিয়া যাহা কিছু বলুন না কেন, তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক অক্ষর যে সত্য, একথা বোধ হয় কোন সদ্বিবেচক ব্যক্তি অস্বীকার করিতে

পারিবেন না। তিনি বলিয়াছেন "গৃহের পবিত্রতাই সামাজিক গৌরব ও ব্যক্তিগত সুখের কারণ এবং প্রাচ্যদেশের অবরোধপ্রথাই মানবের নানা অমঙ্গলের প্রতীকারক মহৌষধ। প্রাচ্য অবরোধপ্রথার ফলে গার্হস্থ্যজীবনের যেরূপ বিশুদ্ধ নির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশে গার্হস্থ্যজীবন সেরূপ বিশুদ্ধ রক্ষিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। স্ত্রীপুরুষের সমাজে স্বাধীনবিহরণ, এবং অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও মদ্যপানজনিত ভদ্র সহবতের অভাব ইউরোপে গভীর পাপ ও দুঃখ আনয়ন করিয়াছে। আমাদিগের সহরে রমণীর ব্যভিচারের অত্যন্ত প্রাবল্য, প্রাচ্যদেশে ইহা অজ্ঞাত বলিলেও চলে। স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বদা সম্মিলন এবং তজ্জনিত দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের উত্তেজনা হইতে যে প্রকার সহবত ও চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তদপেক্ষা অনেক গুণে বিশুদ্ধতর সহবত ও উন্নততর চরিত্র অবরোধপ্রথার ফলে প্রাচ্যদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।"* হে দেবজন্ম হিন্দু-

---

* If the purity of domestic manners be, as it undoubtedly is, the great source of both public grandeur and private happiness, a powerful antidote to the numerous evils by which they are oppressed has, in every age, been found from this cause (female seclusion) in the East Notwithstanding the immense advantages which Europe has long enjoyed from the energy of its character, the freedom of its institutions, and the superiority of its knowledge, it may be doubted whether the sacred fountain of domestic life has been preserved so pure among the poor and needy of its crowded kingdoms, as in the seclusion of the East. The unres-

জাতি! তোমরা এখনও সাবধান হও—আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি—ঐতিহাসিক আ্যালিসন যে কয়টী বিষয়কে ইউরোপের দুঃখ ও অবনতির কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, হতভাগা ভারতের কতকগুলি সন্তান স্ত্রী-স্বাধীনতামোহের চটকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই সকল অনিষ্টের কারণ ভারতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন এবং কে বলিবে যে তাঁহারা একেবারেই কৃতকার্য্য হন নাই। ভক্তিভাজন পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহোদয় তাঁহার "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"কেন যে আমাদিগের দেশের লোক ইংরাজদিগের এত গোঁড়া হয়েন কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ বিজ-

---

trained social intercourse of the sexes, the incessant activity which prevails, the close proximity in which the poor men and women in great cities are accumulated together and the general license of manners, which has flowed from the liberty that prevails and the passion for ardent spirits which is so common among the working classes, have produced a far greater degree of general vice and misery in Europe, than has ever obtained, at least among the middle and lower ranks in the East.

"The enormous mass of female profligacy which overspreads all our towns is there almost unknown. From the seclusion of the harem have in the middle classes, flowed purer manners and a more elevated character than has resulted from the constant intermixture of the sexes, and the vehement passions to which it gives rise."

ধর লব বলেন—'আমাদের রীতিনীতি এমন দোষাশ্রিত যে দিন দিন তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতেছে। বাঙ্গালীরা কেন সে সকল নির্দ্দোষ মনে করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার অনুকরণ করে, বুঝিতে পারি না।' এই ইংরাজী অনুকরণের দরুণ সমাজসংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে।" পুনরায় বলিতেছি, হে দেবজন্ম হিন্দুজাতি, তোমাদের লক্ষ্য অতি উচ্চ, তোমরা জগতকে ধর্ম্ম, সুনীতি, মঙ্গল আচার প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছ—তোমরা সাবধান হও—ঈশ্বর তোমাদিগকে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য যদি হৃদয়ের সহিত চেষ্টা না কর, তবে তোমাদের সম্মুখে বিনাশ, জাতীয় মৃত্যু তোমাদের শিয়রে দণ্ডায়মান। তোমরা গৃহবিবাদ ভুলিয়া গিয়া দাঁড়াও, এই দুষ্ট স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসর ভারতে বিস্তৃত হইতে দিওনা—এবং আগমনী গীত গাহিয়া বৈদিক কালের সেই সৌম্যমূর্ত্তি স্ত্রীস্বাধীনতাকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক গৃহে লইয়া আইস—ভারতের মুখশ্রী নবভাব ধারণ করুক।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে পাশ্চাত্য বিবাহে অনুরাগ প্রভাব বিষয়ক সপ্তদশ আলোচনা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ আলোচনা—সহবতে স্ত্রীশিক্ষা।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে নৃত্যশালা হইতেও অনেক স্থলে অতিরিক্ত স্বাধীনতামূলক পূর্ব্বানুরাগের সূত্রপাত হয়। নৃত্য পাশ্চাত্য সহবতের একটী অঙ্গ। নৃত্যকালেই হয়তো যুবক সঙ্গিনী রঙ্গিণীর কর্ণে তাঁহার সৌন্দর্য্যবিষয়ক নানা সুধা-বাণী বর্ষণ করিলেন এবং সঙ্গিনী তাহাতে মুগ্ধ হইলেন। তখন হইতে তাঁহারা কখনও বা নৃত্যশালার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ "প্রেমকুঞ্জে" (lover's lower) গমন করিয়া প্রেমালাপে মগ্ন হইতেছেন এবং কখনও বা ওয়াল্‌টজ্ নৃত্যের মত্ত মহিমায় আমোদ উপভোগ করিতেছেন। গৃহে পিতামাতা অবিবাহিত যুবকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাত্র জুটাইবার যে ব্যবস্থা করেন তাহাতে তবু কতকটা সৎপাত্র মিলিবার সম্ভাবনা; কিন্তু নৃত্য-শালা প্রভৃতি স্থলে অধিকাংশ সময়ে অসৎপাত্র জুটিয়া যায় এবং তজ্জন্য বিশেষতঃ কন্যাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয়। আবার ইহার বিপরীতে অভিভাবকেরা যখন জানিতে পারেন যে কন্যা কর্ত্তৃক পাত্র মনোনীত হইয়াছে এবং তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বানু-রাগের চর্চ্চা হইতেছে (অর্থাৎ engaged), তখন তাঁহারা পাত্র-কন্যার যথাতথা বিচরণে আপত্তি করেন না, বরঞ্চ উভয়পক্ষ মধ্যে মধ্যে নৃত্যের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগের বিবাহের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই সকল নৃত্যমজলিসে এবং অন্যান্য নৃত্যশালা, থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে গিয়া পাত্রকন্যা বিবাহ অবধি অনেক সময়ই নৃত্য প্রভৃতি আমোদে সময় অতি-বাহিত করেন। পাশ্চাত্যদিগের বলনৃত্য যাঁহারা না দেখিয়া-

ছেন, তাঁহারা ইহার গভীর নির্লজ্জতা, ইহার মর্ম্মাক্রান্ত বর্ব্বরতা এবং রমণীর সতীত্বের মস্তকে সবুট পদাঘাতের ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইবেন, ইহা আমি নিজ অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি। ঘটনাচক্রে আমার একটী নৃত্যশালায় উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল—আমি দেশীয় দরবারী পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া এককোণে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শক সাজিয়াছিলাম। নৃত্যের বাদ্য বাজিয়া উঠিল, আর একটী যোড়া নৃত্য আরম্ভ করিবার পর দলে দলে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সে এক দানবীয় উন্মত্ত ক্রীড়া। ক্রমে যখন দুই একটী নৃত্যের পর সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন পুরুষেরা নিজ নিজ নৃত্য-সঙ্গিনীদিগকে নৃত্যশালার অন্তর অপরিহার্য্য আসবাব মদ্য-মণ্ডপে (Bar-room) লইয়া গিয়া নিজেরাও মদ্যপানে বিভোর হইতে লাগিলেন এবং সঙ্গিনীদিগকেও তাঁহাদের অভিরুচিমত কুল্পীবরফ (ice-cream) প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট মদ্য পান করাইয়া নববলের সহিত নৃত্যে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বারম্বার মদ্যপানের উত্তেজনায় নৃত্য করিয়া পরদিবস যে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে হয়, তাহা আর বলিতে হয় না। আমার কোন ইংরাজ বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে একদিন নৃত্যের পর সাতদিন আর কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারা যায় না এবং এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও বারম্বার নৃত্যের নিমন্ত্রণ অকাতরে গ্রহণ করিবার কারণ অনেকটাই যে রিপুর উত্তেজনা, তাহা তিনি অনিচ্ছাসত্বেও স্বীকার করিয়াছেন। আমিও তাই বৃদ্ধও মূর্খ (old fool !) মনুর কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে যাইতেছিলাম—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

উপরোক্ত নৃত্যশালায় দানবীয় কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে গোমাংসভুক্, মদ্যপায়ী, আসুর কীর্ত্তিকুশল, শ্বেতমুখ পাশ্চাত্য জাতির এরূপ আসুরিক নৃত্য শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ডাল ও ভাত যাহাদের সম্বল; সেই নিরীহ কৃষ্ণবর্ণ ভারতবাসীর পক্ষে ইহা যেমন ভয়ানক অনিষ্টকর, তেমনি অত্যন্ত কুদৃশ্য। ইংরাজ প্রভৃতি জাতির জন্মার্জ্জিত স্বাধীনতাই এই সকল সুনীতিবহির্ভূত কার্য্যের উপর একটা নরকালোকের ছায়া ফেলে, যাহার জন্য অনেকে মন্দ জানিলেও ইহাতে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনতাটুকুও না থাকাতে এইরূপ নৃত্যে যোগদান করা যেন কেমন কেমন বোধ হয়। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি একটী পরিচিত খৃষ্টান বঙ্গসন্তান তাঁহার ইংরাজ গৃহিণী এবং আত্মীয়াসমেত অপর এক ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুকে লইয়া নৃত্যশালায় উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ গৃহিণীর একটী ইংরাজ নৃত্যসঙ্গী জুটিয়া গেল, কিন্তু সেই বন্ধুর আত্মীয়াটী কিঞ্চিৎ কৃষ্ণকায়া বলিয়া সম্পূর্ণ নৃত্যপরিচ্ছদ পরিয়া আসিলেও সঙ্গীলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে গৃহে আত্মীয়স্বজনের নিকটে নৃত্য করিবার বাহাদুরী পাইবার জন্য তিনি নিজ আত্মীয় সেই সঙ্গীটীর সঙ্গেই একটীবার মাত্র নৃত্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। সঙ্গীটী রুমালের দ্বারা ঘন ঘন মুখখানি মুছিতে লাগিলেন, মাঝে একবার পতনোন্মুখ হইলেন—যেন কত বাহাদুরীরই কার্য্য করিতেছিলেন। এই হাস্যাস্পদ বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া, কথামালার দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের

জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইতে-ছিলাম—বুঝিলাম যে এই অবনতির স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য ভগবানের সহায়তা ভিন্ন অপর কোন ভরসাস্থল নাই। বাঙ্গালীর প্রাণে এরূপ নৃত্যে যোগদান করিবার প্রবৃত্তি হয় কিরূপে তাহা বুঝিতে পারি না—লজ্জা ও ঘৃণা আসিয়া কি তাহার হস্তপদ চাপিয়া ধরে না, রমণীর সলজ্জকরুণ মাতৃমূর্ত্তি কি তাহার হৃদয়ে উদয় হয় না? হা! বলিব কি, দু'একটী নৃত্য এতদূর অশ্লীল যে আমার পক্ষে তাহাদের সম্পূর্ণ বর্ণনা অসাধ্য। ওয়াল্‌টজ্‌ নৃত্যে স্ত্রীপুরুষের শরীরের এতই সংমিশ্রণ হয় যে আমাদের চক্ষে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর ও অশ্লীল বলিয়া বোধ হয়। কেবল আমরা কেন, ইংরাজী সহবত শাস্ত্রেও (Etiquette book) বলে যে এই কারণে নিতান্ত আত্মীয় অথবা নিতান্ত বন্ধুজনের অতিরিক্ত অপর কোন ব্যক্তির সহিত কোন রমণীর এ নৃত্যে যোগ দিতে স্বীকার করা উচিত নহে। সহবৎ শাস্ত্রে এইরূপ নিষেধ বিধি থাকিলেও নৃত্যকালে রিপুর উত্তেজনায় সহবতের অনুশাসন, সুনীতির অনুশাসন, সকলই কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার ঠিকানাই থাকে না। আর একটী অতীব অশ্লীল নৃত্যের নাম "ক্যান ক্যান" (Can-can)। সুপ্রসিদ্ধ রসিক চূড়ামণি মার্কটেন (Mark Twain) ইহার যেরূপ তীব্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।*

* The dance had begun, and we adjourned to the temple. Within it was a drinking saloon; and all around it was a broad circular platform for the dancers. I backed up against the wall of the temple,

মার্কটেন অবশ্য এই নৃত্যের উল্লেখ করিয়া ফরাসিদিগের দুর্নীতির নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু আমি এই নৃত্যশালায় ভদ্র ইংরাজদিগকে ইহারই অনেকটা অনুরূপ আইওলান্থ (Iolanthe) নামক নৃত্য করিতে দেখিয়াছি।

সহবৎ-শাস্ত্রের অনুশাসন যে অধিকাংশ স্থলেই অনাদৃত

---

and waited. Twenty sets formed, the music struck up, and then—I placed my hands before my face for very shame. But I looked through my fingers. They were dancing the "can-can". A handsome girl in the set before me tripped forward lightly to meet the opposite gentleman—tripped back again, grasped her dresses vigorously on both sides with her hands, raised them pretty high, danced an extraordinary jig that had more activity and exposure about it than any jig I ever saw before, and then, drawing her clothes still higher, she advanced gaily to the centre and launched a vicious kick full at her *vis-à-vis* that must infallibly have removed his nose if he had been seven feet high. It was a misery he was only six.

"That is the *Can-can.* The idea of it is to dance as wildly, as noisily, as furiously as you can ; expose yourself as much as possible if you are a woman ; and kick as high as you can, no matter which sex you belong to. There is no word of exaggeration in this."—The Innocents Abroad P. 113-4.

হয়, তাহার কারণ আছে। আমার স্মরণ হইতেছে, আমি এতদ্বিষয়ক একখানি পুস্তকে বল-নৃত্য শরীরে এক প্রকার সৌন্দর্য্য (grace) এবং কামাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবার কারণে উত্তম বলিয়া উল্লিখিত দেখিয়াছিলাম। হুতাশন জ্বলিয়া উঠিলে তখন কি ভক্ষ্যদ্রব্যের বিচার থাকে? একদিকে বলিবে যে কামাগ্নি বর্দ্ধিত কর, অপর দিকে বলিবে যে অমুক নৃত্যে কাম অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়, অতএব আত্মীয় ব্যতীত অপর ব্যক্তির সহিত ঐ নৃত্য করিবে না—আমরা ঐরূপ বিধির সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। কামই যখন উত্তেজিত হয়, তখন আত্মীয়েরই সহিত কি সেই নৃত্য করা ভাল? মহামতি চাণক্য যথার্থই বলিয়াছেন "ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্", তপ্তাঙ্গারের সহিত ঘৃত রাখিলেই তাহার বিনাশ যেমন নিশ্চিত, সেইরূপ (স্বামী ব্যতীত অপর) পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক একত্র থাকিলেই তাহারও বিনাশ নিশ্চিত। এইখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সহবতের প্রভেদ বুঝিতে পারিতেছি—পাশ্চাত্যদিগের ঘোর পার্থিবভাব অনুভব করিতেছি। স্বার্থের অতীত মাতৃত্বের উপরে দাঁড়াইয়া মহর্ষি মনু যুবতী গুরুপত্নীর পর্য্যন্ত পাদস্পর্শ করিতে শিষ্যকে নিষেধ করিয়াছেন—সুনির্ম্মল প্রভাত-আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল ভাবোদ্দীপক কি সুন্দর বিধি!

পাশ্চাত্য সহবৎ সম্বন্ধে আর একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। এক দম্পতী পাদচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে যদি তাঁহাদের পরিচিত অপর এক দম্পতী পাদচারণা করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন, ভ্রমেও মনে করিও না যে প্রত্যেক স্বামী আপনাপন স্ত্রীকে পার্শ্বে লইয়া পূর্ব্বের মত পাদচারণা

করিবেন। পাশ্চাত্য সহবতে ইহা অত্যন্ত ভব্যতাবিরুদ্ধ এবং প্রত্যেক স্বামীর পরস্ত্রীকে লইয়াই বেড়ান শিষ্টাচারসম্মত! সহবৎ-শাস্ত্রে ইহার একটী হাস্যাস্পদ কারণও উল্লিখিত হইয়াছে, যে, এরূপ না করিলে পরস্পরের কথোপকথন রক্ষা করা যাইতে পারে না—অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সকলক্ষণ কথা কহা অসম্ভব এবং পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথনেই প্রাণমন খুলিয়া যায়, ইহাই বোধ হয় সহবত শাস্ত্রের মর্ম্ম! সকলের সহিত মিলিতভাবে আলাপ পরিচয়ের আমরা বিরোধী নহি, কিন্তু পরস্ত্রীর সহিত এরূপভাবে সংমিশ্রণের সমর্থনে আমরা যোগ দিতে পারি না। নিজেদের ক্ষণিকসুখের প্রতিকূল হইলে অনেক সময়েই যে পাশ্চাত্য জাতি সহবতের অনুশাসন মানিয়া চলেন না, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। পাশ্চাত্যেরা যখন অপর পাঁচজন স্ত্রীপুরুষের সহিত আহারে বসিবেন, তখনও এই নিয়ম—প্রত্যেক পুরুষ আপন স্ত্রীকে ছাড়িয়া অপর কোন রমণীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিবেন। গির্জ্জাতে, উপাসনাস্থলেও পাশ্চাত্যদিগের স্ত্রীপুরুষে একত্র বসিয়া উপাসনা করিবার রীতি আছে, আমরা তাহাও সমর্থন করিতে পারি না। যে দেশের বালক বালিকারা জন্মাবধি দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা উপরোক্ত রূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সে দেশের সভ্যতা সভ্যতা নামেরই যোগ্য নহে—সেই শিক্ষা কুশিক্ষামাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে নৃত্যশালার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ মদ্যমণ্ডপ। বাস্তবিক বলনৃত্য যে প্রকার পদার্থ, বারুণীর সেবা না করিলে ভদ্রলোকের পক্ষে সে নৃত্যে যোগদান করা

আমাদের অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ক্ষণিকসুখের প্রত্যাশী, দানবকল্প পাশ্চাত্য জাতি মদ্যপানে রক্তবদন হইয়া নৃত্য করিতে পারেন, গেলাস ভাঙ্গিতে পারেন এবং স্বীয় নৃত্যসঙ্গিনীর সৌন্দর্য্য প্রভৃতির কেহ নিন্দা করিলে নেশার ঝোঁকে তজ্জন্য মারামারি করিয়া প্রাণদানে পর্য্যন্ত উদ্যত হইতে পারেন। এ সকলই সত্য স্বীকার করিতেছি, এবং যাহারা বাইবেলে ও মদ্যে বৎসরে অন্ততঃ ৯০ কোটী মুদ্রা খরচ করিতে পারে, তাহাদিগেরই পক্ষে এই সকল কার্য্য শোভা পাইতে পারে। কিন্তু ভারতের দেবচরিত্র আর্য্যদিগের বংশধর, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত, অনুশাসন ও উপদেশে পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হিন্দুসন্তান যে কিরূপে এই মদ্য ও নৃত্যের ব্যাপারে যোগদান করেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। কতকগুলি হিন্দুসন্তান পাশ্চাত্য মোহময় সংস্পর্শে এতদূর সংযম হারাইয়া ফেলেন যে, নিজেরাও যেমন মদ্যপান ও বলনৃত্যে আসক্ত হন, সেইরূপ সয়তানের এই দুই অনুচরকে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেও ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ধিক্ তাঁহাদিগকে! ঋষি-দিগের অনুশাসন এই যে, পথের যে ধারে শৌণ্ডিকালয়, তাহা হইতে সতত বহুপদ দূরে চলিবে। বিলাতের ভদ্রনামধারী পার্লামেন্টের সভ্য পর্য্যন্ত অনায়াসে বারুণীশালা খুলিয়া, সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াও রাশি রাশি অর্থসঞ্চয় করিলেই লর্ড উপাধি পাইবার সুবিধা করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে এরূপ নীচকার্য্য সাধারণের নিষিদ্ধ—এরূপ নীচকার্য্য নীচ জাতিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ থাকে। হে হিন্দু-সন্তান! তোমাদিগের চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, তোমরা

স্বদেশেই থাক অথবা বিলাতেই যাও, মদ্যের তীব্র গরল গলাধঃকরণ করিও না এবং দৈত্যদানবের উপযুক্ত বলনৃত্যে যোগদান করিও না, আর ভারতে ইহা প্রবর্ত্তনেরও চেষ্টা পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে অতিমাত্র স্ত্রীস্বাধীনতামূলক পূর্ব্বানুরাগ নিষ্কলঙ্ক সতীত্বরক্ষার পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী; কিন্তু যে প্রথার দুই পার্শ্বচর নৃত্য ও মদ্য, তাহা যে সহস্র হস্ত দূর হইতেই পরিবর্জ্জনীয়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য মদ্যপান ও নৃত্য প্রভৃতি প্রবর্ত্তনার অনুপযোগিতা দেখাইলাম বটে, কিন্তু এদেশের প্রচলিত বাইনাচও যে অত্যন্ত ঘৃণিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারও একটী প্রায় অপরিহার্য্য অঙ্গ মদ্য। আমি বাইনাচেরও পক্ষপাতী নহি, ইংরাজী বলনৃত্যেরও পক্ষপাতী নহি; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বলনৃত্য অপেক্ষা বাইনাচ অনেকগুণে সভ্য। তবে বাইনাচের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, বারাঙ্গনা ভিন্ন অপর কেহ এই নৃত্য করে না। দর্শকদিগেরও মনে এই ভাবটী বিলক্ষণ জাগ্রত থাকে। নর্ত্তকীগণ নৃত্যের সঙ্গে নানা হাবভাব সহকারে যে গান করে, ইহা জানা কথা। গৃহকর্ত্তা বাইনাচের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ঢংয়ের অনুযায়ী মদ্যেরও রীতিমত আয়োজন করেন। প্রায় একটা কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষেই বাইনাচের অনুষ্ঠান হয় এবং সেই নৃত্যসভায় আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েন। এই সকল নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে অনেক অল্পবয়স্ক যুবক আসিয়া অবধি সুরাদেবীর

অৰ্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়েন। অধিক কি, অনেক স্থলেই আজকাল পান-তামাকের ন্যায় ব্রাণ্ডি হুইস্কির (পেগের) দ্বারা প্রথমেই অভ্যর্থিত হইবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে—এই সকল ভাবিলে ক্ষোভে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হইতে থাকে, বৃদ্ধগণ যুবকদিগের কার্য্যে মৌনলক্ষণ সম্মতি প্রদান করিয়া একে একে প্রস্থান করেন—তাঁহারাও যৌবনকালে এইরূপ বিহার করিয়াছিলেন কিনা, কাজেই তাঁহারা আপত্তি করেনও না, করিলেও বিশেষ গ্রাহ্য হয় না। শিশু ছেলে মেয়েরা প্রথমাবধি নর্ত্তকীর হাবভাবগুলি ভালরূপ আয়ত্ত করিতে থাকে। তাহারা পিতা খুড়া প্রভৃতি কর্ত্তৃক রাত্রি অধিক হইবার অছিলায় সহসা তাড়িত হইলেও নৃত্যগৃহের আশে পাশে থাকিয়া দেখিতে থাকে। অনেক স্থলে তাহারও প্রয়োজন হয় না—ছেলেমেয়েরা হয়তো সভামধ্যে ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবেই বাপখুড়াদিগের বেলেল্লামি দেখিবার অধিকার পায়।

যাই হোক্, যখন বৃদ্ধেরা চলিয়া যান এবং যুবকের দলও মদ্যপানে বেশ "তৈরি" হয়ে উঠেন, সেই সময়ে বাইনাচের প্রকৃত মহিমা প্রকাশ পায়। বাইজী অবস্থা বুঝিয়া নিধুবাবুর টপ্পার ন্যায় মাতালদিগের হৃদয়োন্মাদী গান সকল গাহিতে থাকে—গানের উপযোগী হাবভাব অবশ্য বাদ পড়ে না—এবং মদোন্মত্ত যুবকদিগের নিকটে ঘন ঘন বাহবা প্রাপ্ত হয়। ক্রমে বাবুদিগের লীলা আরম্ভ হয়—একটী বাবু ইসারায় নর্ত্তকীকে আর একজনের নিকটে যাইতে বলিলেন, নর্ত্তকী তাঁহার নিকটে যাইয়া বিরহ সঙ্গীত গাহিয়া জানাইতে লাগিল

যে সে তাঁহার জন্য মৃতপ্রায়। তখন সেই মদোন্মত্ত বাবুটী নিজের নৈতিক বীরত্ব (moral courage!) প্রদর্শনের জন্য এবং চারিদিক হইতে বাহবা প্রাপ্তির আশায় সিংহবিক্রমে গিয়া নর্ত্তকীর গলে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং বাইজীও অবসর বুঝিয়া নিজ গলের পুষ্পমাল্য বাবুর গলে অর্পণ করিয়া মাল্য-পরিবর্ত্তন (মালা বদল) করে। ক্রমে এই বাবু ঐ বাবুকে নর্ত্তকীর উপর ফেলিয়া দেন; কেহ বা বাইজীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া পদচারণা করিয়া অসীম সাহসের পরিচয় দেন। আবার অনেকে এতদূর নির্ঘৃণ যে নর্ত্তকীগণ যেখানে নৃত্যের উপযোগী পরিচ্ছদাদি পরিধান করে, সেখানেও নির্লজ্জভাবে দাঁড়াইয়া ভেড়ুয়াদিগের ন্যায় অপূর্ব্ব মনস্তৃপ্তি লাভ করেন। বাবুদিগের বেলেল্লামি সর্ব্বতোভাবে বর্ণন করা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর পক্ষে অসম্ভব।

কেবল যে উৎসব ও আমোদজনক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাই-নাচের আয়োজন হয় তাহা নহে; আজকাল প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই ইহার আয়োজন সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। বিবাহকালে যে বাইনাচ দিতেই হইবে, ইহা একপ্রকার সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে। কোন ধনী পরিবারের বাটীতে একটি বিবাহ উপলক্ষে বাইনাচ দিতে গৃহকর্ত্তার সম্পূর্ণ অমত ছিল, কিন্তু বাইনাচ না দিলে বিবাহ অসম্পূর্ণ রহিল, তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত উপরোধ অনুরোধ করাতে তাহা এড়াইতে না পারিয়া বাইনাচ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেক পরিবারে গৃহকর্ত্রী প্রভৃতি পুরমহিলাগণ বাইনাচের জন্য অনুরোধ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ যে

উন্মুক্ত করেন, তাহা বুঝিতে পারেন না, প্রত্যুত নর্ত্তকীগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করেন। অধিকাংশ স্থলেই বাহিরে বাবুদিগের জন্য বাইনাচ হয় এবং অন্তঃপুরে মেয়েদের আমোদের জন্য খেমটা নাচ দেওয়া হয়। খেমটা নাচের বর্ণনা অনাবশ্যক; বাহির হইতে বাপখুড়া কর্ত্তৃক শিশুরা যখন তাড়িত হয়, তখন তাহারা অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই সকল খেমটাওয়ালীদিগের অতীব কুৎসিত হাবভাব, অতীব কুৎসিত সঙ্গীত হইতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া নরকের দ্বারে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতে থাকে। আমি দেখিয়াছি, কোন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের অন্যূন আট ও অনধিক এগার বৎসর বয়স্কা কন্যাগণ পরস্পরকে খেমটানাচের নকল দেখাইতেছে ও এ বিষয়ে পরস্পরকে শিক্ষাপ্রদান করিতেছে। বর্ত্তমানে এমনি রীতি দাঁড়াইয়াছে যে কেবল বিবাহ বলিয়া নহে, উপনয়ন প্রভৃতি আমোদের স্পর্শশূন্য অনুষ্ঠান এবং এমন কি দুর্গাপূজা প্রভৃতি দেবপূজার কালেও বাইনাচ প্রভৃতি কুৎসিত আমোদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও চলে। পূজারী ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া যাইতেছে, গৃহকর্ত্তা হয়তো ততক্ষণে মদ্যপানে বিভোর হইয়া বাইজীর সহিত রঙ্গে মত্ত রহিয়াছেন। এই সকল বিলাসিতা মুসলমানপ্রভাবেই হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমাদের বোধ হয় যেন একদিক্ হইতে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিগণ, অপরদিক্ হইতে ধনী বাবুরা মদ্য প্রভৃতি অনাচার দুরাচার প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার ভারে ভারতমাতার নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন। শত বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতের যত অনিষ্ট না

হইয়াছে, মদ্য প্রভৃতি এই সকল অন্তঃশত্রু তাহার লক্ষগুণ অধিক অনিষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। স্বদেশীয় ভদ্রসন্তানগণ স্বদেশদ্রোহী হইয়া, পরের মন্দবিষয়ে অনুকরণ করিতে কিরূপে যে অগ্রসর হয়েন, তাহা বুঝিতে পারি না। একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি এবং আমাদের সকলেরই ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে আমরা ইংরাজদিগের মন্দবিষয়ে অনুকরণ করিতে অদ্বিতীয়, কিন্তু ভাল বিষয়ের অনুকরণে সহস্র পদ পশ্চাতে থাকি। আমরা মদ্যপানে মত্ত হইয়া গেলাস ভাঙ্গিব, টেবিল ভাঙ্গিব, আহারের পর "স্বাস্থ্যপান" করিতে শিখিব, বলনৃত্য প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু হায়! এ পর্য্যন্ত যৌথ কারবারের প্রভাব বুঝিতেও পারিলাম না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলাম না।

নৃত্য, মদ্য প্রভৃতির ফলে পাশ্চাত্যপ্রদেশে যে ব্যভিচারের স্রোত খরতর বেগে চলিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এক পারিস নগরে ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ লক্ষ স্বাক্ষরিত বারাঙ্গনা এবং শতকরা সাতজন করিয়া জারজ সন্তান দেখা গিয়াছিল। * এই সেদিনকার এক রিপোর্টে দেখিলাম যে বিলাতে প্রত্যেক দুইশতে একজন বেশ্যা। হে কলিকাতা-বাসী হিন্দুসন্তান! তোমরা আপনাদিগকে ইংরাজদিগের অপেক্ষা সুনীতিবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিও না। তোমরা এতদূর ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছ যে তোমাদের এই কলিকাতায় প্রত্যেক পঞ্চাশ জনে একজন বেশ্যা গত আদমসুমারীতে প্রকাশ পাইয়াছে! কলিকাতা দুর্নীতিতে ক্রমে পারিস সহর হইতে চলিল! এবিষয়ে

* John Bull's neighbour—P. 12.

স্ত্রীলোকদিগের তত দোষ দেওয়া যায় না। তাহারা আজন্ম অজ্ঞানের মধ্যে লালিত পালিত হয়, তাহাদিগের পিতামাতাকে অম্লানবদনে বেশ্যাসঙ্গ করিতে দেখিয়া ব্যভিচারকে জীবনের সার বোধ করে, এবং পরিশেষে উদরজ্বালা, বৈধব্যযন্ত্রণা অথবা অতিমাত্র প্রলোভনের তাড়নায় সংযম হারাইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। যাহারা উদরের তাড়নায় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে ক্ষমার যোগ্য এবং যাহারা প্রলোভিত হইয়া এরূপ পাপকার্য্যে পদক্ষেপ করে, তাহারাও ক্ষমার যোগ্য; কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করে, তাহাদিগের তপ্তলৌহ ধারণ প্রভৃতি উপায়ে প্রাণত্যাগ করাই শাস্ত্রীয় চরম শাস্তি—যাঁহারা পৃথিবীর শাস্তি এড়াইয়া যায়, ভগবান্ তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ করেন। পল্লীগ্রামেও এই ব্যভিচারের স্রোত খুবই চলিয়াছে। কত মদোন্মত্ত জমিদার যে কত স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অধিকাংশ স্থলেই সন্তানহীনা অনাথিনী বিধবারা জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অসামর্থ্য বুঝিয়া তাহার ব্যাঘ্র কবলে আত্মসমর্পণ করে এবং অনেকস্থলে হিংস্রক জমীদার স্বয়ং ছলে বলে কৌশলে স্বীয় পাশববৃত্তির লক্ষ্যীভূতা রমণীকে করালকবলের মধ্যে আনয়ন করে। ইহা ব্যতীত এই প্রকার জমীদারদিগের অধীনস্থ বদমায়েসগণও এক একটী ক্ষুদ্র জমীদারের ন্যায় প্রতাপশালী এবং তাহারাও স্বীয় প্রভুর অনুকরণে পশ্চাৎপদ হয় না। এই কলিকাতা সহরেই চক্ষের উপর কত শত বিধবা ও সধবা পুরমহিলা আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টি এড়াইয়া দুষ্ট লোকদিগের পরামর্শে যখন

অনায়াসেই অবরোধ ভাঙ্গিয়া কুপথের পথিক হইতে ছুটিতেছে, তখন পল্লীগ্রামে পতিপুত্রহীনা বিধবাদিগের যে কিরূপ কষ্ট এবং তাহাদের চতুর্দ্দিকে যে কিরূপ বিপদ তাহা অভিজ্ঞতায় না জানিলে বুঝা যাইবে না। পাষাণহৃদয় মানবের হৃদয়ে কি এইরূপ অনাথিনীর সর্ব্বস্বান্ত করিবার কালে কিছুমাত্র করুণার উদ্রেক হয় না? ভ্রান্ত দুর্বুদ্ধি মানব! যে রমণীর সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার মুখের দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দিকি, তাহাতে তোমায় যিনি ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই জননীর মুখচ্ছবি কি দেখিতে পাও না? জননীর সন্তান তুমি, কন্যার পিতা তুমি, পাষাণ হইয়া রমণীর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিও না। এস, হিন্দুসন্তান, এস ভারতের সন্তান, এস পবিত্র মাতৃস্তন্যে লালিত সন্তান, একবার বদ্ধপরিকর হইয়া মদ্য ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াও—বীরপুরুষের ন্যায় দাঁড়াও—সয়তানের অনুচর সকল দূরে পলায়ন করুক, ভারত আবার জ্ঞানে ধর্ম্মে জাগ্রত হউক।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও
স্বাধীনতা প্রবন্ধে সহবতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক
অষ্টাদশ আলোচনা সমাপ্ত।

উনবিংশ আলোচনা—একান্নবর্ত্তিতার অনুপযোগিতা।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে অতিমাত্র স্ত্রীস্বাধীনতামূলক পূর্ব্বানুরাগ নিষ্কলঙ্ক সতীত্ব রক্ষার অনুপযোগী, কিন্তু কতকগুলি ব্রাহ্মের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের যে ৩ আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সেই পূর্ব্বানুরাগেরই পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। এই আইনের সাহায্যে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। ইহার সাহায্যে বেশ্যাবিবাহ পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতেছে এবং চলাও সম্ভব; এবং দৃষ্টান্তগুণে ব্যভিচারের প্রতি অচল ঘৃণাও অতিশয় শিথিল হইবার সম্ভাবনা। এই অবস্থায় এই আইনের ফলে যথেচ্ছভাবে বিধবাবিবাহেরও যে প্রচলন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আর বাস্তবিকও পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমণী যেভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সৌন্দর্য্যপ্রকাশক শোকপরিচ্ছদ ধারণ করেন, সেই ভাবের তরঙ্গ ভারতেরও উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণ হিন্দু-বিধবাদিগের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি পতিপুত্রবিহীনা বালবিধবাদিগের বিবাহ দিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রে ইহার সমর্থন পাইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে হিন্দুর উপযোগী এক বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্ত্তিত করিলেন। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এবিষয়ে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। লেখক তাঁহার বিধবা মাতামহীকে ৯০ বৎসর বয়সে দেহান্তর সংঘটিত হইবার

কিছুদিন পূর্ব্বেও একাদশী তিথিতে দারুণ শীত ও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-নির্ব্বিশেষে থুথু পর্য্যন্ত গিলিবার ভয়ে মুখে একরাশ কয়লার গুঁড়া রাখিয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্রে নির্জ্জলা উপবাসের কথা কোথায়ও খুঁজিয়া পাই নাই। যাই হৌক্, এইরূপ চিত্র যিনি দেখিয়াছেন; তিনিই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশে ধন্য ধন্য করিতে বাধ্য হইবেন। বালবিধবাদিগের রক্ষাসাধনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পুত্রকন্যা-পরিবৃতা প্রৌঢ়া বিধবার সহিত অনেকগুলি প্রৌঢ় সন্তান-পরিবৃত বিধুর পুরুষের বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ তাঁহার কখনই অভিপ্রেত ছিল না। দুঃখের বিষয়, বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি, উন্নতিশীল ব্রাহ্ম প্রভৃতির সংমিশ্রণোত্থিত নব্যসম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই অবস্থানির্ব্বিশেষে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের প্রত্যেকটীই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণালী মতে না হইয়া উক্ত ৩ আইনের আশ্রয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে এখানেও পূর্ব্বানুরাগলীলা ও তজ্জন্য পোষাকেরও নানাপ্রকার ঢং ও আড়ম্বর প্রশ্রয় পাইতেছে। নব্যসম্প্রদায়ের রমণীগণের মধ্যে চলচিত্ততা এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে তাঁহারা স্থিরভাবে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তাঁহাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও এই প্রকার ভাবেরই প্রতিবিম্বমাত্র দেখা যায়। পক্ষান্তরে সন্তানবতী হিন্দুরমণী সধবা অবস্থায় সধবার উপযুক্ত শান্তভাব এবং বিধবা অবস্থায় বিধবার উপযুক্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া প্রতিদিবস প্রভাতে পট্টদুকূল পরিধান পূর্ব্বক যে

ভগবানের নাম ও স্বামীর ধ্যান করিতে থাকেন—সে চিত্র কি মনোহর, কি পবিত্র শান্তভাবের উদ্বোধক! হিন্দুবিধবা নিজে শাকসিদ্ধ খাইয়াও সন্তানদিগকে ভাল আহারাদি দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন—তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের আর বিবাহ করিতে নাই এবং শিক্ষাগুণে তাঁহাদের পুনর্ব্বিবাহ করিবার ইচ্ছাও থাকে না. সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমানের সে চলচ্চিত্ততা স্থান পায় না। তাঁহারা ধীরচিত্তে সমস্ত সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তবে, আমাদিগের বোধ হয় যে, যে সকল বিধবা বিবাহ করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়, যাহাদের বিবাহ না হইলে ব্যাভচারিণী হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাদিগের বিবাহ দেওয়া নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত।

এখন দেখিতেছি যে মদ্যপান প্রভৃতি নানা দুরাচার নবপ্রবর্ত্তিত আইনাদি প্রতিষ্ঠা, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা পরিবর্ত্তনের কারণে ব্যভিচার হিন্দুসমাজেরও অঙ্গভূষণ হইয়া পড়িতেছে; এ অবস্থায় একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রণাও যে শীঘ্রই দূরে পলায়ন করিবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। একান্ন পরিবারের অর্থে এক পরিবারের পাঁচটী ব্যক্তির একত্র বাস করা। পাঁচজন একত্র বাস করিতে গেলেই পরস্পরের দোষ ক্ষমা করিতে হইবে, গৃহকর্ত্তাকে ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে, এবং সমস্ত পরিবারের মঙ্গলের জন্য পরিবারস্থ প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে হইবে—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমগ্র পরিবারটীকে ধর্ম্মপথে চলিতে হইবে। পূর্ব্বে, হিন্দুরা যখন বিলাসিতা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতে সাহস করিত, হিন্দুসমাজ যখন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে নাই এবং ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

হয় নাই, তখন একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রশংসা শোভা পাইত। আর প্রকৃতই, একান্নবর্ত্তিতার গুণ অনেক। পরিবারস্থ কাহারও রোগ বা বিপদ হইলে অপর পাঁচজনে তাহার সহায়তা করিয়া উদ্ধারসাধন করিতে পারে; এবং পাঁচজনের পাঁচ রকম অভিজ্ঞতার ফলে পরস্পরের বিশেষ উপকার সাধনও সম্ভব। কিন্তু যে পরিবারে ধর্ম্ম নাই, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, সে পরিবারকে একান্নবর্ত্তী প্রথায় অন্তর্ভুক্ত রাখিতে গেলে তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য পরিবার অতি অল্পই দৃষ্ট হইবে। পরিবারের কোন ব্যক্তি হয়তো ঘোর মদ্যপায়ী, কোন ব্যক্তি বা অপরকে প্রতারিত করিয়া নিজের কামনা সকল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কেহ বা পরিবারস্থ শত্রুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদাই ভগবানকে আহ্বান করিতেছে। ইহার উপরে, যাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় গৃহকর্ত্তা নানা কারণে যদি পরিবারস্থ স্বার্থপর অন্যায়কারী ব্যক্তিদিগেরই মায়ামমতায় অন্ধ হইয়া দুর্ব্বল অসহায় ব্যক্তির প্রতি তাহাদিগের সহস্র অত্যাচার সত্বেও তাহাদিগকেই প্রতিপদে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন, দুর্ব্বল অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে সে পরিবার কি কখনও একান্নবর্ত্তী থাকিতে পারে? ধর্ম্ম তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না। সেই দুর্ব্বল অসহায় ব্যক্তির সহায় হইয়া ভগবান দুর্ব্বলতার মধ্যেও এমন এক অগ্নিসম বলপ্রদান করেন যে সেই করুণাগ্নির নিকটে অন্ধ গৃহকর্ত্তার শত পক্ষপাত ও সাহায্য ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং গৃহকর্ত্তাকে ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় পরিণামে রোদন করিতে হয়। তাই বলিতেছিলাম যে ধর্ম্মহীন একান্ন-

বর্ত্তী পরিবার শ্মশানের জীবন্ত চিত্র। এই শ্মশানের চিতাগ্নিতে পুরুষের বীরত্ব, সাহস প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণ ভস্মীভূত হইয়া যায়, এবং স্ত্রীলোকেরও সতীত্ব তাহার সহগমন করিতে উন্মুখ হয়। আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তিতা রক্ষা দুরূহ ও অনুচিত, কারণ সমাজের মর্ম্মস্থলে মদ্য ও ব্যভিচারপ্রমুখ অধর্ম্ম প্রবেশলাভ করিয়াছে। একান্নবর্ত্তী প্রথার সপক্ষে শত বক্তৃতাই দাও আর সহস্র প্রবন্ধই প্রকাশ কর, ইহা আর সমাজে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যদি ইহাকে বলপূর্ব্বক রক্ষা কর, তবে ইহা স্ফোটনশীল উত্তপ্ত কামান-গোলকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া সমুদয় পরিবারকে, সমগ্র সমাজকে ছারখার করিয়া দিবে। আমাদিগের মতে বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে, কেবল বর্ত্তমান সমাজ কেন, চিরকালই সকল সমাজেরই পক্ষে একান্নবর্ত্তী প্রথা রহিত করাই শ্রেয়স্কর। বৃহৎ পরিবার হইলেই, পাঁচজন পাঁচ মতের হইয়া থাকে, এবং এ অবস্থায় পরস্পরের হৃদয়ের মিল রক্ষা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। এই কারণে প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে পৃথক্‌ভাবে থাকিয়া সহস্রপোষী হওয়া ভাল, কিন্তু একান্ন থাকিয়া আত্মঘাতী হওয়া নিতান্তই অন্যায়।

ঋষিদিগের নিকটেও আমাদিগের এই মতের সায় পাই। তাঁহারাও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে পৃথক্‌ভাবে থাকিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় বলিয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতেই বিধি দিয়াছেন এবং সন্তানের জন্মকালে সহস্রপোষী পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—

> "এবং সহ বসেয়ুর্বা পৃথগ্বা ধর্ম্মকাম্যয়া।
> পৃথগ্বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্‌ক্রিয়া॥ ৯ম—১১১

"এই প্রকারে (ভ্রাতৃগণ) একত্র বাস করিবে অথবা ধর্ম্মকামনায় পৃথক্ অবস্থিতি করিবে; পৃথক্ অবস্থিতিতে ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, অতএব পৃথক্‌ক্রিয়াই ধর্ম্ম।"*

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে গৃহস্থের ধর্ম্মোপলক্ষে এই বিষয়টী অধিকতর সুব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, কণ্ঠগতপ্রাণ হইলেও মাতাপিতা স্ত্রীপুত্র এবং অতিথি ও সহোদরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের একাকী উদরপূর্ত্তি করিতে নিষেধ করা হইল—ইহাই হইল আদর্শবিধি। কিন্তু এই আদর্শকে কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। পিতামাতাকে যে কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে হইবে, তাহাই প্রথমে উল্লিখিত হইল, তদনন্তর সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে তাহারও উল্লেখ করা হইল। ইহার পরে পুত্রকন্যাকে কিরূপভাবে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা বলিয়া তন্ত্রকার বলিতেছেন—

"এবং ক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বস্ভ্রাতৃ সুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেৎ দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥ ৮উ—৪৮-৫০

"এই প্রকারে ক্রমানুসারে ভ্রাতাদিগকে, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র,

---

* টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পরিমাণে অধিক হয় বলিয়াই পৃথক্‌ক্রিয়া ধর্ম্ম। ইহারও মূলপ্রাণ ধর্ম্মবৃদ্ধি; সকলে ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান করিলে যে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যাদিগকে গৃহী পালন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে। তাহার পর গৃহস্থ স্বধর্ম্মনিরত একগ্রামবাসী, অতিথি ও উদাসীনদিগকে পালন করিবে। গৃহস্থ যদি ঐশ্বর্য্য থাকিতেও এই প্রকার আচরণ না করে, তবে সে লোকগর্হিত পাপী হয় এবং তাহাকে পশুতুল্য বিবেচনা করা উচিত।" "ক্রমানুসারে" এই কথাটীর দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী প্রথা ছিল না। তবে মাতাপিতা এবং স্ত্রীপুত্রকন্যার পালন, শিক্ষা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়াও যদি গৃহস্থের সামর্থ্য থাকে, তবেই গৃহস্থ যথাক্রমে সহোদর প্রভৃতির পালনাদির ভারগ্রহণ করিবে। এখানে যদি সহোদর প্রভৃতিকে একান্নবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তবে একগ্রামবাসীদিগকেও একান্নবর্ত্তী বলিয়া ধরা কর্ত্তব্য। ঋষিরা যে পাপপ্রবণ মানবের পক্ষে একান্নবর্ত্তিতাকে ধর্ম্মানুকূল মনে করিতেন না, তাহা বুঝাইবার জন্য বোধ হয় অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইবে না। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্নবর্ত্তী প্রথা রাখিতে গেলেও ধর্ম্মানুগত স্ত্রীশিক্ষা বিশেষ আবশ্যক এবং পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতে গেলেও ধর্ম্মানুগত স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক। ধর্ম্মানুগত স্ত্রীশিক্ষা পাইলে গৃহিণী একান্নবর্ত্তী পরিবারের পাঁচজনের দোষ ক্ষমা করিয়া চলিতে পারিবেন এবং পৃথক্ অবস্থিতিকালেও আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হইয়া সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচরিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও
স্বাধীনতা প্রবন্ধে একান্নবর্ত্তিতার অনুপযোগিতা
বিষয়ক উনবিংশ আলোচনা সমাপ্ত।

বিংশ আলোচনা—ব্যভিচার ও তাহার ঔষধ।

আমাদের সমাজের দেহে এত গভীর ক্ষত হইয়াছে যে, অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত অন্য উপায়ে ইহার প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, আশা করি। কিন্তু চিকিৎসা করিতে গেলেই রোগের নিদান এবং প্রচলিত ঔষধসমূহের তথ্য ভালরূপে জানা চাই—নিদানসম্বন্ধে এটী ছাড়িয়া ওটী জানিলে চলিবে না, এবিষয়ে মুক্তভাবে আলোচনা করিতে হইবে। আমিও তাই বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতামূলক ভয়াবহ রোগের নিদান সকল যথাসাধ্য খুলিয়া বলিতে এবং তাহার ঋষিদৃষ্ট ও অনুসন্ধানপ্রাপ্ত ঔষধাবলীরও যথাযোগ্য উপযোগিতা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেমন নিঃসঙ্কোচে কতকগুলি নিদানের উল্লেখ করিয়াছি, সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে আরও দুই চারিটীর উল্লেখ করিব, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা পূর্ব্বেও করিয়াছি এবং পুনরায় করিতেছি। সমাজে যেরূপ ঘুণ ধরিয়াছে, তাহাতে এই বিষয় খুলিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে এবং মনোযোগ পূর্ব্বক সাহসের সহিত রোগের প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া প্রতীকার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে ভারতের পুরুষদিগের মধ্যে কিরূপ মদ্যপান প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সামাজিক রোগের আর একটী যে লক্ষণ বলিতে যাইতেছি, তাহা শুনিলে সহৃদয় ভারতসন্তান রোগের গভীরতা বুঝিতে পারিবেন

এবং তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিবে। মদ্যপান ভদ্র-পরিবারের স্ত্রীলোকদিগেরও মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে এবং মহিলাসমাজে পরস্পরের অভ্যর্থনার অঙ্গস্বরূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে! ইহার পরেও কি বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয়? হে দেব ঋষিগণ! তোমরা যেমন পুরা-কালে ভূভার হরণের জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে, সেইরূপ তোমাদের প্রিয় আবাসভূমি ভারতের এই দুর্দ্দিনে আর একবার জন্মগ্রহণ কর, নচেৎ এ বিপদে আর রক্ষা নাই। ইঙ্গবঙ্গসমাজেই রমণীর মদ্যপান কিছু বিস্তৃতি লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু স্বদেশে চিরোষিত হিন্দুরাও এবিষয়ে একেবারে বাদ পড়েন না। কোন উচ্চপদস্থ হিন্দু মদ্য ও ব্যভিচারে অতিশয় আসক্ত ছিলেন; স্ত্রীর একান্ত নিষেধে তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে যদি স্ত্রী মদ্যপান করেন এবং বারাঙ্গনাদিগের ন্যায় চটকবিশিষ্ট সুখ ও আমোদ প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর বেশ্যাগৃহে পদার্পণ করিবেন না। অগত্যা ক্রমে ক্রমে সতী স্ত্রী মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়া এবং নৃত্যাদি শিক্ষা করিয়া স্বামীকে ব্যভিচারপথ হইতে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। এখন, স্বামীর দেহান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বিধবা পত্নী মদ্যপান পরিত্যাগে অক্ষম হইয়া কত আক্ষেপ করেন। এইরূপ হিন্দুরমণীর মদ্যপান দ্বারা মাতৃত্ব পদদলিত করিবার আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত জানি। কিন্তু একটী স্থলেও স্বামীর পান-দোষের অভাব দেখা যায় না। যশোহর অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু একটী গ্রামের অধিবাসীগণ তন্ত্রের দোহাই দিয়া স্ত্রীপুরুষে মদ্যপানে রত থাকিয়া বর্ত্তমানে সমস্ত গ্রামকে হতশ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু যতই দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করি, একটীতেও এমন দেখি না যে স্বামীর পানদোষ নাই, স্ত্রীর রহিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক সুসন্তানের এই দুর্দ্দান্ত শত্রু মদ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য বলনৃত্য প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়া পাপের বোঝা আরও ভারী করিবার চেষ্টা হয়—কি আক্ষেপের বিষয়! ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে সময়ে সু-আচারই ভারতের উন্নতির প্রধান কারণ হইয়াছিল। মহাভারতে স্পষ্টই দেখা যায় যে পূর্ব্বে সু-আচারের কারণেই ভারত উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; পরে দুর্য্যোধন প্রভৃতির মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি কু-আচারের ফলেই মহাযুদ্ধে ভারত বীরশূন্য হইল এবং অবনতি অন্ধকারে চিরদিনের জন্য আচ্ছন্ন রহিল। তাহার পরে লোকেরা কুকর্ম্মের ফল দেখিয়া পুনরায় ঋষিপ্রদর্শিত সু-আচারের পথে চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে পারিল। এই শেষ উন্নতিরই চিহ্ন দেখিয়া গ্রীক ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে গ্রীকদিগের আক্রমণ কালে ভারতে মদ্যপান, ব্যভিচার, এমন কি চৌর্য্যপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অপরাধ একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল। আর, আজ কি না আমরা মহাজ্ঞানীর ন্যায় সেই শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি!

ঋষিপ্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালী পরিত্যাগ করিবার অথবা বিকৃত করিয়া গ্রহণ করিবার কারণে আমাদের দেশে বামাচারী, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই সকল সম্প্রদায়ের এবং বিলাসী মুসলমানদিগের প্রভাবে বেশ্যাগণ দেশময়

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণারও হ্রাস হওয়াতে বাইনাচ ও তদানুষঙ্গিক ব্যভিচার সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইয়াছে—অনেক স্থলেই ইহা আদরের সামগ্রী, গৌরবের সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে পুত্রলাভের প্রত্যাশায় মানত করিয়া যেমন প্রথম সন্তানকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে মানতস্বরূপে নিজ কন্যাকে ঠাকুরের নর্ত্তকী, প্রকৃতপক্ষে বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা পুণ্যকার্য্য বলিয়া গৃহীত হয়। বৃন্দাবন অঞ্চলে তীর্থযাত্রীর সেবাদাসী গ্রহণ করা সেবাদাসী ও তীর্থযাত্রী উভয়ের পক্ষে পুণ্যজনক বলিয়া ঘোষিত হয়। হায়! আমাদিগের শাকুনশাস্ত্রে প্রভাতে বেশ্যামুখ দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান শুভ বলিয়া উল্লিখিত হওয়াতে কত না অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছে! এ সকলই কেবল ব্যভিচারের প্রতি নির্ঘৃণতার পরিচায়ক।

শাস্ত্রে রমণীর অবরোধপ্রথাবিষয়ক আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি যে মনুপ্রমুখ ঋষিদিগের মতে রমণীর স্বেচ্ছাবিহরণ ব্যভিচারের অন্যতর প্রধান কারণ এবং এই কারণে তাহা নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য রমণী পূর্ব্বানুরাগের অতিরিক্ত কালেও দোকান প্রভৃতি স্থানে যাইবার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। কেবল তাহাই নহে, স্বামী হয়তো বিদেশে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য রমণী স্বদেশে থাকিয়া বারোয়ারি নৃত্যের (subscription dance) বন্দোবস্ত করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিলেন, স্বামী হয়তো তাহা জানিতেও পারিলেন না। ইহাতে স্বজাতির মধ্যে সেই রমণীর বিশেষ নিন্দা হইবে না, বরঞ্চ তিনি আত্মীয়স্বজন

বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহার সাহস ও চতুরতা (এবং pluck ও energy) প্রভৃতির জন্ম বাহবা প্রাপ্ত হইবেন। শাস্ত্রমতে হিন্দুরমণীর যাত্রা প্রভৃতি বারোয়ারি স্থানে যাওয়াও নিষিদ্ধ, যাত্রাদির যোগাড় করা তো দূরের কথা। কিন্তু এই নিষেধবিধি আজকাল অনেকস্থলেই রক্ষিত হয় না। আমি দেখিয়াছি যে অনেক হিন্দুপরিবারে গৃহকর্ত্তার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার স্ত্রীকন্যা প্রভৃতি সূক্ষ্ম এক বস্ত্র পরিধানে পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়েন এবং গৃহকর্ত্তার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া আসেন, গৃহকর্ত্তা সে বিষয় বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন না। অনেক রমণী আবার স্বামী প্রভৃতি অভিভাবকের অনুপস্থিতিকালে এবং তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেও দেবরাদির সহিত থিয়েটার প্রভৃতি আমোদের স্থানে যাইতেও দ্বিধা করেন না।

আবার একটা সময় আছে, যখন স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাবিহরণে স্বামী প্রভৃতি কাহারও আপত্তি করিবার যেন কোনই অধিকার থাকে না—সেই উল্লাসের সময় বাসর রাত্রি। বিবাহের রাত্রিতে বরের সম্মুখে শ্যালিকা প্রভৃতি রহস্যযোগ্যা আত্মীয়াগণ যেরূপ নৃত্যগীতাদি করেন, তাহা বর্ণনারও অযোগ্য। বিবাহ উপলক্ষে বরের সহিত একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে, ইহাই ছিল প্রথম লক্ষ্য, কিন্তু ক্রমে সেই প্রথম উদ্দেশ্য বীভৎস আকারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য এই বীভৎস প্রথার সমর্থনে কোন শাস্ত্রীয় বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না—আমোদপ্রমোদকে ধর্ম্মের বহির্গত করিলে যে কি আকারে পরিণত হইতে পারে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। এদেশে রমণীর স্বেচ্ছাবিহরণের আর একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। স্বামীর অনুপস্থিতিতে আজকালকার হিন্দু স্ত্রী

দেবর ও নন্দাই প্রভৃতির সহিত যে ব্যবহার করেন, তাহা হিন্দুস্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। দেবর প্রভৃতির সহিত হিন্দুস্ত্রী যে বীভৎস আমোদ তামাসা করিতে পারেন, ইহার শাস্ত্রীয় কোন বিধি যে নাই, তাহা বলা বাহুল্য; ইহার উৎপত্তি বর্ত্তমানে আবিষ্কার করা বড়ই দুরূহ। শাস্ত্রে রহিয়াছে "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নীস্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূস্বরূপ, ইহা মুনিরা কহিয়াছেন।" (মনু) এই স্পষ্ট অনুশাসন থাকিতেও দেবরের সহিত, নন্দাইয়ের সহিত হিন্দু রমণীর প্রচলিত ব্যবহার অনেকটা বাসরগৃহের ব্যবহারের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে। উত্তররামচরিত নাটকে কবি ভবভূতি দেবরের সহিত হিন্দুরমণী কিরূপ আমোদ করিতে পারেন, তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উক্ত নাটকে লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবীর কথোপকথনে উপহাসের মধ্যেও কেমন এক গম্ভীর মাতৃত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে।* রমণীর স্বেচ্ছা-বিহরণের সীমা রামায়ণের সীতাহরণে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। রামচন্দ্র একটী গণ্ডী কাটিয়া দিয়া সীতাদেবীকে বলিলেন যে "শত প্রলোভনেও ইহার বাহিরে যাইও না।" ইতিমধ্যে রাবণ ভিখারী বেশে উপস্থিত হইয়া সীতাদেবীকে গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া ভিক্ষা দিতে বারম্বার অনুরোধ করাতে তিনি কেমন

---

* লক্ষ্মণঃ। ইয়মার্য্যা ইয়মপ্যার্য্যা মাণ্ডবী ইয়মপি বধূঃ শ্রুতকীর্ত্তিঃ।

সীতা। বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা।

লক্ষ্মণঃ। (সলজ্জস্মিতং অপবার্য্য) অয়ে উর্ম্মিলাং পৃচ্ছত্যার্য্যা। ভবতু অন্যতঃ সঞ্চারয়ামি। (প্রকাশং) আর্য্যে দৃশ্যতাং দ্রষ্টব্যমেতৎ অয়ঞ্চ ভগবান্ ভার্গবঃ।

করুণাপরবশ হইয়া যেমন সেই সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক স্বীয় অবরোধ ভগ্ন করিলেন, অমনি রাবণ স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে হরণ করিল এই দৃষ্টান্ত সুন্দর শিক্ষা দিতেছে যে, রমণীর স্বামীবাক্য অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাবিহরণ কিরূপ ভয়াবহ।

আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের "হৃদয়ের অভ্যনুজ্ঞাত" অনুশাসন সকল এবং আমোদ প্রমোদের পূর্ব্বোল্লিখিত যথাযুক্ত সীমা ও ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই ব্যভিচারস্রোত প্রতিরুদ্ধ হইবে—প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের এ বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। তৎপরিবর্ত্তে আজকাল কেবল নব্যসম্প্রদায় নহে, প্রাচীন সম্প্রদায়েরও হিন্দুনামধারী অনেক গৃহস্থ, যাঁহাদের বাটীতে হয়তো পুরোহিত ঠাকুর দুই বেলা আসিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিয়মিত পূজা করিয়া যাইয়া থাকেন; যাঁহারা হয়তো প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া বদনখানিকে চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া পরমভক্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদানে উদ্যত হয়েন, সেই সকল হিন্দুনামধারী অনেক গৃহস্থও শাস্ত্রের অনুশাসন সকল অবজ্ঞাপূর্ব্বক মানিয়া চলেন না এবং মায়ামূঢ় হইয়া সামাজিক সুব্যবস্থা সকলেরও বিপরীতে চলেন। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শাস্ত্রের অনুশাসন হইল যে বিধবা রমণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযতভাবে অবস্থিতি করিবেন; এবং তাহারই অনুকূল সামাজিক ব্যবস্থা হইল যে আত্মীয়স্বজনগণ বিধবাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন ও তিনি নিজে অবস্থানুসারে বিশুদ্ধ শুভ্রবস্ত্র অথবা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, অলঙ্কারাদি বেশবিন্যাস

পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান পূর্ব্বক সংসারের হিতজনক কর্ম্মসাধন করিবেন। কিন্তু আজকালকার সমাজের প্রকৃত অবস্থা কি? বালিকা অথবা প্রৌঢ়া বিধবার স্বামীগৃহে অজস্র কঠোরতম গঞ্জনা তিরস্কার সহ্য করিতে করিতে যখন ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে, তখন বিধবা কন্যা পিতৃগৃহে পলায়ন করিয়া আসেন। পিতৃগৃহে পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই অতিমাত্র স্নেহবশতঃ তাঁহাকে বিধবার বেশ ধারণে নিবৃত্ত করিয়া, অলঙ্কার, সুন্দর পাড়বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সাটী প্রভৃতি পরিধান পূর্ব্বক স্বেচ্ছামত থাকিতে অনুমতি দেন। এইরূপে ক্রমে যখন তাঁহার স্বেচ্ছা-ব্যবহার যথেচ্ছাচারে পরিণত হইবার উপক্রম হয়, তখন পিতা-মাতা বাধা দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কন্যার অভিমানে বড়ই আঘাত পড়ে। এই অবসর পাইয়া দুষ্টস্বভাব আত্মীয় অনাত্মীয় যে কেহ একটু আদর প্রদর্শন করে, তাহারই প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়া কুপথে পদার্পণ করিবার উদ্যোগ করিয়া রাখেন; ইহার উপর, প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার অভাবে আত্মসুখকেই জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করিয়া সুবিধা পাইলেই ব্যভিচারস্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। বিধবা রমণীর একবার পদস্খলন হইলে মৃতপ্রায় সমাজের বীরত্ব ও শাসনদর্প দেখে কে—সেই পতিতা রমণীকে তৎক্ষণাৎ গৃহবহিষ্কৃত ও জাতিচ্যুত করা হয় এবং গৃহে পুনর্গৃহীত হইবার বিরুদ্ধে নানা কঠোর ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়। কিন্তু হায়! সমাজের এমনই দুর্দ্দশা যে, যে পাষণ্ড তাহাকে কুপথে লইয়া গেল, তাহার শাসন করিতে বর্ত্তমান সমাজ নিতান্তই অক্ষম। উপরোক্ত ব্যবহার বর্ত্তমান সমাজে নিতান্ত অপ্রচলিত নহে। ইহা অপেক্ষা যদি স্বামীগৃহে সেই বিধবা

রমণী উপযুক্ত আদর ও সম্মান এবং অবস্থোপযোগী চলিবার স্নেহশিক্ষা লাভ করিতেন; এবং পিতৃগৃহে যদি পিতামাতা মায়ামোহের বশবর্ত্তী না হইয়া বিধবা রমণীর উপযুক্ত শিক্ষা কোমলকঠোর ভাবে প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহা হইতে স্বামীকুলে অথবা পিতৃকুলে কলঙ্কারোপ ঘটিত না।

এখন কথা হইতেছে যে এরূপ শিক্ষা দিবে কে? গৃহকর্ত্তা প্রভৃতি গৃহের পুরুষেরা যদি বাহিরে বেশ্যালয়ে আমোদ কিনিতে যান, তাহা হইলে স্ত্রীকন্যাদিগের প্রতি তাকাইবে কে? প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা দিতে গেলে গৃহের বালকদিগেরও সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষা ও পুরুষশিক্ষার মধ্যে এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে যে আসলে ধরিতে গেলে একটীকে ছাড়িয়া আর একটী দাঁড়াইতে পারে না। যদি মাতা সুশিক্ষিতা হয়েন, তবে শৈশব হইতেই পুত্রকন্যার সুশিক্ষার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে এবং তবেই তাঁহার পুত্র সময়ে গৃহকর্ত্তা হইলে শৈশবের সুশিক্ষা তাঁহার সুব্যবহারে ফলপ্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা; আবার গৃহকর্ত্তা যদি সুশিক্ষিত হয়েন, তবে তিনিও পুত্রকন্যার সুশিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ করিবেন আশা করা যায় এবং ভবিষ্যতে তাঁহার কন্যা সুমাতা ও সুগৃহিণী হইবে, ইহা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। সর্ব্বোপরি যদি গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী উভয়েই শাস্ত্রানুকূল প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি যে সেই গৃহে সুখশান্তি চিরবিরাজমান থাকিবে, সেই গৃহে দিবারাত্র স্বর্গের আনন্দপুষ্প বিকীর্ণ হইবে, তথায় চির বসন্তের চিরমলয় নিত্যই প্রবাহিত হইতে থাকিবে। হিন্দুপরিবার হইতে একদিকে শাস্ত্রীয় ও সমাজে

চিরপ্রচলিত সুব্যবস্থা সকল একে একে লোপ পাইতেছে; বালকবালিকাদিগের হৃদয় সময়ের গুণে চাঞ্চল্যের জ্বরভাব (fever heat) ধারণ করিয়াছে, অথচ তাহারা তাহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকর কিছুই পাইতেছে না। অবসরের অভাবে বালিকারা হৃদয়ের আবেগ অনেক সময়েই হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বালকদিগের চাঞ্চল্য বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থলে গমনকালীন নানা অবসরে গোপনে চুরুট খাওয়া, বেশ্যাগমন প্রভৃতি কার্য্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে দেখিতাম যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের সন্নিকটেই একটী করিয়া দোকান থাকিত, তথায় অসৎস্বভাব ছাত্রেরা নিজেও চুরুট প্রভৃতি কিনিয়া খাইত এবং অন্যান্য ছাত্রদিগকে তথায় লইয়া যাইয়া মন্দকর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইত। আবার এই সকল দোকানের অধিকাংশেরই সহিত একটী করিয়া গুপ্তগৃহ সংলগ্ন থাকিত, তথায় বেশ্যাগমন, মদ্যপান, গঞ্জিকা সেবন প্রভৃতি কার্য্যে অনেকেই দীক্ষাগ্রহণ করিত; ক্রমে উহারই মধ্যে যাহারা বীরত্ব প্রদর্শনে ইচ্ছুক হইত, তাহারা নিজে এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য সঙ্গীগণের সহিত দূর দূর প্রদেশে বেশ্যাসঙ্গ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিত। অবসর পাইলে বালিকাদিগেরও যে কুপথে পদার্পণ করিতে শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা আছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইরূপ কুশিক্ষিত বালকবালিকা সময়ে গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রী হইলে সংসারপথে বিষবীজ ছড়াইয়া কিরূপ যে মরুভূমি করিয়া তুলিবে, তাহা কল্পনার যোগ্য, বর্ণনার নহে। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, যে বর্ত্তমান দুর্ব্বলভাব, এইপ্রকার

বাল্যব্যভিচার কি ইহার একটী প্রধান কারণ হইয়া পড়িতেছে না?

এই বাল্যব্যভিচারের প্রতীকারের উপায় অবিলম্বেই অবলম্বন করা প্রত্যেক পিতামাতার, প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক রমণীর গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার বোধ হয়, এই বিষয়ে একটু দার্শনিক চক্ষে আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীকারক ঔষধ সহজেই আবিষ্কৃত হইবে। আমোদের আশায়, সুখের লোভেই পুরুষ বেশ্যাগৃহে গমন করে এবং স্ত্রীলোকেও ব্যভিচার পথে পদার্পণ করে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি একটা পাশব আকর্ষণ স্বভাবতই আছে। তাহার উপর বারাঙ্গনাগণ আপনাদিগের আবাস গৃহকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়া রাখে, হাস্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করে, নৃত্যচ্ছন্দ সঙ্গীতাদি দ্বারা দিবানিশি আমোদের ভাবে ভরিয়া রাখে। ভ্রান্ত মানব এই ক্ষণিক উজ্জ্বলতার মধ্যে সমস্ত সুখ নিহিত বোধ করিয়া বারাঙ্গনার হলাহলপূর্ণ মুখের আপাতমধুর দুটো মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য ধর্ম্মার্থকাম সকলই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া সৌভাগ্য বোধ করে। ইহার উপর সচরাচর বেশ্যাগণ স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে বাস করিয়া বিশেষ চতুরতাপূর্ণ হইয়া উঠে—মোহমুগ্ধ অনেকে ইহাকে কর্ম্মদক্ষতা ভ্রমে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের শান্তস্বভাবা সাধ্বী পত্নীকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অপর দিকে ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকদিগেরও অনেকে প্রায় এই একই কারণে কুপথে প্রথম পদার্পণ করে। তাহারা বারাঙ্গনাদিগকে অলঙ্কার-পরিশোভিতা, সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহিতা ও প্রকাণ্ড অট্টালিকায় অবস্থিতা দেখিয়া মনে

ঘোর পাষণ্ড। পরিবারের পুরুষদিগের কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকদিগকে সুগৃহিণী হইবার বিষয়ে উপদেশ ও উৎসাহ দেওয়া। একটী বিষয় বিবেচনা করিলেই, বোধ হয় সংসার আনন্দময় হইয়া উঠে। পুরুষেরা যে টাকাটা বেশ্যাগৃহে মদ্যপানাদিতে ব্যয় করে, সেই অর্থ যদি তাহাদিগের নিজ নিজ গৃহের উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে সংসারকে অমঙ্গলের চিত্র বলিতে কাহারও সাহস হইত না। ভাবিয়া দেখ দিকিন, তুমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব বেশ্যার চরণে ঢালিয়া দিলে, এদিকে তোমার সাধ্বী পত্নী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই বেলা দুই গ্রাস অন্ন খাইতে হয় বলিয়া খাইতেছেন। কিন্তু সেই তোমার রোগ হউক, দারিদ্র্য ঘিরিয়া ফেলুক, তখন বেশ্যা তোমাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিবে; সেখানে মত্ত অবস্থায় দ্বন্দকলহে তুমি আহত হইয়া মৃতপ্রায় হও, বেশ্যা একবার তোমার অবস্থা জিজ্ঞাসাও করিবে না, বরঞ্চ উপহাস করিবে। সেই অবস্থায় তোমাকে পুনরায় তোমার সেই লজ্জাশীলা সাধ্বী পত্নীর কাছে আসিতে হইবে, সাধ্বী রমণী তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তোমার রক্ষার জন্য কায়মনোবাক্যে সেবা করিবে, নিজের শরীর দিয়াও যদি তোমার রক্ষা হয়, তাহার জন্য ভগবানের নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবে। এই চিত্র কল্পিত নহে, চক্ষেসমক্ষে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ ঘটনা দেখিয়াছি এবং পতিব্রতা রমণীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আর একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমাজপ্রচলিত কোন কার্য্যে যদি হৃদয় কলুষিত হইবার সম্ভাবনা

থাকে, তবে সে প্রথা গৃহ হইতে দূর করিবার জন্য স্ত্রীপুরুষের পরস্পরকে উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য—নতুবা গৃহকে পবিত্র রাখিবার শত চেষ্টাও বিফল হইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাইনাচ সমাজে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে বিবাহাদি উৎসব কালে বাইনাচ না দিলে তাহা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয় না। ইহা যতদিন উৎসবের অন্তরঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে, ততদিন গৃহ পবিত্র রাখিবার বৃথা চেষ্টা। আমি আর একবার প্রত্যেক কন্যার পিতামাতা, প্রত্যেক জননীর পুত্রকন্যাদিগের নিকটে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তাহাদের হৃদয় কি এতই পাষাণ হইয়া গিয়াছে যে বাইনাচ দেখিয়া তাঁহাদের কষ্ট হয় না, সুখ হয়? কোন্ পিতামাতার বুকচেরা ধন দৈবাৎ কুপথে আসিয়া সামান্য অর্থের জন্য হৃদয় উৎখাত করিয়া কৃত্রিম প্রেম জানাইতেছে, সুখের ভান করিতেছে—হে পিতামাতা তোমাদের কি তাহাকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য নিজেদের কন্যার কথা মনে হয় না? তোমাদের কন্যা বিপথে গেলে যে কষ্ট হয়, ইহারও পিতামাতার কি সেই কষ্ট হয় নাই? তোমরা কোথায় ইহার উদ্ধারের জন্য সাহায্য করিবে, তাহার পরিবর্ত্তে আরও আমোদের ভান করিয়া, অমূল্য দাম্পত্যপ্রেমের অপভ্রংশ করিয়া তাহার হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া দিতে চাও? আর আমোদের সহিত বাইনাচ দেখিও না—হৃদয়কে আর পাষাণ করিও না। সম্প্রতি দেখিতে পাই যে অনেকে শ্রাদ্ধের সময় অথবা বিবাহের সময় প্রচলিত "সামাজিক" গ্রহণ করেন না, আর উৎসবাদিতে বাইনাচ, শ্রাদ্ধকালে মেয়েকীর্ত্তনী প্রভৃতি সর্ব্বনাশকর ও অসঙ্গত কুপ্রথা রহিত হইতে পারিবে না?

বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে ও এই সকল কুপ্রথা প্রচলিত থাকাতে বেশ্যাগৃহে গমন এখন একটা গুরুতর দোষের মধ্যেই যেন পরিগণিত হয় নাই। যুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা "বয়সকালে সারিয়া যাইবে" এই ভাবে বৃদ্ধদিগের নিকট সাধারণত উপেক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অনিষ্টকর সংস্কার আর কি কিছু হইতে পারে?

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে ব্যভিচার ও তাহার ঔষধ বিষয়ক বিংশ আলোচনা সমাপ্ত।

একবিংশ আলোচনা—বঙ্গরমণীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদ।

আচার ব্যবহারের মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রভাব স্ত্রীশিক্ষার উপর কিরূপ বিস্তৃত হয় তাহাই প্রধানত দেখিয়া আসিয়াছি, আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য আচার ব্যবহারের বা সহবতের বিষয়ও আলোচনা করিয়াছি। পরিচ্ছদও সহবতেরই অন্যতর প্রধান উপাদান, সুতরাং এবিষয়েরও আলোচনা অপরিহার্য্য। আমাদের দেশের মহিলাদিগের পরিচ্ছদ মাতৃত্বরক্ষার কতদূর উপযোগী তাহা বিবেচনার বিষয়। বঙ্গদেশের হিন্দুরমণীর পরিচ্ছদ কার্য্যত একখানি বস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। মাতৃত্ব রক্ষা করা যদি রমণীর পরম ধর্ম্ম হয়, তবে প্রকৃত লজ্জানিবারক পরিচ্ছদ যে তাহার

অন্যতম প্রধান উপায় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীপরিচ্ছদের আদর্শ পূর্ব্বাবধি (বোধ হয় মুসলমানী প্রভাব বিস্তৃত হইবার পরে) কালাপেড়ে অথবা লালপেড়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিরাবরণ গোছের শান্তিপুরে প্রভৃতি সাটী। বারাঙ্গনাদিগকে কামভাব উদ্রিক্ত করিবার জন্য সম্পূর্ণ দেহপ্রকাশক জালের কাপড় পরিতে অনেক সময়েই দেখা যায়। ধনী লোকেরাও যে গাত্রের আভাপ্রকাশক কাপড় পরেন, তাহারও উৎপত্তির সম্ভবত সেই একই কারণ। দরিদ্র লোকেরাও সামর্থ্যমত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও ধনীলোকের অনুকরণ করিতে যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় য বঙ্গরমণীর পরিচ্ছদ নিরাবরণ গোছের হইবার একটী প্রধান কারণ জাতীয় কামুকতা বৃদ্ধি। পশ্চিমাঞ্চলবাসী ভদ্রলোকেরা বঙ্গরমণীকে এইরূপ পরিচ্ছদ ধারণের কারণে বিবসনা বলিয়া উপহাস করে। আমাদিগের বোধ হয় যে বঙ্গরমণীর সাধারণত প্রচলিত পরিচ্ছদে কিছুমাত্র হ্রী ও শ্লীলতা রক্ষিত হয় না, সুতরাং ইহাতে মাতৃত্বের উপরে আঘাত পড়ে। বিশেষত রমণীরা যখন এইরূপ পরিচ্ছদে তীর্থদর্শন ও গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তখন লজ্জায় ও ঘৃণায় দ্বিধাবিভিন্ন বসুধার ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইবার জন্য আমাদিগেরও প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

বঙ্গরমণীর সাধারণত প্রচলিত পরিচ্ছদ দাসদাসীর সমক্ষে কুটুম্বপরিজনের সমক্ষে অথবা বহির্গমনের পক্ষে, কোন অবস্থায়ই সতীত্বরক্ষার প্রকৃত উপযোগী নহে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, প্রধানত ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের, এই কারণে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন

—সেই ঢং আপাতত একটুখানি কমিয়াছে। আমাদিগের বোধ হয় যে পাশ্চাত্য রমণীর পরিচ্ছদও সতীত্বরক্ষার উপযোগী নহে। লজ্জারক্ষা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনই পাশ্চাত্য স্ত্রীপরিচ্ছদের যেন মুখ্যভাব। যে পরিচ্ছদের ভাঁজে ভাঁজে দেহযষ্টির ভঙ্গিমা বিকশিত হয়, ইংরাজী উপন্যাসে তাহারই প্রশংসা শতমুখে ব্যক্ত হয়। আর বাস্তবিকও, সাধারণত পাশ্চাত্য রমণী প্রার্থনা করেন যে তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার বেশবিন্যাস লোকের প্রগাঢ় প্রশংসা আকর্ষণ করুক। পাশ্চাত্যদিগের চক্ষে রমণীর নিজের সৌন্দর্য্য নানা উপায়ে ফুটাইয়া তুলিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার প্রকাশ এবং তজ্জন্য জনসাধারণের প্রশংসা শ্রবণে গর্ব্ব অনুভব করা কিছুমাত্র অভদ্রতার লক্ষণ নহে। ইহা তাঁহাদিগের প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে শারীরিক শত অনিষ্ট হইলেও কটী সূক্ষ্ম দেখাইবার জন্য লৌহগ্রথিত কর্শেট যন্ত্র (আমি ইহাকে যন্ত্র ভিন্ন পরিচ্ছদ বলিতে পারি না) পরিধানে পাশ্চাত্য রমণীরাও কুণ্ঠিত হন না এবং পুরুষেরাও স্বীয় স্ত্রীকন্যাদিগের এই যন্ত্র দ্বারা সূক্ষ্ম কটি প্রস্তুত করাইয়া সৌন্দর্য্য প্রদর্শন দেখিতে চাহেন। আমি জানি যে একটী ভদ্র ইংরাজরমণীর এই যন্ত্রপেষণে অকালে দুই তিনটী সন্তান নষ্ট হইলেও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সুন্দর দেখিবার ও দেখাইবার জন্য তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক এই যন্ত্র ব্যবহার করাইয়া থাকেন। এইখানেই দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যজাতি সৌন্দর্য্যের নিকটে মাতৃত্বকে কেমন তাচ্ছিল্যের চক্ষে দৃষ্টি করে।

পাশ্চাত্য রমণীর সান্ধ্য নিমন্ত্রণের অথবা বলনৃত্যের পরিচ্ছদ দেখিলেই এই কথার যাথার্থ্য অধিকতর প্রতিপন্ন হইবে। এই

পরিচ্ছদও পাশ্চাত্যদিগের জাতীয় কামুকতার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য প্রদান করে। শ্রীমান্ ব্যক্তি এই পরিচ্ছদে শোভমানা রমণীর দিকে তাকাইতেও লজ্জাবোধ করিবেন, সন্দেহ নাই। জনসাধারণের হৃদয়ে admiration আনিবার জন্য বা কামভাব (Max O'rell যাহাকে "shivers" বলিয়াছেন) উদ্রিক্ত করিবার জন্যই সান্ধ্য পরিচ্ছদও পরিহিত হয় এবং অন্যান্য নানা কৃত্রিম উপায়ও অবলম্বিত হয়। হিন্দুদিগের তো এইরূপ বুকখোলা হাতখোলা পরিচ্ছদের প্রতি ঘৃণা হওয়াই সম্ভব, কিন্তু এই সেদিন আফগানস্থানের আমীরের পুত্র নসিরুল্লা বিলাতে গিয়া এইরূপ পরিচ্ছদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করাতে এবং কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজমহিলার হস্তগ্রহণে উপযাচিত হইলে পরস্ত্রীর হস্তগ্রহণে অসমর্থ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করাতে সংবাদপত্রে মহা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। প্রকৃত আদর্শে দাঁড়াইলে এই সকল পাশ্চাত্য প্রথা সকলেরই চক্ষে বিসদৃশ ও মাতৃত্বের প্রতিকূল বোধ হইবে। পাশ্চাত্যজাতি স্ত্রীকন্যাদিগকে নৃত্যাদির অতিরিক্ত সর্ব্বসময়ে বুক খুলিয়া থাকিতে অনুমতি দেন না কেন? এইখানে নৃত্যকালে ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিবার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আর, আজকাল মিশনারি প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিই বলনৃত্যের ও এই প্রকার পরিচ্ছদের অপকারিতা বুঝিয়া ইহার বিপক্ষ হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে স্বয়ং ভারতেশ্বরীও বলনৃত্য ও এইরূপ বুককাটা পরিচ্ছদের বড়ই বিরোধী। পারিস প্রভৃতি দুএকটি প্রধান প্রধান নগরে শত শত লোকের কর্ম্মই এই যে কিরূপ পরিচ্ছদে রমণীর প্রত্যেক অঙ্গবিভাগ সুন্দর প্রকাশিত

হইবে, তাহারই বিষয়ে অনুক্ষণ চিন্তা করা এবং তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করা। পাশ্চাত্যজাতির এরূপ পার্থিব ভাব যে শোক-পরিচ্ছদেও সৌন্দর্য্য বিকশিত করিতে না পারিলে তাহা সাধারণত গ্রহণীয় হয় না। বিলাতী দৈনিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সকল খুলিয়া দেখ, বর্ষার বন্যার ন্যায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে যে অমুক দোকানের শোকপরিচ্ছদে রমণীর সৌন্দর্য্য আরও পরিস্ফুট হয় ইত্যাদি। একটী রমণীর স্বামীর দেহান্তর হইল, স্বামীর সমাধির বন্দোবস্ত হইতে না হইতেই তিনি যে দোকানের শোকপরিচ্ছদে সৌন্দর্য্য অধিক পরিস্ফুট হয়, সেই দোকান হইতেই তাহা ক্রয় করা স্থির করিলেন—আমাদের চক্ষে এসকল যেন কেমন কেমন ঠেকে। পাশ্চাত্য রমণীর এরূপ করিবার কারণ আছে—তাঁহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে এবং অধিকাংশ বিধবাই পুনর্বিবাহ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় কুমারী অবস্থার ন্যায় পূর্ব্বানুরাগ চালাইবার জন্য সৌন্দর্য্যপ্রকাশক পরিচ্ছদের জন্য যে অধিকাংশ পাশ্চাত্য রমণী লালায়িত হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? স্ত্রীলোকের এই সকল পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য জাতির যে কেবল কামভাব প্রকাশ পায় তাহা নহে, এই সকলে পাশ্চাত্যজাতির নিষ্ঠুরতার প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ এবং চঞ্চলচিত্ততাও বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকের শিরস্ত্রাণে রাশি রাশি বিহগপক্ষ সংলগ্ন করা হয় এবং এই কারণে সুন্দর পক্ষীকুল বিনষ্ট করিয়া নিষ্ঠুরভাবে ভগবানের সুন্দর সৃষ্টি বিধ্বস্ত করিবার জন্য দেশবিদেশে কত যে লোক নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা সংখ্যাতীত।

আবার পাশ্চাত্য রমণীর পোষাকের ঢংইবা কত—বৎসরের মধ্যে পোষাকের ঢং দুই তিনবার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হয়তো কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা বিশেষ কোন বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নিমন্ত্রণসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সেই পরিচ্ছদে হয়তো তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখাইয়াছিল। তিনি মহিলা-সমাজের fashionএর অভিনেত্রী হইলে তো কথাই নাই, তাহা না হইলেও হয়তো দেখিতে দেখিতে অন্যান্য মহিলাগণ উক্ত বর্ণের পরিচ্ছদ তাঁহাদের উপযুক্ত হউক বা না হউক, ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সময়ে সময়ে অদ্ভুত ঢংও সমাদৃত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজত্বকালে যুদ্ধে অনেক বীর নিহত হওয়াতে তাহার পরেই ফ্রান্সে বীরপুত্রের বড়ই অভাব হইয়াছিল—কে একটা ধুয়া উঠাইলেন, আর অমনি রমণীগণ আসন্নপ্রসবার ন্যায় আল্‌গা রকমের পোষাক পরিতে লাগিলেন, যেন সকলেই আজ বাদে কাল অন্তত এক একটা বীরসন্তান প্রসব করিয়া ফ্রান্সের উদ্ধার সাধন করিবেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে রমণীগণকে স্ফীতবক্ষা দেখাইবার জন্য এক প্রকার পোষাক প্রচলিত হইল, আবার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রমণী-গণকে অত্যন্ত লীন দেখাইবার জন্য ঢং ও তদুপযোগী নানা পোষাকযন্ত্র সকল আবিষ্কৃত হইল। একবার দৈবাৎ ভারতে-শ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর পায়ে আঘাত লাগাতে তাঁহাকে কিছু-দিনের জন্য খঞ্জের ন্যায় চলিতে হইয়াছিল, অমনি সহরশুদ্ধ স্ত্রীলোক পোষাক প্রভৃতি নানা উপায়ে খঞ্জের ন্যায় চলিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহা ব্যতীত, যাঁহারা fashionএর প্রবর্ত্তিকা হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের তো একটা পোষাকে

দুইবারের অধিক বাহির হইলেই সম্মান হারাইতে হয় এবং তাহার প্রতীকারে অসাধারণ ব্যয় হয়।* কিন্তু তাঁহাদিগকে বাহির হইতেই হইবে, কারণ তাঁহারা গৃহের শান্তির মাঝে থাকা অপেক্ষা হট্টগোলের মধ্যেই থাকিতে ভাল বাসেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেমন পাশ্চাত্য পরিচ্ছদও সতীত্বরক্ষার উপযোগী নহে, সেইরূপ একখানি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিবার দেশীয় প্রথাও লজ্জানিবারণের, সুতরাং নিষ্কলঙ্ক সতীত্ব রক্ষার উপযোগী নহে। আজকাল ভদ্রলোকেরা আপনাপন স্ত্রীকন্যাদিগকে পশুশালা, যাদুঘর প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে যখন লইয়া

---

* "It is wholly impossible for women to go much into Society *(dans le monde)* without spending a great deal on dress; expenditure of an unhesitating kind must, under the present kind of *toilettes*, be the accompaniment of such a life. To any one, however, who stays at home, it is very possible to dress admirably well, at no immense cost; for, in home wear gowns do not soil quickly, whereas in society they do, and lose almost immediately that freshness the which is absolutely necessary to an attractive *toilette*; and besides, they cannot be seen more than twice or thrice at most, without the wearer losing caste and looking dowdy. But who shall persuade the modern woman to remain at home? she only exists in a crowd." Ouida on "Jules Lemaitre on Dress"—The lady's Realm Nov. 1897

যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন কি আর নিতান্ত পক্ষে গৃহকোণের উপযোগী সেই সূক্ষ্ম এক বস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে? পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ বেশ সুচারু ও সতীত্ব রক্ষার উপযোগী। তাঁহারা ঘাঘরা অথবা সাড়ী, অঙ্গ-রাখা এবং উত্তরীয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া যখন বহির্গত হয়েন, তখন যেন মূর্ত্তিমতী লজ্জা চলিতে থাকে। কিন্তু তাহাও বঙ্গরমণীর উপযোগী নহে, সেই কারণে এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে তাহা প্রচলিত হইতে পারিল না। বঙ্গরমণীর জন্য কোন নূতন পরি-চ্ছদ প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে তাহাতে অনেকগুলি গুণ একত্র আবশ্যক—অল্পব্যয়, শালীনতা, প্রাচীন সাড়ীর সহিত অবি-চ্ছিন্নতা এবং সর্ব্বোপরি সৌন্দর্য্যবিকাশ। পশ্চিমা রমণীদিগের এক একটী ঘাঘরাতে অনেক হাত কাপড় লাগে সুতরাং ব্যয় বাহুল্য আসিয়া পড়ে; আমি কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানীর নিকট শুনিয়াছি যে ভদ্ররমণীর বাহিরে আসিবার উপযুক্ত এক একটী ঘাঘরার মূল্য দুইশত হইতে পাঁচশত টাকা পড়িয়া যায়। ইহা শুনিয়াই হয় হয়তো বঙ্গরমণী চমকিয়া উঠিবেন এবং মনে মনে আমাকে অনুরোধ করিবেন যে তাঁহাদের সূক্ষ্ম একবস্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া কাজ নাই। ঘাঘরা প্রচলনের বিরুদ্ধে বঙ্গরমণীর আর একটী মনোগত আপত্তি এই যে প্রাচীন সাড়ীর সহিত ইহার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে, যোগসামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। আমি নিম্নে যেরূপ পরিচ্ছদের উল্লেখ করিব, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সকল গুণ গুলিই রক্ষিত হইয়াছে এবং সেই কারণে বঙ্গদেশে তাহার এত শীঘ্র প্রচলন হইয়াছে।

এই পরিচ্ছদ সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী কর্ত্তৃক এদেশে সর্ব্বপ্রথ

প্রবর্ত্তিত হয়। বঙ্গীয় স্ত্রীপুরুষের বর্ত্তমান পরিচ্ছদের অনেকটাই যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরাজী আমলের প্রারম্ভে ভদ্রলোকেরা বাহিরে যাইতে হইলেই কাবা, জোব্বা, শামলা পাগড়ী ও পায়জামা পরিয়া মুসলমান বেশে বহির্গত হইতেন। অবশেষে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে তিনিই কাবার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান চাপকান প্রবর্ত্তিত করিলেন।* এবং তাঁহার অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ত্তমানে প্রচলিত পাগড়ীর প্রবর্ত্তনা করেন। ইহার উপরেও নানা পরিবর্ত্তন হইতে হইতে বর্ত্তমানে ঠাকুর গোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষত যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে উপযুক্ত লম্বা (মুসলমানদিগের ন্যায় অত লম্বা নহে এবং বিলাতী কোটের ন্যায় অত ছাঁটাও নহে) আচকান (চাপকান নহে), জোব্বা, পেন্টালুন এবং লাঙ্গুলহীন, হাতের বাঁধাই পাগড়ীর অনুরূপ পাগড়ী জনসমাজে বাহির হইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইয়াছে। আর বর্ণিতব্য স্ত্রীপরিচ্ছদ সত্যেন্দ্রপত্নী বোম্বাই অঞ্চল হইতে আমদানী করেন,—ইহা পারসীক রমণীর পরিচ্ছদের অনুকরণে অবলম্বিত। সত্যেন্দ্রপত্নী যখন প্রথম বোম্বাই অঞ্চলে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাকে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু তথায় পারসীক রমণীর ভদ্রপরিচ্ছদ দেখিয়া নিজেও অবলম্বন করিলেন এবং এদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত করিলেন। তখন দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মিকাগণ তাহা অবলম্বন করিলেন এবং

* তিনিই ইহা আমাকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন।

প্রধানত উমেশ নামক একজন যোড়াসাঁকো নিবাসী তদানীন্তন ওস্তাগর ও যোড়াসাঁকোস্থিত মজুমদার কোম্পানীর যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যোগে এই পরিচ্ছদ কলিকাতায় ও ক্রমশ বঙ্গদেশের ভদ্র-সমাজে বহুল প্রচলিত হইল। সত্যেন্দ্রপত্নী পারসীক রমণীর নিকট হইতে এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেও ইহার পরিধান প্রণালীতে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। একটী সেমিজ, একটী জ্যাকেট, একখানি সাড়ী, এই তিনটীই এই পরিচ্ছদের প্রধান উপকরণ। দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থরমণীর উপযোগী একটী সেমিজ ও একটী জ্যাকেট ক্রয় করিতে অনধিক তিন টাকা মূল্য লাগিবে এবং সাড়ী পছন্দমত ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতেও যদি কেহ বলেন যে সামান্য দেহাবরণের জন্য এত টাকা খরচ করা অসঙ্গত, তদুত্তরে বলি যে, তিনি জনসমাজে না বাহির হইলেই এই টাকা ব্যয় হইবে না এবং জনসমাজে বাহির হইতে ইচ্ছা করিলে অর্থ অপেক্ষা সতীত্বকে মূল্যবান্ মনে করিয়া এইরূপ পরিচ্ছদ ক্রয় করাই উচিত। ধনী গৃহস্থের কন্যার উপযুক্ত এই পরিচ্ছদের (লেসবিশিষ্ট রেসমের জ্যাকেট, লেসবিশিষ্ট ভাল সেমিজ এবং সুন্দর পাড় বিশিষ্ট রেসমের সাড়ী, এই কয়েকটীর) মূল্য অনধিক ত্রিশ চল্লিশ টাকা লাগিবে।* সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে এইরূপ

* অনুসন্ধান করিলে অথবা নিজে সীবনাদি করিলে আরও সস্তা পড়িবে নিঃসন্দেহ; কিন্তু যদি জরীর পাড় আবশ্যক হয়, মণিমুক্তা পাড়ে দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত মূল্যে কুলাইবে না, বলা বাহুল্য। আমরা খুব ধনীকন্যার ভদ্রভাবে বাহির হইতে যেরূপ খরচ পড়িতে পারে, তাহারই উল্লেখ করিলাম।

পরিচ্ছদই লজ্জারক্ষার বিশেষ উপযোগী এবং বঙ্গরমণীর সর্ব্বাংশে গ্রহণীয়। ইহার উপর অবস্থাবিশেষে একটী উত্তরীয় আবশ্যক হয়। মোটের উপর বলিতে পারি যে উত্তরীয়সহিত সাটী বিনা রমণীর শালীনতা যেন সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় না বলিয়া বোধ হয়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে বঙ্গরমণীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদ বিষয়ক একবিংশ আলোচনা সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ আলোচনা—ব্রতাদিতে স্ত্রীশিক্ষা।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে পাশ্চাত্য রমণীর নিকটে আমাদিগের স্ত্রীকন্যাপ্রভৃতির বিশেষ অনুকরণীয় কিছুই নাই, আর যদি বা কিছু থাকে, তাহাও সামান্য। মুসলমানদিগের নিকটে গৃহীত ঋণের সুদ গণিতে গণিতেই তাঁহারা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহার উপর পাশ্চাত্য রমণীদিগের সকাম চঞ্চলভাব গ্রহণ করিলে তাঁহাদের আর উত্থানশক্তিও থাকিবে না। পাশ্চাত্য রমণীর সকল কার্য্যে মাতৃত্বের মধ্যেও ঘোর সাংসারিকতা; হিন্দুরমণীর সকল কার্য্যে সাংসারিকতার মধ্যেও মাতৃত্ব জাগ্রত। আচার ব্যবহার প্রভৃতি হইতে উভয়ের এই পার্থক্য যে উপলব্ধ হয়, তাহা এতদূর পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু উভয়ের আমোদ করিবার প্রকার

হইতেও এই পার্থক্য সুন্দর ব্যক্ত হয়। পাশ্চাত্য রমণীর বালিকাবস্থায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলা পুতুল খেলা—পুতুলের কাপড় করা, পুতুলের বিবাহ দেওয়া, পুতুল লইয়া ঘর করা। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের আর একটী খেলা এই—কোন বিশেষ দিনে মিসেলটো নামক একপ্রকার লতার ডালপাতা কোন যুবক একস্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিবে, কোন রমণী সেই পথে যাইতে যাইতে দৈবাৎ সেই পাতার নিম্নে উপস্থিত হইলেই সেই যুবক সহস্র অপরিচিত হইলেও রমণীকে চুম্বন করিতে পারে—রমণী আপত্তি করিলে লজ্জার কথা। এইরূপ চুম্বনে যে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে তাহা বেশই বুঝা যাইতেছে; আর বাস্তবিকই অল্পদিন হইল, কেহ কেহ এইরূপ চুম্বনে আপত্তি করার এবং এই সম্বন্ধে দুএকটা মকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, এখন এই খেলা অল্পে অল্পে উঠিয়া যাইতেছে। এই প্রথা আমাদের দেশের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি পর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের পল্লীগ্রাম হইতে এখনও উঠিয়া যায় নাই।

আমাদের দেশেও বালিকারা পুতুলখেলায় যথেষ্টই অনুরক্ত। তাহাদের এইটুকুতে মাতৃত্বের মধ্যেও সাংসারিকতা। ইহা ব্যতীত যমপুকুর প্রভৃতি যে সকল ব্রত-খেলা আছে, তাহাদের অনেকগুলিই সাংসারিকতার মধ্যেও মাতৃত্বের কেন্দ্রভূমিতে দণ্ডায়মান। এই সকল ব্রত বাল্যক্রীড়ার অঙ্গ হইলেও হিন্দুর সকল কর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মমূলক এবং অনুষ্ঠানাদির অবান্তর অঙ্গ বলিলেও চলে। বালিকাদিগের এই সকল ব্রত-খেলা ছাড়িয়া দিলেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পিঠেপার্ব্বণ প্রভৃতি যে সকল আমোদজনক কার্য্য পর্ব্বের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সেই সকলে বিমল

আমোদের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর সাংসারিকতার মধ্যেও কোমল মাতৃভাব কেমন জাগ্রত থাকে। ভগ্নী যখন তাঁহার সুকোমল স্নেহময় অঙ্গুলিতে চন্দন গ্রহণ করিয়া ভ্রাতার কঠোর চিন্তাপূর্ণ ললাটে "ভাইয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ুক কাঁটা" বলিয়া চন্দনবিন্দুর সহিত স্নেহ ঢালিয়া দেন, তখন কোন্ হিন্দু আছেন যিনি সকল যাতনা ভুলিয়া যান না এবং কে এমন নিষ্ঠুরহৃদয় আছে যে এমন সুন্দর প্রথাকে পর্ব্বের মধ্য হইতে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করে? এই সকল পর্ব্ব রক্ষা করাই যে একটা মহৎ কর্ম্ম তাহা নহে। তবে, হিন্দুসমাজের শিক্ষার ইহা একটী সুব্যবস্থা যে, সর্ব্বাঙ্গীন স্ত্রীশিক্ষা দিবার সুযোগ সর্ব্বতোভাবে না ঘটিলেও এই সকল পর্ব্ব ব্রত প্রভৃতি রক্ষা করিতে থাকিলে ক্রীড়াচ্ছলেও অন্তত আংশিক স্ত্রীশিক্ষা নিশ্চয়ই সংসাধিত হইবে এবং এই স্ত্রীশিক্ষা আমোদের সহিত লাভ করাতে আমাদের স্ত্রীকন্যাদিগের হৃদয়ে তাহা মুদ্রিত হইয়া সুফলপ্রদ হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যদিগের আমোদ অনেক স্থলে ধর্ম্মের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে; আমাদিগের আমোদ সকল ধর্ম্মের বাহিরে গিয়া পড়ে নাই। এই সকলে অশ্লীলতার স্পর্শলেশ নাই। পাশ্চাত্য রমণীরা নগ্নচিত্র আঁকিয়া আমোদ পাইতে পারেন এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা সমুদ্রে স্নানোদ্যত সম্পূর্ণ বিবস্ত্র যুবকদিগকে দেখিয়াও আমোদ পাইতে পারেন, * কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, শাস্ত্রের অনুশাসনে এবং সামাজিক সুব্যবস্থায় গৃহকর্ম্মই হিন্দুরমণীর আমোদপ্রমোদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। স্বামী বিষয়কর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া কিসে ভাল

* John Bull's womankind P. 47-50

আহার পাইবেন, কিসে পুত্রকন্যাগণ সুখে থাকিবেন, তাহারই উপায় শিক্ষাতেই হিন্দুরমণীর প্রধান আনন্দ। ইংরাজ মহিলা পাচকের (বাবুর্চির) একদিন অনুপস্থিতিতেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন, কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণ চিরকাল না আসিলেও প্রকৃত হিন্দুমহিলা কিছুমাত্র ভয়প্রাপ্ত হন না—ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, সকল হিন্দুপরিবারের স্ত্রীকন্যামাত্রেই রন্ধন করিতে জানেন এবং স্বামীপুত্র প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলের জন্য রন্ধনাদিতেই হিন্দুরমণীর বিশেষ আমোদ, ইহাতেই তাঁহার প্রাণ।*

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে ব্রতাদিতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক দ্বাবিংশ আলোচনা সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ আলোচনা—সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষার উপর আচার ব্যবহারের গঠনপ্রভাবের বিষয় সবিস্তার দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু বিস্তৃত সাহিত্যক্ষেত্র ও স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকিয়া প্রবন্ধকে অঙ্গহীন করা অসঙ্গত বিবেচনায় তদ্বিষয়ে দুই চারিটী বক্তব্য বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে মনস্থ করিতেছি। এই বিষয়

* স্বার্থপর লোক কর্ত্তৃক শাস্ত্রার্থ বিপরীতভাবে গৃহীত হওয়াতে যোনিপূজা প্রভৃতি ব্যভিচারমূলক কার্য্য সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল। একই কারণে নানাপ্রকার বামাচার ও কদাচারের উৎপত্তি।

বলিতে গেলেই আবার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষার কথা আসিয়া পড়ে, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিভাগে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অধিকাংশ ভদ্রমহিলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ("পাশ") হইয়া অথবা না হইয়া, কিছুতেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে না। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, তাহাতে দেখিতেছি, অধিকাংশ নব্যমহিলা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই ইংরাজী নবেলগুলি, বাঙ্গালায় বঙ্কিমবাবুর ন্যায় খ্যাতনামা লেখকদিগের উপন্যাসগুলি এবং প্রেমবিষয়ক কবিতা-রাশি পড়িয়াই সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, বহুবাজারস্থ সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে তাহার কর্তৃপক্ষগণ দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে পাঠিকাদের মধ্যে উপন্যাস গ্রহণের অনুপাত অত্যন্তই বিসদৃশ। ইহা অবশ্য একপ্রকার ভাল যে পুস্তকপাঠে স্ত্রীলোকদিগের রুচি জন্মিতেছে, কিন্তু উপন্যাস পাঠে অত্যধিক রুচি যে শিক্ষা-দোষে হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। শৈশবকাল হইতেই এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে জ্ঞানগর্ভ সারবান্ পুস্তকে সহজেই অভি-রুচি জন্মে। এইরূপ শিক্ষাসম্প্রদানের অত্যন্ত প্রয়োজনও পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক লেখিকার আবির্ভাব হইতেছে সত্য, কিন্তু দুএকটী ব্যতীত সকলকেই নবেল লিখিবার জন্য এবং প্রেমবিষয়ক কবিতা লিখিয়া বাহাদুরী লইবার জন্য ব্যস্ত দেখা যায়। নবেল পড়া বা লেখা, প্রেমকবিতা পড়া বা লেখা যে একেবারেই মন্দ তাহা বলি না, কিন্তু আমরা এখন চাই যে রমণীগণ মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, আচারতত্ত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয়

সকল তাঁহাদের হৃদয় দিয়া বিচার পূর্ব্বক আমাদিগকে জানিতে দিউন—ইহাতে তাঁহাদের আদর্শ উন্নত হইয়া মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইবার পক্ষেই সহায়তা করিবে। গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া এসকল করিলে চলিবে না; আমাদিগেরও যেমন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া পুস্তকাদি লিখিতে অথবা অধ্যয়নাদি করিতে হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ত্তব্য গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া অধ্যয়নাদি করিতে হইবে। বর্ত্তমানে মাসিক পত্রাদিতে পুরুষ ও রমণীর লিখিত কৃত্রিমতাপূর্ণ প্রেমকবিতার যেরূপ ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাহাতে কিছু তীব্রভাষায় ইহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা বলিতেছি যে হিন্দুরমণীদিগের লিখিত কবিতায় আমরা প্রেমের এরূপ ঢলাঢলিভাব আর দেখিতে চাহি না।

আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রবিচ্ছায়া" পুস্তক প্রকাশের পর হইতেই এইরূপ কবিতার আধিক্য দেখা যাইতেছে। আমরা তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথের উপর কোনই দোষ দিতে পারি না এবং এখানে তাঁহার কবিতার উপরেও কোনই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। আমরা কেবল অবিবাহিত বালকবালিকার পক্ষে এইরূপ প্রেমবিষয়ক গীত শোনা গাওয়ার ঘোর বিরোধী। এই সকল গানের আলোচনায় বালিকার নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বে আঘাত পড়িবার এবং বালকের ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। চোরকে বারম্বার প্রলুব্ধ করিয়া, চুরি করিতে প্রকারান্তরে শিক্ষা দিয়া, পরে তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ দেখিতে আশা করা বৃথা; সেইরূপ বালক বালিকাদিগকে এই সকল

গান অভ্যস্ত করাইয়া তাহাদিগকেও সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক দেখিতে আশা করা বিড়ম্বনা। রবীন্দ্রনাথের এই প্রকার গানের নকল গীতের ছড়াছড়ি আজকাল মাসিক পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায়। কেহই ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে ইহাতে দেশের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে। এইরূপ গানের ফলে পুরুষেরা বীর্য্যহীন এবং রমণীগণ শালীনতাবিহীন হইয়া উঠিতেছে। হইতে পারে নিধুবাবুর কতকগুলি টপ্পায় বিশেষ অশ্লীল কথা অথবা ভাব আছে; কিন্তু মোটের উপর, ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ বিষয়ে এই সকল গান ও নিধুবাবুর টপ্পা, উভয়কে সমান আসনে বসাইবার অধিকার রাখি।

বিলাতপ্রত্যাগত, ব্রাহ্ম প্রভৃতির সংমিশ্রণোত্থিত নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রেমগীতের সমধিক চর্চ্চা হয়। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া বলের সহিত বলিতেছি যে, বিবাহিত বা অবিবাহিত কোন রমণীরই বিবাহিত বা অবিবাহিত কোন পরপুরুষেরই নিকট, শত বন্ধুতা সত্বেও, এই সকল গান গাওয়া উচিত নহে। এইরূপ গানের ফলে দেখিয়াছি যে ইয়ারকি (flirtation) আসিয়া পড়ে—কোথায়ও ইহার ব্যতিরেকস্থল দেখি নাই। নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন সন্দেহ নাই যে, 'তবে কি সান্ধ্য নিমন্ত্রণ সভা প্রভৃতি আমোদের স্থলে তোমাদের ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া পেচকের ন্যায় গম্ভীর থাকিতে হইবে?' আমার নিকট যদি কেহ ইহার উত্তর প্রত্যাশা করেন, তবে সহজেই তাহা দুটী কথায় দেওয়া যাইতে পারে—"ক্ষতি কি?" এই মর্ত্ত্যধামে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র বড়ই বিস্তৃত; সুতরাং জীবনের অনেক সময়

ইয়ারকি (flirtation) করিয়া হাসি গররায় মগ্ন থাকা অপেক্ষা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জগতের উপকারে আসিবার চেষ্টা করা কি বেশী ভাল নহে? এখানে ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে পিউরিটানদিগের পর দ্বিতীয় চার্লস্ প্রভৃতির রাজ্যকালে উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা আমোদ প্রমোদ একেবারে তিরোহিত করিতে বলিতেছি না। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, স্ত্রীসংগ্রাহক ইয়ারকি (flirtation) প্রভৃতি যে সকল আমোদ প্রমোদে মানুষকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া তুলে, সেই সকল আমোদ ও তাহার উত্তেজক প্রেমসঙ্গীত প্রভৃতি ত্যাগ করিলে আমরা মরিয়া যাইব না, বরঞ্চ তাহাতে আমাদের প্রকৃত জীবনলাভের, উন্নতিরই আশা করা যায়। গানের অতিরিক্ত নিষ্কলঙ্ক আমোদ প্রমোদের আরও নানা উপকরণ আছে; নিমন্ত্রণ-সভায় কেবল প্রেমসঙ্গীতের ছড়াছড়ি করিবার অপেক্ষা সময়ে সময়ে সেই সকল উপকরণের সাহায্য লইলে ভাল হয়। কেহ যেন ইহা না ভাবেন যে বিবাহিত রমণীগণ অথবা বিবাহিত পুরুষগণ আপনা-দিগের মধ্যে অবসর মত দুএকটী প্রেমসঙ্গীত গাহিলে পাপকর্ম্ম করা হইল বলিতেছি। কিন্তু আমরা ইহা বলি—এবং বারম্বার বলিব—যে, বঙ্গসমাজের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অন্তত কিছুদিনের জন্য প্রেমসঙ্গীতকে সম্পূর্ণ বিদায় প্রদান করিলে কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ লাভের সম্ভাবনা আছে।

সাহিত্যের দৃশ্য অঙ্গ যাত্রা, নাটক প্রভৃতি সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিব। যাত্রার মধ্যে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাই বাবুদিগের অত্যধিক প্রিয়। প্রিয় হইবার কারণ সেই

একই—ইয়ারকিটুকু চাই। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থটাই যে অশ্লীল, তাহাতে সন্দেহ নাই—যাত্রা প্রভৃতিতে সেই অশ্লীলতা আরও ফুটাইবার চেষ্টা হয়। কি বিষয় যে হইতেছে, বাবুদিগের সেদিকে বড় লক্ষ্য থাকে না—"বিদ্যা" খেমটা নাচের অনুকরণে তালে তালে নাচিয়া গেল, অমনি বাহবা পাইল। মালিনীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহবা প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ সে অত্যধিক চীৎকার করে, অত্যধিক খেমটা নাচ নাচে এবং যখন তখন অসমসাহসের সহিত পূতিগন্ধময় অত্যন্ত অশ্লীল কথা বলিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। পল্লীগ্রামে থিয়েটার অপেক্ষা যাত্রা সুবিধাজনক, ইহার জন্য বিশেষ কোনই আয়োজন করিতে হয় না এবং সমস্ত গ্রাম বেশ একটু সরগরম হইয়া উঠে। কলিকাতার ন্যায় রাজধানীতে নিত্য কোলাহলের মধ্যে যাত্রার কোলাহল কতদূর আমোদপ্রদ তাহা বলা যায় না। যাত্রা দিতে গেলেও ধ্রুবচরিত্র প্রভৃতি ভাল বিষয়েরই দেওয়া উচিত, যাহাতে স্ত্রীকন্যাপুত্রদিগের যথার্থ সৎশিক্ষা হয়।

নবেলের ন্যায় নাটকেরও সৃষ্টি, অবশ্য সংস্কৃত নাটক ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের দেশে বড় বেশী দিন পূর্ব্বে হয় নাই। থিয়েটার জিনিসটা কি, লোকে জানিত কিনা সন্দেহ। ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলনের পর, শুনিতে পাই যে কেশব বাবুপ্রমুখ কয়েক ব্যক্তি ছাত্রাবস্থায় প্রথম সেক্ষপীয়র নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে যোড়াসাঁকো ঠাকুর বাটীতে এবং পাইকপাড়ার রাজবাটীতে নাটক রচনা ও অভিনয়ের জন্য সভা স্থাপিত হইয়াছিল। যোড়াসাঁকো নাট্যসভার তত্ত্বাবধানে হরিনাভির সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "কুলীন-

কুলসর্ব্বস্ব” নাটক প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল। শুনিয়াছি যে তাহার ফলে গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ প্রভৃতি কৌলীন্য প্রথার বিষময় প্রভাব অনেকটা কমিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সাধারণ অভিনয়শালার সৃষ্টির মূল ন্যাশানল থিয়েটার। এক সময়ে “জাতীয়” (National) কথার বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—থিয়েটার খোলা হইল, তাহাও “ন্যাশানল” থিয়েটার হইল। সাধারণ অভিনয়শালার সৃষ্টি এই ন্যাশানল থিয়েটার হইতে। নাট্যশালার সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম জাতীয় ভাবোদ্দীপক’ নাটকেরই প্রাধান্য দেওয়া হইত। ক্রমে সামাজিক নাটক প্রধানত অভিনীত হইতে লাগিল এবং এখনও প্রধানত তাহাই চলিতেছে। আমাদিগের এখনও উন্নতির যে আশা আছে, তাহা নাট্যশালার অভিনীত নাটকগুলির চর্চ্চা করিলে প্রকাশ পাইবে। ইংরাজী নাট্যশালায় যাহা অভিনীত হয়, তাহার অধিকাংশই লোককে হাসাইবার জন্য এবং সুতরাং পিতামাতাকে ফাঁকি দিয়া প্রণয়পাত্রের সহিত বালিকার পলায়ন প্রভৃতি অশ্লীলতার সংসূচক ভাবে সংরচিত—তথাকার শ্রোতৃবর্গ গম্ভীর বিষয় শুনিতে বড়ই নারাজ। আমাদের দেশীয় নাট্যশালায় কিন্তু শ্রোতৃবর্গ গম্ভীর বিষয় শুনিতেই যেন ভাল বাসেন। আমাদের নাটকগুলি, একটীও বাদ পড়ে কিনা জানিনা, ন্যায়ের উপর ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া সংগ্রথিত। পরিণামে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে আমরা স্বতঃই ব্যস্ত, এমন কি আমাদিগের প্রহসনগুলিরও মূল উদ্দেশ্য তাহাই—কেবল মাত্র আমোদ প্রদান নহে। কিন্তু প্রহসনগুলি এমনভাবে রচিত হয় যে লোকে কেবলচ্যুত

হইয়া কেবল তাহার ইয়ারকিটুকু গ্রহণ করিতে পারে। আমি কোন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে নিয়মিতরূপে তাঁহারা যে গম্ভীর নাটকের পর একখানি করিয়া প্রহসন অভিনয় করেন, তাহা কেবল টাকার জন্য। তাঁহারা স্বীকার করেন যে ইহাতে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমরাও তাই বলি যে, যখন বাস্তবিক দেশের অনিষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহাদের কর্তব্য যে হয় তাঁহারা উহারি মধ্যে একটু ভদ্র প্রহসন * অভিনয় করান অথবা কিছুদিনের জন্য প্রহসন অভিনয় স্থগিত রাখেন। তাঁহাদের যেন মনে থাকে যে দেশের অনিষ্ট বলিলে তাঁহাদের নিজের এবং স্ত্রীকন্যা পুত্র প্রভৃতি সকলেরই অনিষ্ট ধ্বনিত হয়। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ কি ইহা প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের সন্তানগণ তাঁহাদের প্রহসন অভিনয়ের সময় উপস্থিত থাকুক? আমি তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। যদি সকল নাট্যশালার কর্তৃপক্ষগণ মিলিত হইয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির উপযোগী কিরূপ বিষয় এবং কোন্ নাটকগুলি অভিনীত হইবে স্থির করেন, তাহা হইলে এই সমস্যা অবিলম্বেই মীমাংসিত হইতে পারিবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ত্রয়োবিংশ আলোচনা সমাপ্ত।

---

* যেমন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "হঠাৎ নবাব", "এমন কর্ম্ম আর করবো না"; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত "বিবাহ বিভ্রাট" ইত্যাদি। শেষোক্ত পুস্তক অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইলেই প্রহসন নিতান্ত গ্রাম্য (vulgar) হইয়া পড়ে—ব্যক্তিগত আভাস আসিয়া পড়ে—তাহা নিতান্তই পরিত্যাজ্য।

উপসংহার।

তৃতীয় বিভাগে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার সহিত প্রচলিত আচার ব্যবহারের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তাহা বলিয়া আসিলাম। এই বারে মোটের উপর স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহাই দেখা যাউক। প্রথমত আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, বেদ অবধি তন্ত্রপুরাণ পর্য্যন্ত কোন প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থেই স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠন বিষয়ক নিষেধ বিধি নাই। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী এবং পাশ্চাত্য স্ত্রীস্বাধীনতা মাতৃত্বের আদর্শ রক্ষার পক্ষে, সুতরাং ভারতের হিন্দুরমণীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তৃতীয়তঃ মাতৃত্বকেন্দ্রক স্ত্রীশিক্ষা ও বৈদিক কালের স্ত্রীস্বাধীনতা অথবা প্রকৃত অবরোধ প্রথা বিষয়ক শাস্ত্রানুশাসন ও শাস্ত্রসমর্থিত সামাজিক আচার ব্যবহার নিষ্কলঙ্ক সতীত্বরক্ষার পক্ষে, সুতরাং হিন্দুরমণীর সম্পূর্ণ উপযোগী। ভারতের পুত্রকন্যাগণ! তোমরা এই সকল শাস্ত্রোপদিষ্ট ও সমাজপ্রচলিত দেবতাভাবানুপ্রাণিত সুন্দর আচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সুসন্তান সকল প্রসব কর; তোমরা নিজেদের জীবনে, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক নিশ্বাসে, ভারতের গৌরব জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্তে বিকীর্ণ কর—উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি সহকারে বিঘোষিত কর—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো দেবনদ্যো র্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং সদাচার স উচ্যতে॥
"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" মনু

"সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অন্তর্গত যে দেশ, সেই দেবনির্ম্মিত দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং সেই দেশের পরম্পরাগত আচারই সান্তরাল বর্ণসমূহের পক্ষে সদাচার বলিয়া উক্ত হয়। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল (কান্যকুব্জ) এবং শূরসেন (মথুরা), ব্রহ্মাবর্ত্তের পরবর্ত্তী এই কয়টী দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলা যায় এবং এই দেশজাত ব্রাহ্মণের নিকটে পৃথিবীস্থ সকল মানব নিজ নিজ চরিত্র (সু-আচার) শিক্ষা করিবে।" আইস, একবার পঁচিশ কোটী ভারতবাসী এক কণ্ঠে গগনভেদীস্বরে ভগবানের করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি, স্তন্যদাত্রী জননীর জাতি, রমণীর মাতৃত্বের নামে জয় জয়কার করি। ভারতবাসীর হৃদয়ে বীর্য্য, শরীরে বল আসুক; দুর্ভিক্ষ, রোগ শোক পাপ তাপ সকলই প্রশমিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

অথ অনুক্রমণিকা।

তৃতীয় বিভাগ—

—ওঁ—

11|2|071

154
117
182
238